কুমার সম্ভব

সরল গদ্যে শ্লোকানুবাদ

বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত ভূমিকা সমেত

রায় বাহাদুর

শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি

Second Edition

Revised & Enlarged

১৯৩৫

—প্রকাশক —
শ্রীঅমিতাভ সান্যাল L. M. E.
৩৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
—কলিকাতা—

—প্রিণ্টার—
শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস
—বী প্রেস—
৩৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
—কলিকাতা—

নিবেদন

কুমার-সম্ভবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ভূমিকায় ও ব্যাখ্যায় কিছু-কিছু নূতন কথা সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

কালিদাসের এই কাব্যখানির প্রথম সাত সর্গই সুধীজনের সমাদৃত। এ সম্বন্ধে ১৯২৭ সংবৎসরে তাৎকালিক পণ্ডিত-কেশরী তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি সম্পাদিত "কুমারসম্ভবম্" কাব্যের ভূমিকা হইতে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম ;—

"অস্মিংশ্চ কাব্যে প্রাথমিকাঃ সপ্তসর্গা এব সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধাঃ ব্যাখ্যাতৃভিশ্চ প্রায়েণ ত এব সর্গা ব্যাখ্যাতাঃ। তদুত্তর-সর্গেষু তু পার্ব্বতী-পরমেশ্বরয়োঃ সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণনেন মাতাপিত্রোরিব অনাস্বাদ্য-তয়া তেষ্বনাদরনীয়ত্বেন লোকেষু প্রচারাভাবঃ ব্যাখ্যাতৃণামুপেক্ষা চ।"

ঐ মত অনুসরণে এই গ্রন্থখানি "উমা-প্রদান"-নামক সপ্তম সর্গেই সমাপ্ত —।

কালিদাসের এই সুপ্রসিদ্ধ ও ভাব-ঘন কাব্যখানিকে বাঙ্গালা-গদ্যে যথাযথরূপে প্রতিফলিত করাই এ গ্রন্থখানির প্রণয়নে আমার উদ্দেশ্য। সেই নিমিত্ত মূলের অনুবাদে সর্ব্বত্রই আমাকে কবির প্রকাশ-ভঙ্গির অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে ;—কোথাও ভাব-বিস্তারের প্রলোভনে কাব্যিক ভঙ্গিমাকে নষ্ট করিতে সাহসী হই নাই। বস্তুতঃ ভাবই কাব্যের অন্তর্নিহিত প্রাণ-বস্তু হইলেও, কবির প্রকাশ-ভঙ্গিমাই উহার রূপ। সেই রূপ নষ্ট হইলে, কাব্যের কাব্যত্বই নষ্ট হয়। অনধিকারীকে কাব্য-রসাস্বাদন করাইবার বিফল চেষ্টায় কাব্যকে গ্রাম্যের পর্য্যায়ে নামাইতে গেলে উদ্দেশ্য

সাধনের পরিবর্তে কবির ও কাব্যের নিধন-সাধনই করা হয়। কাল-দোষে বাঙ্গালা-সাহিত্যে আজকাল কালিদাসের আদিরসাশ্রিত কাব্য সম্বন্ধে এরূপ চেষ্টা মধ্যে-মধ্যে হইয়া থাকে বলিয়াই প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে ঐ কথাটি বলিতে হইল।

বিচিত্র-রূপ-মণ্ডিত প্রকাশ-ভঙ্গির ভিতর দিয়া ভাব-ধারণা ও রস-গ্রহণ করিতে উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই নিমিত্তই জগতের সর্ব্বত্র উচ্চাঙ্গের কাব্য-নাটকাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সীমা নাই। এ ক্ষেত্রে, সংস্কৃত-কাব্য-ব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মল্লিনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পাঠকের সহায়তা করিতে আমি সাধ্য-পক্ষে যত্নের ত্রুটি করি নাই। কেবল, কয়েক স্থলে ভাবানুরোধে নূতন ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। সহৃদয় পাঠক গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সে পরিচয় করিবেন।

অবশেষে, একটি কথা না বলিলে প্রত্যবায় হয়;—প্রথম-প্রকাশিত 'কুমারসম্ভব'-খানি আমি যখন সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহোদয়ের কর-কমলে প্রদান করিয়া ধন্য হই, তখন উহার ভূমিকাংশ আদ্যন্ত ও শ্লোকানুবাদ স্থানে-স্থানে শুনিয়া, তিনি যে-সব প্রশংসা-বাচক কথায় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সে-সব কথা আমার নিজমুখে বলা শোভা পায় না। পরে, বৃদ্ধ বয়সে আমি-যে ঐ গ্রন্থের পুনর্ম্মুদ্রণে সক্ষম হইলাম, ইহা কবিরত্ন মহাশয়ের আশীর্ব্বাদেরই ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থবির কবিরত্ন মহোদয়ের পাদপদ্মে নমস্কার করিতেছি।

কৃষ্ণনগর
অগ্রহায়ণ—১৩৩১

শ্রীদীননাথ সান্যাল

ভূমিকা

কুমারসম্ভব-কাব্যের ভূমিকায় আমি দুইটী মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই ;—কাব্যের গূঢ় ভাব এবং তন্নির্দ্দেশক চিত্র-সমাবেশ। কাব্যের মর্ম্মগত ভাবের নিত্যতায় ও মাহাত্ম্যে এবং ঐ ভাবের পরিস্ফুটনোপযোগী চিত্র-সমাবেশের কৌশলে ও সৌন্দর্য্যে, কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ। এই দুইটী ভিন্ন কাব্য-সম্বন্ধে অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা অবান্তর মাত্র।

মানুষ গোড়ায় পশুধর্ম্মী। এই পশুধর্ম্মী মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিতে, মনুষ্য-সমাজকে প্রকৃত মনুষ্যেরই সমাজ করিতে, এবং তাহা অপেক্ষাও যাহা অধিক, মনুষ্যের পশু-ভাব নষ্ট করিয়া, তাহার স্থলে দেব-ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে, নীতিজ্ঞ ও কবি—উভয়েরই আবির্ভাব। উভয়েরই একই লক্ষ্য, কিন্তু পথ ভিন্ন ; একই উদ্দেশ্য, কিন্তু উপায় ভিন্ন ; একই সাধনা, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। নীতিকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন, কর্ত্তব্যের বিধি দেন, অকর্ত্তব্যের নিষেধ করেন ;—কর্ত্তব্য-পালনে পুণ্য ও পুরস্কারের আশা-ভরসা দেন, এবং অকর্ত্তব্য-করণে পাপ ও শাস্তির বিভীষিকা দেখান। কিন্তু কবির পন্থা ভিন্নরূপ। তিনি কল্পনায় সংসারের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আঁকিয়া, তাহাতে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপযোগী কতকগুলি চিত্র ও চরিত্রের সমাবেশ করেন এবং ঘটনা-পরম্পরার অভিনয়ে কার্য্যত ভাল-মন্দ চক্ষের উপর দেখাইয়া দেন। নীতিকারের শাসন-বাক্য—"শাস্ত্র" ; কবির রসাত্মক বাক্য—"কাব্য"। নীতিকার নীরস বাক্যে যাহা উপদেশ করেন, কবি চিত্রে চিত্র-চরিত্রে তাহাই

উদাহৃত করেন। এইজন্যই নীতির পথ কঠিন ও কঠোর; কিন্তু কবির পথ সর্ব্বথাই সরল ও সুগম। জ্ঞানাভাবে নীতি-পালনে লোকের শৈথিল্য জন্মিতে পারে—জন্মিয়াও থাকে; কিন্তু কবির সুচিত্রিত সংসার-পট সকলেরই নয়নানন্দকর ও মনোরঞ্জন। নীতির উপদেশ মস্তিষ্কের উপরে কার্য্যকর; কিন্তু কাব্য হৃদয়ের সামগ্রী, হৃদয়ই উহার লীলাভূমি। জ্ঞানীর কাছেও কাব্যের আদর—সে কেবল উদাহরণে উপদেশকে দৃঢ় করে বলিয়া। কিন্তু অজ্ঞানকে কিছু বুঝাইতে হইলে, কাব্যাকারেই বুঝাইতে হয়—নীতির মর্ম্ম তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া হৃদয়ে পৌঁছিতে পারে না। আমাদের হিন্দু-সমাজে নীতিবাক্য কাব্যাকারে সরল করিয়া, তরল করিয়া, কত রকমে জনসাধারণকে শুনান হইতেছে বলিয়াই. হিন্দু জন-সাধারণ সামাজিক গুণে অন্যান্য জাতির জন-সাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক রামায়ণে ভারত ব্যাপিয়া যাহা করিয়াছে. শুধু নীতির উপদেশে কি তাহা কখনও সাধিত হইতে পারিত? এইজন্যই আর্য্য-সাহিত্যে সমাজ-শাসনের জন্য যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তেমনই সেই সঙ্গে লোক-শিক্ষার্থ শাস্ত্রোপদেশের উদাহরণ-স্বরূপ পুরাণাদি অসংখ্য কাব্যও আছে। দেশকালপাত্রভেদে ঐ সকল পুরাণ-কথাকে আরও সরল করিয়া, অনায়াসে সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত লোক-শিক্ষার বিস্তার করা হইয়াছে। ঐ সকল কথা পড়িতে-পড়িতে বা শুনিতে-শুনিতে লোকে ভাল-মন্দ বুঝিতে শিখে, সুন্দর-কুৎসিতের তারতম্য অনুভব করে,—দেখে যে, যাহা সৎ, তাহাই সুন্দর; আর যাহা অসৎ. তাহাই কুৎসিত। নিরন্তর এইরূপ পড়িতে-পড়িতে বা শুনিতে-শুনিতে, নিতান্ত অশিক্ষিতের মনেও সত্যের আদর্শের একটা ছায়া পড়িয়া যায়। ইহা হইতেই গৃহের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি। অবশ্য এখানে চরিত্র-গত নৈতিক উন্নতির কথাই বলিতেছি।

এইরূপে কাব্যাকারে লোক-শিক্ষা প্রচার করায়, লোকের মনে সামাজিক ধর্ম্ম কেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। শিক্ষিতের

ত কথাই নাই, এই সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দুর মধ্যে অশিক্ষিতের মনেও সতী-ধর্ম্মের একটা চমৎকার আদর্শ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সতীত্বের প্রতি সমাদর, অসতীত্বের প্রতি ঘৃণা, হিন্দুজাতির নিম্ন-স্তরেও যেন মজ্জাগত। নিরন্তর রাম-সীতা, হর-পার্ব্বতী, সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি খুল্লনা, নখিন্দর-বেহুলা প্রভৃতির কথা কাব্যে, গানে, যাত্রায়, পাঁচালীতে, কথায়, গাথায় শুনিতে-শুনিতে নিতান্ত অজ্ঞানের মনেও ঐ আদর্শের একটা ছায়া পড়িয়াছে। সমাজের পক্ষে ইহা কি কম উপকার! সামাজিক ধর্ম্মের যাহা মূল, কবি সেই মূলে রস সেচন করিয়া, নিতান্ত নিম্নস্তরেও তাহা প্রসারিত করিয়া, সামাজিক ধর্ম্ম-বৃক্ষকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। ইহাতেই কবির জয়!

সামাজিক ধর্ম্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং এই সতীত্ব-ধর্ম্ম বা দাম্পত্য প্রেমই প্রেমের মূল। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ব-সমাজ ও স্বদেশ আলিঙ্গন করিয়া, অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্য-প্রেমের উৎকর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ ও গৃহের উৎকর্ষ; সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই।* এই প্রেম নষ্ট কর, দেখিবে গৃহ থাকিবে না, —সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গৃহ না থাকিলে, সমাজ কোথায় থাকে? কোন্ ইতিহাসাতীত যুগে, যে-দিন মানুষ গৃহ বাঁধিয়া তাহাতে গৃহিণী-স্থাপনা করিয়াছিল, সেইদিন হইতে অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মানব-হৃদয়ের এই প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার পর, যুগ-যুগান্তরের লালন-পালনে

---

*কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত "The Story of Philosophy" (by Will Durrant Ph D) হইতে উদ্ধৃত—

"Love is the best eugenics". "The family is the avenue of human perpetuity, and therefore still the basic institution among men."

বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়া এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া, নানা-ভাবে নানা-আকারে উহা এখন সমাজ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ বলো, ভক্তি বলো, প্রীতি বলো, মৈত্রী বলো, সহৃদয়তা বলো,—সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই ঐ। গৃহে উহার জন্ম, সমাজে উহার ব্যাপ্তি, এবং পরিশেষে প্রেমময়ের পাদমূলে উহার সমাপ্তি। যে বিশ্ব-প্রেম প্রেমিকের চরম আদর্শ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজ-ধর্ম্মেই তাহার সাধনা, এবং দেবত্ব-লাভেই তাহার সিদ্ধি।

কবিরা অন্তর্দর্শী বলিয়াই এই প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের উৎকৃষ্ট কবি-মাত্রেই এই প্রেমের উপাসক। তাঁহাদের কাব্যের রহস্য ভেদ করিলে দেখা যায় যে, এই প্রেমই তাঁহাদের কাব্যের বীজমন্ত্র। যিনি ইহার যত উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাঁহার কাব্য ততই উৎকৃষ্ট। এই প্রেমের উৎকর্ষ-গুণেই প্রেমের প্রস্রবণ 'রামায়ণ" আজিও কাব্যের আদর্শ, এবং রাম-সীতা প্রেমিকের আদর্শ হইয়া, যুগযুগান্তর ধরিয়া হিন্দুর হৃদয়ে পূজা পাইতেছেন। এই আদর্শ-গুণেই ভারতের সর্ব্বত্র যুগে-যুগে কত কবিই ইহার আশ্রয় লইয়াছেন! কাব্যে, নাটকে, গানে, ভজনে, কথায়, লীলায়, এক "রামায়ণ" হইতে ভারতে যে কি সুবিপুল সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া, হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এই আদর্শ প্রেমের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! কবির মত কবি হইলে, এবং আদর্শের মত আদর্শ ধরিতে পারিলে, লোক-শিক্ষায় কাব্যেরই জয়!

আমাদের পুরাণ-সাহিত্যে এই প্রেমের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হর-পার্ব্বতী তাহার মধ্যে অন্যতম। রাম-সীতার পরেই হর-পার্ব্বতীর প্রেম সংস্কৃত-সাহিত্যে দ্বিতীয় আদর্শ-স্থানীয়। প্রেমের তীব্রতায়, প্রেমের প্রগাঢ়তায়, পার্ব্বতী সীতারই সমতুল। আর মহাদেব ত

প্রেমেই পাগল, প্রেমেই সন্ন্যাসী! প্রেমের তীব্রতায় এই হর-ঘরণীই দক্ষ-মুখে পতি-নিন্দা শ্রবণে মর্ম্মাহতা হইয়া দক্ষালয়ে দক্ষের সমক্ষে যোগাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তার পর, সেই "সতী"ই আবার "পার্ব্বতী"-রূপে সেই মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত তপের পরাকাষ্ঠায় প্রেমের প্রগাঢ়তা দেখাইয়া, হিন্দুর হৃদয়ে প্রেম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। পুরাণে তারকাসুরবধোপায়ে সেনানী-সৃষ্টি উপলক্ষ করিয়া হর-পার্ব্বতীর পরিণয়-কল্পে যে কাহিনী বিবৃত, এই প্রেমতত্ত্বই তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম।

দক্ষালয়ে যিনি "সতী", পরে হিমালয়ে তিনিই "পার্ব্বতী"। সেই সতী-লীলায় যিনি পতি ছিলেন, এই পার্ব্বতী-লীলাতেও তিনিই পতি হইবেন;—অন্য কেহই না। রূপে তাঁহাকে মিলিল না, দূর হউক রূপ, তপে তাঁহাকে মিলিতে পারে। তপেও তাঁহাকে না মিলে, তবে তপেই বরং দেহ-ত্যাগ শ্রেয়, তবু অন্য পতি চাই না, ইন্দ্রাদি কাহাকেও না—ইহাই পার্ব্বতীর প্রেমিকতা; এবং ইহাই হিন্দুধর্ম্মে দাম্পত্য-প্রেমের "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-ভাব। রামের সতী যখনই হৃদয়-বেদনায় কাতর হইয়াছেন, তখনই তাঁহার মনে,—জন্মজন্মান্তরে যেন রামকেই পতি পাই—এই ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সতী মাত্রেরই মনোভাব। এই সুমহান্ ভাবটীকে মজ্জা করিয়া পুরাণের ঐ হরপার্ব্বতী-পরিণয়-কাহিনী গঠিত। প্রেমের পূর্ব্বরাগের অপূর্ব্ব প্রগাঢ়তাই ইহার প্রাণ! তার পর, রূপের ব্যর্থতায় এবং কামের ধ্বংসে ইহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া, অবশেষে তীব্র তপের সাধনে ইহার উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে।

প্রেমের এই পরম তত্ত্বটুকু ঐ পুরাণ-কাহিনীতে আছে বলিয়াই, কালিদাস ঐ সমগ্র কাহিনীটীকে অক্ষুণ্ণ-ভাবে তাঁহার কাব্যের বস্তু-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অনুপম তুলিকায় উহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

এ কাব্যে কালিদাসের কৃতিত্ব ঐ পরিপুষ্টি সাধনে। পুরাণ-কাহিনীতে যাহা কেবল উল্লেখ মাত্র, কালিদাসের কাব্যে তাহা অপূর্ব্ব বর্ণনায় পরিণত; পুরাণে বর্ণনা যেখানে তরল, কালিদাস সেখানে প্রগাঢ়তা ঢালিয়া দিয়াছেন, পুরাণে যাহা রেখাঙ্কিত, কালিদাস তাহাকে বিচিত্র বর্ণে সমুদ্ভাসিত করিয়া, সুদক্ষ শিল্পীর ন্যায়, এই কাব্যখানিকে সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহা প্রেমের এক পরম সুন্দর মহাচিত্র।

যে স্বভাব-চিত্রণে কালিদাস জগতে অদ্বিতীয়, এ কাব্যে তাহারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের স্বভাব-চিত্র জড়চিত্র নহে;—উহা সর্ব্বাংশেই ভাবময় ও চেতনাময়। বাহ্য জগতের ঐ ভাব ও চেতনার ঝঙ্কারে অন্তর্জগতে অনুরূপ ভাব ও চেতনার তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কৃত এবং সুপ্ত অনুভূতিগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন অন্তর্জগৎ, বহির্জগতের সহিত একই তানে রণিত হইতে থাকে এবং একই তালে নাচিতে থাকে। বাহিরের সহিত অন্তরের এই একতানত্বই ও একতালত্বই অন্তরের আনন্দ;—সুতরাং মানব-হৃদয়ে উহাই বাহ্য জগতের "সৌন্দর্য্য"। এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে মন বহির্জগতের সহিত একপ্রাণ হইয়া পড়ে। মনোজগতে যেমন অন্তরের সহিত অন্তরের একপ্রাণতা-সাধনে মানব-হৃদয়ে প্রেমের প্রতিষ্ঠা; তেমনি বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের এই একপ্রাণতা-সাধনেই মানব-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা। "প্রেম" ও "সৌন্দর্য্য"—এই দুইটী অনুভূতিই মানব-হৃদয়ের পরম উপাদেয় উপাদান বস্তু—মানব-মনের মহাভাব; সুতরাং এই দুয়ের পরম উৎকর্ষ সাধনই কবিদিগের চরম লক্ষ্য। এই দুই মহাভাবে যিনিই অনুপ্রাণিত, তিনিই মহাভাবুক; এই দুই মহাভাবকে যিনিই সুচিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই মহাকবি; এবং এই দুই মহাভাবের চিত্রই মহাকাব্য। কালিদাসের এই মহাকাব্যে এই দুইটী মহাভাবই মূর্ত্তিমন্ত! ঐ দুই মহাভাব অবলম্বন করিয়া, এবং তাহার সহিত আবশ্যকীয় কতকগুলি উপচিত্র সংযোগ

করিয়া, কবি এই সুন্দর সংসারপট আঁকিয়াছেন। সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায়, এই সকল উপচিত্রেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ও প্রচুর সাবধানতা। ইহাতে মূলচিত্র আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে উপমা-গুণে "উপমা কালিদাসস্য" প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত হইয়াছে, সেই উপমাদি গুণ এই কাব্যের অলঙ্কার ;—শ্লোকে-শ্লোকে মণিমুক্তার ন্যায় জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে! সেই উপমাগুলি যেমন সুন্দর, তেমনই সুমার্জ্জিত ও পরিপাটী ; ভাবের সৌন্দর্য্যকে যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছে! অলঙ্কার-মণ্ডনে পার্ব্বতী যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন, বিবিধ উপমাভূষণে কবির এই কাব্য-সুন্দরীও তেমনই, কুসুমভূষণে লতার ন্যায়, নক্ষত্র-ভূষণে রাত্রির ন্যায়, এবং বিহঙ্গ-ভূষণে নদীর ন্যায়, পূর্ণসৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

কালিদাসের এই অপূর্ব্ব চিত্রশালিকার চিত্রগুলি একটু-একটু পরিচয় দিয়া, উহাদিগের সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যের পরিকল্পনাটীও পাঠকের চক্ষে পরিস্ফুট হইবে।

১। হিমালয়

গ্রন্থারম্ভে নগাধিরাজ হিমবান্। জড়-হিমালয়ের নানাবিধ ঐশ্বর্য্যই কবির অসাধারণ তুলিকায় নগাধিরাজের রাজৈশ্বর্য্যে পরিণত হইয়াছে ; ইহার অনন্ত রত্ন, ধাতুময় শিখর-সকল, গজ, সিংহ, চমরী, কিন্নর-কিন্নরী, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী ;—ইহার স্বাভাবিক বেণু-নিনাদ, সুরভি উপবন, পদ্ম-খচিত সরোবর, জ্যোতির্ম্ময় ওষধি ;—এ সকলই হিমবানের অধিরাজত্বের পরিচয়। এ কাব্যে যেখানেই হিমবানের উল্লেখ আছে, সেইখানেই তাহা কাব্যানুরোধে স্পষ্টতঃ নগাধিরাজ জঙ্গম হিমবানের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও, তাহাতে স্থাবর হিমালয়ের প্রতি চমৎকার ইঙ্গিত লক্ষ্য এবং উপভোগ্য।

২। পার্ব্বতী

হিমবানের একমাত্র কন্যা পার্ব্বতীর যৌবনারম্ভে রূপ যেন ফুটিয়া উঠিল! এই রূপ সৃজনে বিধাতার লাবণ্যভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, তাঁহাকে পুনরায় লাবণ্য সৃষ্টি করিয়া পার্ব্বতীর রূপ সৃজন সমাধা করিতে হইয়াছিল! জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য যেন এই পার্ব্বতীতে একত্রীকৃত! –

"সর্ব্বোপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থ সৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষয়েব॥"—(১--৪৯)

৩। ব্রহ্মসমীপে দেবগণ

তাড়কাসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেবগণ, তাহাকে বধ করিতে সক্ষম, এমন এক সেনানী সৃষ্টির মানসে, ব্রহ্ম-সমীপে আসিয়াছেন। হৃতরাজ্য ও কৃতদাস সেই দেবগণের তখনকার মলিন-মুখশ্রী দেখিয়া এবং বৃহস্পতির মুখে তাঁহাদের দাসত্ব-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া, মানুষ-যে-আমরা—আমাদেরও চক্ষে জল আসে!

৪। হিমালয়-প্রস্থে মহাদেব

দক্ষ-রোষে সতীর প্রাণত্যাগের পরে, মহাদেব আসক্তিশূন্য হইয়া, শান্ত তপস্যার্থ হিমালয়ের এক প্রস্থ-ভাগে বাস করিতেছিলেন। দেবদারু-দ্রুমে, গঙ্গা-প্রবাহে, মৃগনাভি-গন্ধে ও কিন্নর দিগের সুস্বর সঙ্গীতে, এই তপোবনটী যেন শান্তির আবাসভূমি।

৫। ইন্দ্রসমীপে মদন

ইন্দ্রের আহ্বানে মদন আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার রতি-বলয়চিহ্নিত স্কন্ধে জগদ্বিখ্যাত সুচারু-বক্র পুষ্পধনু। আসিয়াই—কি করিতে হইবে, তাহা না শুনিয়াই,—তিনি নিজমুখে নিজের ক্ষমতা খ্যাপন করিতে লাগিলেন।

সে কি বিষম দর্প! কন্দর্প যেন দর্প মূর্ত্তিমান্! শেষে, যখন তিনি সেই দর্পের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিলেন,—

"কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণে
ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে!"—(৩—১০)

—তখনই মনে হয় যে, মদনের "পাখা উঠিয়াছে";—মদন যম-সদনেরই যাত্রী।

৬। রুদ্রাশ্রমে বসন্ত-বিকাশ

প্রিয় সহচর বসন্ত এবং ভার্য্যা রতির সঙ্গে মদন রুদ্রাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বসন্ত তথায় স্ব-রূপ বিকাশ করিলেন। পনরটী-মাত্র শ্লোকে কবি এই বসন্ত বিকাশ চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্তু এমন জীবন্ত বসন্ত-চিত্র, বুঝি, আর কোনও কাব্যেই নাই! এই চিত্রে স্বাভাবিক বসন্ত-ঋতুটী যেন চক্ষের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। মলয়-পবন, অশোক-কর্ণিকার-পলাশাদি কুসুম, ভ্রমর-পংক্তি-সন্নিবেশিত সদ্য-মুঞ্জরিত চূতবাণ, তাহাতে নব-পল্লবের পক্ষ,—এ সকলই ঐ চিত্রে সুচারু-চিত্রিত। শুধু তাহাই নহে;—কে কি করিতেছে, তাহাও ঐ চিত্রে কেমন চিত্রিত! মদোদ্ধত মৃগ কি করিয়া বেড়াইতেছে; চূতাঙ্কুরাস্বাদে গলা শানাইয়া পুংস্কোকিল কেমন সুস্বরে কুহু-ধ্বনি করিতেছে; ভ্রমর-ভ্রমরী কেমন করিয়া একই কুসুমে মধুপান করিতেছে; কৃষ্ণসার কেমন করিয়া মৃগীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেছে; আর, তাহাতে মৃগী কেমন চক্ষু মুদিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছে; করিণী কেমন করিয়া করীর গায়ে জল ছিটকাইয়া দিতেছে; চক্রবাক্ কেমন করিয়া প্রিয়াকে আদর দেখাইতেছে; কিন্নরেরা কি করিতেছে—এমন কি, নবপল্লবিতা ও পুষ্প-ভারাবনতা লতা-বধূ কেমন করিয়া তরুকে আলিঙ্গন করিতেছে—এ সকলই, কেমন সুন্দর চিত্রিত! চক্ষের সমক্ষে যেন বসন্তের একটী পূর্ণ ও জীবন্ত ("বায়স্কোপিক") চিত্রপট!

৭। বসন্ত-প্রাদুর্ভাবে স্থাণু-বন

বসন্ত-প্রাদুর্ভাবে যখন সেই আশ্রম বিচলিত, তখন তাহারই মধ্যে, মহাদেবের তপোবনে লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া ; তাঁহার বামহস্তে হেম-বেত্র, মুখে তর্জ্জনী ;—নন্দী সঙ্কেতে প্রমথগণকে এই বসন্ত-সঙ্কটে স্থির থাকিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। নন্দীর শাসনে বসন্ত-প্রভাব সে স্থানটীকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। চারিদিকে বসন্তের সেই বিচলতার মধ্যে স্থাণু-বন প্রশান্ত, স্থির ও নিস্তব্ধ ! সেখানকার সমস্তই যেন চিত্রার্পিত !—

"নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে ॥" (৩—৪২)

৮। সমাধিস্থ মহাদেব

নন্দীর ভয়ে, নমেরু-বৃক্ষরাজীর অন্তরাল দিয়া মদন ঐ স্থাণু-বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মহাদেব সমাধিস্থ !—বীরাসন, স্থির-কায়, উত্তান-পাণি ;—ভুজঙ্গের সহিত উদ্বদ্ধ জটা-কলাপ, কর্ণাবলম্বী অক্ষমালা, অজিন-বাস ;—ভ্রূভঙ্গিবিহীন, অর্দ্ধ-নিমীলিত ও নাসাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টি !—সমাধি যেন মূর্ত্তিমান্ ! অন্তশ্চর বায়ুগণের নিরোধে মহাদেব তখন—

"অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্ববাহ মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥"—(৩—৪৮)

৯। স্থাণু-বনে মদন

নন্দীর শাসনে স্থাণু-বনের সেই অবিচলিত ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়া, মদন তথায় প্রবেশ করিবা-মাত্রই শঙ্কিত হইয়াছিলেন ; এখন মহাদেবের ঐ প্রগাঢ়

সমাধি-মূর্ত্তি দেখিয়া মদনের "চক্ষু স্থির"! যে ধনুর্দ্ধর ইতিপূর্ব্বেই ইন্দ্রের কাছে স্পর্দ্ধার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ;

"কুর্য্যাং হরস্যাপি পিণাকপাণে—
ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে !"

সেই "ধনুর্দ্ধর" এখন, পিনাক-পাণির "ধৈর্য্যভঙ্গ" করা দূরে থাকুক, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয়ে একেবারে হতজ্ঞান! "ধনুর্দ্ধরের" হস্ত-হইতে ধনুঃশর পড়িয়া গেল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই! দর্পী কন্দর্পের এই বিষম দুর্গতি দেখিয়া হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

১০। মদন-দহন

এমন সময়ে বসন্তপুষ্পাভরণা রক্তবস্ত্রবসানা পার্ব্বতী, যেন সঞ্চারিণী লতাটীর মত, শিবসেবার্থ যাইতেছিলেন। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়া মদন মনে একটু সাহস পাইলেন। তখন তিনি ধনুতে জ্যা আস্ফালন করিয়া যখন দেখিলেন, মহাদেব ধ্যান হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সেবা-মাল্য প্রদানার্থ পার্ব্বতী তাঁহার সন্নিহিতা হইয়াছেন, তখনই উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া, তাঁহার পুষ্পধনুতে "সম্মোহন"-বাণ যোজনা করিলেন। অমনি,— ঐ দেখ, মহাদেব কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন,—বনের প্রান্ত-ভাগে মদন তাঁহার প্রতি বাণক্ষেপে সমুদ্যত! সেই সময়ে মদনের মূর্ত্তি মহাদেব যেমন দেখিয়াছিলেন, কবির তুলিকা-গুণে আজ আমরাও ঠিক যেন তাহাই দেখিতেছি :—

"স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত-চারু-চাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥"—(৩—৭০)

বাণক্ষেপী মদনের কি সুন্দর "ফোটো"-চিত্র!

এই দেখিবামাত্র মহাদেবের কোপোদয়,—কোপোদয় মাত্র তৎক্ষণাৎ জ্বালা-ময় কপালাগ্নি-নির্গম এবং সেই অগ্নিতে নিমেষের মধ্যে মদন ভস্মীভূত!

১১। মহাদেবের সে-স্থান ত্যাগ

মদনের নিধন সাধন করিয়া, তপস্যার বিঘ্নকর স্ত্রীলোক-সন্নিকর্ষ ত্যাগ করিবার মানসে, ভূতগণ-সহ ভূতপতি রোষে সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

১২। পার্ব্বতীর প্রত্যাগমন

সখিদিগের সমক্ষে রূপের এই ব্যর্থতায় পার্ব্বতী, ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। অমন রূপ এমন ব্যর্থ হইল, মহাদেব একবার তাকাইয়াও দেখিলেন না; পরন্তু সে-স্থানই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন;—ইহাতে কোন্ স্ত্রীলোকের ক্ষোভ না হয়? আর, সখিদের সম্মুখে এইরূপ ঘটিলে, কোন্ রমণী লজ্জায় ম্রিয়মাণা না হয়?

১৩। পতিশোকাতুরা রতি

অকস্মাৎ এই অদ্ভুত বিপৎ-পাতে, রতি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। ক্ষণেক পরে চেতনা পাইয়া রতি দেখিলেন যে, সত্য-সত্যই মদন নাই,—ধরাতলে কেবল পুরুষাকৃতি ভস্মরাশি পড়িয়া রহিয়াছে! তখন ধরাবলুণ্ঠনে ধূসরি-তাঙ্গী বিকীর্ণ-কেশা রতির সেই মর্ম্ম-ভেদী বিলাপে বনস্থলীও রতির দুঃখে সমদুঃখিনী হইয়াছিল! রতি সকরুণে একে-একে পূর্ব্ব-সুখের কত-কথাই-না স্মরণ করিলেন! পরে, পতির সহগামিনী হইতে উদ্যতা হইয়া, রতি যখন বলিলেন,—

"শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং বিচেতনৈরপি॥"—(৪—৩৩)

এবং পরে, প্রিয়গাত্রভস্মে অঙ্গ-রাগ করিয়া সখা-বসন্তকে চিতা-সজ্জা করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

"কুসুমাস্তরণে সহায়তাং বহুশঃ সৌম্য গতস্ত্বমাবয়োঃ।

কুরু সম্প্রতি তাবদাশু মে প্রণিপাতাঞ্জলিযাচিতশ্চিতাম্"॥—(৪—৩৫)

—ইহা শুনিয়া পাষাণও গলিয়া যায়!

১৪। গৌরী-শিখরে তপশ্চারিণী পার্ব্বতী

রূপে শিবলাভ ঘটিল না দেখিয়া, পার্ব্বতী রূপের ধিক্কার করিয়া, স্নেহময়ী জননীর নিষেধ না মানিয়া, অবশেষে পিতার অনুমতি লইয়া, তপশ্চরণার্থ সখিসঙ্গে গৌরী-শিখরে আসিয়াছেন। তপস্যায় হয় শিবলাভ, না-হয় তপস্যাতেই দেহত্যাগ,—ইহাই পার্ব্বতীর প্রতিজ্ঞা! প্রগাঢ় প্রেমের কি অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগ!

পার্ব্বতী এখন তপশ্চারিণী! শিরীষ-কুসুমাধিক সুকুমার দেহে এখন বল্কল; চামরলাঞ্ছন চাঁচর-চিকুরদাম এখন জটা-কলাপে পরিণত; মেখলাস্পদ নিতম্বে এখন কর্কশ তৃণের রজ্জু; চন্দন-চর্চ্চিত ও মুক্তা-হার-শোভিত বক্ষে এখন বালারুণ-পিঙ্গল-বল্কল; অধর-পল্লবে আর রাগ-রঞ্জন নাই; সুকোমল অঙ্গুলিগুলি এখন কুশাঙ্কুর সংগ্রহে ক্ষত-বিক্ষত; করে এখন অক্ষমালা! পার্ব্বতী তপস্যা করেন; আর, বিরামচ্ছলে মৃগগণকে আরণ্য-বীজাঞ্জলি দানে এবং বৃক্ষাদিকে জলসেচনে লালন-পালন করেন;—এবং রাত্রিকালে কেবলমাত্র বাহুলতাকেই উপাধান করিয়া ভূমিতলে শয়ন করেন। স্নানান্তে হোম করিয়া, বল্কলের উত্তরীয় ধারণ করিয়া, পার্ব্বতী যখন স্তবপাঠ করেন, তখন তাহা শুনিতে মুনিগণও তথায় আসিয়া থাকেন।

এইরূপ তপস্যাতেও যখন কোন ফল ফলিল না, তখন পার্ব্বতী গভীরতর তপঃসাগরে অবগাহন করিলেন—গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ—অগ্নি-চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তিনী

হইয়া, যখন তিনি সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল অতিতপ্ত হইয়া আরক্তকমলশ্রী ধারণ করে! অযাচিত-লব্ধ মেঘবারি এবং চন্দ্রের সুধারশ্মিই তাঁহার পারণ-বস্তু! এইরূপে বর্ষায় দিবানিশি অনাবৃত স্থানে থাকিয়া, শীতে জলমধ্যে থাকিয়া, পার্ব্বতী কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপের সাধনে প্রবৃত্তা হইলেন। লাবণ্যময়ীর এই কঠোর তপে কঠিনদেহী তপস্বীরাও পরাজিত। তাই, কবি পার্ব্বতী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, -

"ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং—
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ।"—(৫—১৯)

গলিত-পত্রাহার তপের পরাকাষ্ঠা বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। পার্ব্বতী তাহাও পরিত্যাগ করিয়া "অপর্ণা" হইয়াছেন। সুমহৎ প্রেম-ব্রতের কি কঠোর সাধনা!

১৫। এক জটাধারী পুরুষ ও পার্ব্বতী

পার্ব্বতীর ব্রতের কথা মহাদেব জানিতে পারিয়াছিলেন; তবু পার্ব্বতীর মন পরীক্ষার নিমিত্ত, অর্থাৎ শিবানুরাগের গাঢ়তা পরীক্ষার নিমিত্ত, তিনি একদিন মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-স্বরূপ এক জটাধারী সন্ন্যাসীর বেশে সেই গৌরী-শিখরে আসিয়া, পার্ব্বতীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি তপঃকুশলাদি প্রশ্নের পরে, তিনি পার্ব্বতীর এই কঠোর তপশ্চরণের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, সখী তাঁহাকে পার্ব্বতীর শিবানুরক্তি বিবৃত করিয়া কহিল। তখন ছলনা করিয়া, সেই বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, মহাদেবের রূপগুণের নানা নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। এই নিন্দাবাদের ভিতর গূঢ়ভাবে বেশ-একটু হাস্যরস আছে। কিন্তু ইহা-যে ছলনা মাত্র, পার্ব্বতী তাহা জানেন না; সুতরাং তিনি উহা প্রকৃত শিবনিন্দা ভাবিয়া, সন্ন্যাসীর সকল-কথাই শিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে বলিলেন,—

"অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধ স্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তি র্বচনীয়মীক্ষতে ॥"—(৫—৮২)

তখনও সন্ন্যাসী আবার কিছু বলিতে উদ্যত হইলে, পার্ব্বতীর তাহা অসহ্য হইল। তিনি সখীকে বলিলেন—সখি, বটুকে নিবারণ কর; কারণ,—

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে—
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।"—(৫—৮৩)

যিনি পূর্ব্বজন্মে পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, তিনি আবার শিবনিন্দা সহিবেন কেন? পাছে বটু আবার শিবনিন্দা করে, এবং পার্ব্বতীকে তাহা শুনিতে হয়, এই ভয়ে তিনি সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন, মহাপ্রেমিক মহাদেব পার্ব্বতীর প্রেম-ভাবে প্রীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ নিজরূপ প্রকাশ করিয়া, সহাস্যে পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন। পার্ব্বতীও সহসা সাক্ষাৎ মহাদেবকে সমক্ষে দেখিয়া, সাত্ত্বিক-ভাবে বিভোর হইয়া, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১৬। সপ্তর্ষিগণ

বিবাহার্থী মহাদেব, সপ্তর্ষিগণকে দিয়া হিমবানের কাছে কন্যা-যাচ্ঞা করাইবেন, এই মানসে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে, অরুন্ধতী-সহ সপ্তর্ষিগণ, তাঁহাদের প্রভামণ্ডলে ব্যোমদেশ সমুজ্জ্বলিত করিতে-করিতে, তৎক্ষণাৎ মহাদেব-সমীপে আগমন করিলেন। এই সপ্তর্ষিগণের বর্ণনায় তাঁহাদের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, ও মাহাত্ম্য সুপরিব্যক্ত। মুক্তার যজ্ঞোপবীত, স্বর্ণের বল্কল, এবং রত্নের অক্ষমালা ধারণ করিয়া, তাঁহারা বানপ্রস্থাবলম্বী কল্প-বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতেছেন; আর তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনী, পতিপদার্পিত-নেত্রা অরুন্ধতী দেবী যেন মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধি!

১৭। হিমবানের রাজধানী

মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ প্রস্তাব করিতে, সপ্তর্ষিগণ অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া, হিমবানের রাজধানী ওষধিপ্রস্থপুরে উপস্থিত হইলেন। এই ওষধিপ্রস্থ যেন দ্বিতীয় স্বর্গ! ধনসমৃদ্ধিতে ইহা অলকারও অধিক এবং সৌন্দর্য্যে ইহা অমরাবতীর ন্যায়। গঠনে ইহা সুরক্ষিত দুর্গ, অথচ শোভায় মনোহর! যক্ষ-কিন্নরেরা ইহার নাগরিক এবং বনদেবতারা ইহার যোষিৎ-বর্গ। এখানে জরা নাই, বার্দ্ধক্য নাই, যমভয় নাই, শত্রুভয় নাই। অধিক কি,—সুখসম্ভোগে ইহা স্বর্গেরও অধিক! এইজন্য এই ওষধিপ্রস্থ দেখিয়া সপ্তর্ষিগণও ভাবিতে লাগিলেন যে, স্বর্গোদ্দেশে সুকৃতি-সঞ্চয়—শাস্ত্রের এ উপদেশ কেবল বঞ্চনা মাত্র।

১৮। হিমবান্-ভবনে-সপ্তর্ষি—বিবাহের ঘটকালি

সপ্তর্ষিগণ যখন বেগে ওষধিপ্রস্থে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহাদের শিরঃস্থ জটাজূট চিত্রিত-অনলের ন্যায় দেখাইতেছিল। পরে, তাঁহারা যথাবৃদ্ধ-পুরঃসর হইয়া সারি দিয়া চলিতে লাগিলেন—ঠিক যেন জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পংক্তি!

হিমবান্ তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। এই স্থলে দ্ব্যর্থঘটিত বর্ণনায় হিমবানের স্থাবর ও জঙ্গম উভয় মূর্ত্তিই সুব্যক্ত।

অকস্মাৎ সপ্তর্ষিদিগের এই আগমনে হিমবান্ নিজেকে কিরূপ সম্মানিত জ্ঞান করিলেন, হিমবানের উক্তিতে তাহা কবি অতি সুন্দররূপেই দেখাইয়াছেন। হিমবানের উক্তিগুলি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ;—

"অপমেঘোদয়ং বর্ষমদৃষ্টকুসুমং ফলম্।
অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনং প্রতিভাতি মে॥"– (৬—৫৪)

* * * *

"অবৈমি পূতমাত্মানং দ্বয়েনৈব দ্বিজোত্তমাঃ।

মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাপ্রপাতেন ধৌতপাদাম্ভসা চ বঃ॥"—(৬—৫৭)

*　　*　　*　　*

"ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ।

অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ॥"—(৬—৬০)

জঙ্গম-হিমবানের এই-সব উক্তিতে তাঁহার স্থাবর-রূপও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই এ বর্ণনার নিগূঢ় সৌন্দর্য্য।

ঋষিদিগের পক্ষ হইতে অঙ্গিরাঃ হিমবানের যথোচিত সাধুবাদ করিয়া তাঁহার সম্মাননা ও সংবর্দ্ধনা করিলেন। এই-সব কথাও হিমবানের স্থাবর ও জঙ্গম উভয়-রূপকেই লক্ষ্য করিয়া দ্ব্যর্থ-ভাবে কথিত।

তাহার পরে, বিবাহ-প্রস্তাব ও ঘটকালি। যেমন মহতের বিবাহ-প্রস্তাব, তেমনই সুপণ্ডিত ঘটক;—সুতরাং ঘটকালিও হইল উচ্চ-অঙ্গের। অবশেষে অঙ্গিরাঃ হিমবান্‌কে বলিলেন,—

"উমা বধূর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্।

বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্ভূতয়ে বিধিঃ॥"—(৬—৮২)

অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য বন্দ্যস্যানন্যবন্দিনঃ।

সুতাসম্বন্ধবিধিনা ভব বিশ্বগুরোর্গুরুঃ॥"—(৬—৮৩)

এই বলিয়া সপ্তর্ষিগণ ঘটকালির চূড়ান্ত করিলেন।

এই-সব কথার সময়ে পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে বসিয়া, মাথাটী হেঁট করিয়া লীলা-কমলের পাঁপড়ি গুণিতেছিলেন।

মেনকার মন বুঝিয়া শৈলরাজ কন্যা-দানে সম্মত হইয়া, পার্ব্বতীকে কহিলেন—বৎসে, তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের জন্য ভিক্ষা-স্বরূপে নির্দ্দিষ্টা; এখন ইহাঁদিগকে প্রণাম কর।—পার্ব্বতী প্রণাম করিতে থাকিলে, হিমবান সপ্তর্ষিগণকে বলিলেন—এই "ত্রিলোচন-বধূ" আপনাদিগকে প্রণাম

করিতেছেন। তখন আশীর্ব্বাদ করিয়া, অরুন্ধতী সেই লজ্জাশীলা পার্ব্বতীকে নিজ-ক্রোড়ে বসাইলেন।

১৯। পার্ব্বতীর প্রসাধন

মাঙ্গলিক স্নানাদি সমাপনান্তে, প্রসাধিকাগণ 'অলঙ্কার-রাশি লইয়া পার্ব্বতীর সমক্ষে বসিলেন—পার্ব্বতীকে অলঙ্কারে সাজাইবেন' বলিয়া। কিন্তু সাজাইবেন কি, বিনা-অলঙ্কারেই পার্ব্বতীর অপরূপ শ্রী দেখিয়া তাঁহারা অবাক্! তবু তাঁহারা পার্ব্বতীর সর্ব্বাঙ্গ,—যেখানে যা শোভা পায়, তাই দিয়া,—সাজাইতে লাগিলেন। ভূষিত অলক-দামে সে মুখের কি সুন্দর শ্রীই হইল!—

"লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিম্বম্।
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্য-কথা-প্রসঙ্গম্॥"—(৭—১৬)

অলঙ্কার পরিতে-পরিতে পার্ব্বতীর শ্রী যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল;—

"সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে॥"—(৭—২১)

মণ্ডন-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, মেনকা আনন্দ-বাষ্পাকুল-লোচনে পার্ব্বতীর ললাটে মাঙ্গলিক তিলক প্রদান এবং হস্তে মঙ্গল-সূত্র বন্ধন, করিলেন। তখন নব-বস্ত্র পরিয়া এবং দর্পণ হাতে করিয়া পার্ব্বতী, ফেনপুঞ্জাচ্ছাদিত ক্ষীরোদ-বেলার ন্যায় এবং পূর্ণচন্দ্র-শোভিতা শরদ্রাত্রির ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন!

২০। মহাদেবের বিবাহ-সজ্জা

এদিকে সপ্তমাতৃকাগণ মহাদেবকে প্রথম-বিবাহের মত করিয়াই সাজাইবার জন্য প্রসাধন-সামগ্রী আনিয়া, কুবের-শৈলে তাঁহার সমক্ষে রাখিলেন। মহাদেব তাহা কেবল-মাত্র স্পর্শ করিয়া, মাতৃকাগণের সম্মান রক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন সামগ্রীই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার

অঙ্গের স্বাভাবিক ভস্ম-কপালাদিই ভাবান্তর-প্রাপ্ত হইয়া বিবাহোপযোগী বেশ-ভূষায় পরিণত হইল। মহাযোগীর যোগ-বলে কি না হয়? ভস্ম, শুভ্র অঙ্গরাগ হইল; কপাল, শিরোভূষণ; গজাজিন, দুকূল; পিঙ্গল-তার ললাট-নেত্র, হরিতাল-তিলক; এবং যেখানকার যে ভুজঙ্গ, সে সেইখান-কারই অলঙ্কার হইল—কেবল, ভুজঙ্গ-মণির কোন পরিবর্ত্তন হইল না,—উহা ঐ-ঐ অলঙ্কারের মণি-রূপেই শোভা পাইতে লাগিল। আর, যাঁহার শিরে অকলঙ্ক শিশু-শশী দিবানিশি কিরণ-কান্তি বিকীরণ করিতেছে, তাঁহার আর অন্য চূড়া-মণিতে কি প্রয়োজন?

২১। বর-যাত্রা

সজ্জা সমাপ্ত হইলে, মহাদেব নন্দীর হাতে ভর দিয়া, ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্তৃত-পৃষ্ঠ বৃষভে উঠিয়া বসিলেন। কৈলাস-সম বৃহৎকায় সেই বৃষভ, এখন যেন ভক্তি-সঙ্কুচিত দেহ!

মহাদেবের পশ্চাতে সপ্তমাতৃকা। গতি-নিবন্ধন চঞ্চল কুণ্ডলের শোভায় এবং প্রভামণ্ডলে, উঁহাদের মুখশ্রী নীলাকাশকে যেন পদ্মাকর সরোবর করিয়া তুলিল!

কনক-প্রভা-মাতৃকাগণের পশ্চাতে কপালাভরণা কালী—ঠিক যেন সম্মুখে বিদ্যুদুদ্গীরণ করিয়া নীল-মেঘরাজী বলাকামালায় শোভা পাইতেছে!

প্রমথগণের তূর্য্য-নাদে দেবতারা আসিয়া শিবসেবার্থ বরযাত্রায় যোগ দিলেন:—

সূর্য্য, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নূতন ছত্র শিব-মস্তকোপরি ধারণ করিলেন; মূর্ত্তিমতী গঙ্গা-যমুনা, মহাদেবকে চামর-ব্যজন করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, শিব-সমক্ষে আসিয়া জয়োচ্চারণ করিলেন; ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ছত্র-চামর ও বাহনাদি নিজ-নিজ গৌরব-চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া, পদব্রজে ও

বিনীত-বেশে আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। সপ্তর্ষি-গণ ত সেই বরযাত্রায় আছেনই। গন্ধর্ব্ব-গায়ক বিশ্বাবসু, মহাদেবের ত্রিপুর-বিজয়াদি গুণ-গান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বরযাত্রা পর্ব্বত-রাজের নগরাভিমুখে চলিল।

২২। বর-দর্শনে পুর-সুন্দরীদের লালসা ও কৌতুক

পর্ব্বতরাজকন্যা পার্ব্বতীর বর—সেই লোকবিশ্রুত মহাদেবকে দেখিতে পুরস্ত্রীরা লালায়িত। বর আসিতেছেন শুনিয়া, সকল-কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রাসাদ-গবাক্ষে যাইতে তাঁহাদের যেরূপ ব্যস্ততা কবি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুনির্ম্মল হাস্য-রসের উদ্দীপক। তাড়াতাড়ি সুন্দরীরা যখন গবাক্ষ-মুখে আসিয়াছেন, তখন কাহারও হাতে আলুলায়িত কেশপাশ—দ্রুত আসিতে খোঁপা খুলিয়া গিয়াছে, মালা পড়িয়া গিয়াছে; কাহারও এক চক্ষু মাত্র অঞ্জন-রাগ-রঞ্জিত, তিনি সেই অঞ্জন-শলাকা হাতে করিয়াই গবাক্ষে উপস্থিত; কাহারও পায়ের দ্রব অলক্তক-রাগে গবাক্ষ পর্য্যন্ত সারা-পথ অলক্তকাঙ্কিত; কাহারও হস্তে শিথিল বসন-গ্রন্থি—দ্রুত আসিতে তাঁহার নীবিবন্ধ খুলিয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা বাঁধিতে সময় পান নাই; কাহারও অঙ্গুষ্ঠে মুক্তা-মালার শুধু সূত্রটি রহিয়াছে—তিনি মালা গাঁথিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি আসিতে সেই অসমাপ্ত মালার মুক্তাগুলি প্রতি-পদক্ষেপে একটী-একটী করিয়া খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে!

শিব-সন্দর্শন-পিপাসা সুন্দরীদের যেন তৃপ্ত হয় না! তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়কে চক্ষুগত করিয়া, সেই চক্ষু দ্বারা শিব-রূপ যেন "পান" করিতে লাগিলেন। আর, মুখে কেবল—"আহা আহা! মরি মরি! কুসুম-কোমলা পার্ব্বতীর "অপর্ণা" হওয়া সার্থক; এমন পুরুষ-প্রবরের অঙ্ক-লক্ষ্মী হওয়ার ত কথাই নাই, উঁহার দাসী হওয়াও সৌভাগ্যের কথা! এখন বুঝা গেল যে, মদনকে

ইনি দগ্ধ করেন নাই; নিশ্চয়ই ইহাঁর অপরূপ রূপ দেখিয়া মদন নিজেই দেহত্যাগ করিয়াছে!"

২৩। বর-বধূর যুগল মূর্ত্তি

যে হরগৌরীর অধিষ্ঠান-প্রভাবে সংসারের বর-বধূ-মাত্রেই বিবাহ-কালে সুকান্তি ধারণ করে, আজ স্বয়ং সেই হরগৌরীই বর-বধূ! সুতরাং বিবাহের সময়ে তাঁহাদের অপরূপ শ্রী হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। যথারীতি উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাপ্তির পরে বর-বধূ, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, কুসুমাস্তৃত বেদীর উপরে সুবর্ণাসনে আসীন হইলে, লক্ষ্মী তাঁহাদের মস্তকোপরে দীর্ঘনালদণ্ড কমল-ছত্র ধারণ করিলেন; তখন সেই কমলদলের প্রান্তলগ্ন শিশির-বিন্দুজালে ছত্রের মুক্তাফল-শোভা সম্পাদিত হইতে লাগিল! সরস্বতী তখন বরকে সংস্কৃতে এবং বধূকে প্রাকৃতে স্তুতি করিলেন।

* * * *

এই-সব চিত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই কাব্যের পরিকল্পনায় পাত্র-পাত্রীগণ কেহই প্রাকৃত মানব-মানবী না হইলেও, কাব্যের উদ্দিষ্ট বিষয় এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ—সবই পূর্ণমাত্রায় মানবতা-মণ্ডিত। বলা বাহুল্য, তাহা না হইলে উহাতে মানবের উপভোগ্য রসাদি থাকিতেই পারিত না।—এ কাব্যে দেবাদিদেব স্বয়ং মহাদেব বিপত্নীক; এবং বয়সের গাছ-পাথর না থাকিলেও, ঐ অবস্থায় সাধারণ মানবেরই মত পুনরায় দার-পরিগ্রহে সমুৎসুক। ইনিই এ কাব্যে নায়ক। এমন-যে জড়াগ্রগণ্য হিমালয়-পর্ব্বত, তাহা এ কাব্যে যজ্ঞ-ভাগাধিকারী ও নানা-রাজৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট পর্ব্বতাধিরাজ হিমবান্। সপ্তর্ষিগণকে প্রত্যুদ্গমনার্থ ইনি যখন অর্ঘ্য-হস্তে, গুরু-পাদ-বিক্ষেপে মেদিনীকে কাঁপাইয়া চলিতে থাকিলেন, তখন সেই রক্তাধর, প্রাংশু-দেহ, দীর্ঘ-ভুজ, শিলা-বক্ষ, হৃষ্ট-পুষ্ট ও ভার-গরিষ্ঠ সচল পুরুষটিকে হিমালয়-পর্ব্বত

ভাবে কাহার সাধ্য ? তাই কবি স্বয়ংই বলিয়া দিয়াছেন—"হিমবানিতি"। বাস্তবিক, এ কাব্যে হিমবান্ মহৈশ্বর্য্যবান্ গৃহস্থ। ইহার রাণী মেনকা এবং পুত্র-কন্যাও আছে। এই কন্যাই পার্ব্বতী—এ কাব্যের নায়িকা। পার্ব্বতীর পরিণয়ই কুমারসম্ভবের (এ অংশের) উদ্দিষ্ট বিষয়। এই বিবাহ-ব্যাপারেও কোথাও তাৎকালিক মানব-সামাজিকতা হইতে চ্যুতি লক্ষিত হয় না— রোমাণ্টিকতার প্রলোভনেও না। উপরে উক্ত ১৫ সংখ্যক চিত্রে, যখন ছদ্ম-বেশী মহাদেবের মুখে শিব-নিন্দা শুনিয়া পার্ব্বতী বিরক্ত ভাবে চলিয়া যাইতে উদ্যতা, তখন মহাদেব নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলে, পার্ব্বতী সাত্ত্বিক-ভাবাপ্লুতা হইয়া "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তখন মহাদেবও বলিলেন—"তবাস্মি দাসঃ"। রোমাণ্টিক্ কবিদিগের কাব্যে ইহাই "পরিণয়" বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। কিন্তু কালিদাস তাহা করেন নাই; পার্ব্বতীও নিজেকে "পরিণীতা" জ্ঞান করেন নাই;—তিনি সখি-মুখে মহাদেবকে জানাইলেন—"দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তা-মিতি"—ভূধরেশ্বর হিমবান্ আমার সম্প্রদাতা, ইহাই আপনি সপ্রমাণ করুন। ইহাই হিন্দুর গার্হস্থ্য-ধর্ম্মোচিত সুন্দর মানবতা বা সামাজিকতা। বাস্তবিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক সম্বন্ধাদি বাদ দিয়া কেবল মাত্র ব্যক্তিগত নর-নারীর "কপোত-কপোতী সম" মিলন কেবলমাত্র ভাব-রাজ্যের ব্যাপার; গীতি-কাব্যাদিতে শোভন ও উপভোগ্য হইলেও কাব্য-নাটকাদি সংসার-চিত্রে, যাহাতে নানারূপে, নানা-রঙ্গে, নানা রসের উদ্ভাবনা করিতে হয়, সেখানে শুধু ভাব-গত প্রেম দ্বারা নানাবিধ রূপ ফোটান একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যই সর্ব্বত্রই কাব্য-নাটকাদি মানবতা-মণ্ডিত হইয়া থাকে। পুরাণে হর-পার্ব্বতীর কাহিনীটিতে বেশ মানবতা বিদ্যমান্ এবং আরও মানবতার অবসর আছে বলিয়া, কালিদাস উহা তাঁহার কাব্যের বস্তু-রূপে গ্রহণ এবং তাঁহার অসাধারণ তুলিকাপাতে এক মনোহর সংসার-পট রচনা করিয়াছেন।

তারকাসুর-বধোপায়ে সেনানী-সৃষ্টি ইহার ভূমি ও অগ্র-পশ্চাৎ ভাগ; অন্যান্য চিত্রগুলি ইহার আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক; এবং ঐ আদর্শ প্রেমমূর্ত্তি হর-পার্ব্বতীই এই মহাপটের কেন্দ্র-স্বরূপ। বিশুদ্ধ প্রেম এই মহালেখ্যের লক্ষ্য বস্তু ও মর্ম্ম; ভাব-চিত্রণে ভাবোদ্দীপনা ইহার সৌন্দর্য্য; পরিপাটী ভাষা ইহার বর্ণ, এবং সুমার্জ্জিত উপমারাজী ইহার সমুজ্জ্বল অলঙ্কার। ইহার সর্ব্বাংশই সুচিত্রিত ও সৌন্দর্য্যময়। কবির কথাতেই তাঁহার এই অনুপম কাব্যের উপমা দিয়া, "গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা" করি—প্রসাধনান্তে পার্ব্বতীর বিকশিত-শ্রী ও সর্ব্বাঙ্গ-পরিপুষ্ট বরবপুর ন্যায়, এই কাব্যখানিও—

"উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং—
সূর্য্যাংশুভির্ভিন্ন মিবারবিন্দম্।"—(১—৩২)

"I revere the rhythm as well as the rhyme by which poetry becomes poetry; but that which is really, deeply, and fundamentally effective—that which is really permanent, and furthering, is that which remains of the poet when he is translated into prose."

(*Goethe on Shakespeare*)

কুমারসম্ভব

— *::* —

প্রথম সর্গ

১।—উত্তর প্রদেশে হিমালয় নামে দেবতাত্মা পর্ব্বতরাজ বিরাজ করেন। ইঁহার দেহ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়দিকেই সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিয়া, যেন পৃথিবীর মানদণ্ড-স্বরূপে অবস্থিত।—

"উত্তর প্রদেশে" হিমালয়ের দেবভূমিত্বের সূচক।

"দেবতাত্মা"—হিমালয় জড়াকৃতি হইলেও জড়প্রকৃতি নহেন;—ইনি দেবতাত্মা। ইহাতে বক্ষ্যমাণ মেনকা-পরিণয়, পার্ব্বতী-জনন, মহাদেবের সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-স্থাপনাদি হিমালয়ের চেতন ও দেবোচিত ব্যবহার-সকলের উপযোগিত্ব সিদ্ধ হইল।

মানদণ্ড—মাপিবার কাঠি "গজকাঠি"। "পৃথিবীর মানদণ্ড" হিমালয়ের বিশাল দৈর্ঘ্য-সূচক।

২।—যখন শৈল-সকল দোহন-দক্ষ মেরুকে দোগ্ধা করিয়া পৃথু-প্রদর্শিতা গো-রূপা ধরিত্রীকে দোহন করাইয়া, (দুগ্ধাকারে)

দ্যুতিমন্ত রত্ন-সকল ও মহৌষধি-সকল লাভ করেন, তখন তাঁহারা এই হিমালয়কেই ঐ গো-রূপা ধরিত্রীর বৎস-স্বরূপ করিয়াছিলেন।—

হিমালয়কে "গো-রূপা ধরিত্রীর বৎস-স্বরূপ" বলায় মাতৃস্নেহাস্পদত্ব-হেতু হিমালয়ের সারগ্রাহিত্ব সূচিত। দোহনের পূর্ব্বে গো-বৎস মাতৃস্তন্যের সার-ভাগ পান করিয়া থাকে।

(এই পৃথিবী-দোহন আখ্যায়িকা-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে আছে।)

৩।—এই হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর বলিয়া, শুধু একমাত্র শৈত্য-দোষ ইঁহার সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্য বিলোপ করিতে পারে নাই;—যেমন চন্দ্রের (স্নিগ্ধ) কিরণ-রাশির মধ্যে তাঁহার একমাত্র কলঙ্ক-দোষ ডুবিয়া যায়, গুণরাশির মধ্যে একমাত্র দোষও সেইরূপ।—

হিমের আলয় হইলেও, হিমালয় অনন্তরত্নের আকর বলিয়াই চির-প্রসিদ্ধ।

৪।—এই হিমালয় তাঁহার (সু-উচ্চ) শিখর-সকলের দ্বারা (সিন্দূর-গৈরিকাদি-সম্বলিত) ধাতুমত্তা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার শিখরগুলির এই ধাতুমত্তা (দৃশ্যতঃ ও কার্য্যতঃ) ঠিক যেন অকাল-সন্ধ্যার মত; ধাতুমত্তা-জনিত এই অকালসন্ধ্যা-শ্রী দেখিয়াই হিমালয়ের অপ্সরাগণ প্রকৃত-সন্ধ্যা-ভ্রমে সান্ধ্য-বেশভূষাদি-কার্য্য ত্বরায় সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়; কখনও বা ত্বরা-হেতু অলঙ্কারাদির বিপরীত বিন্যাসও করিয়া ফেলে।—

সূর্য্যাস্তকালে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণমালা বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড-সকলের উপরে সংক্রমিত ও প্রতিফলিত হইয়া রক্তিম-রাগ-সম্পন্ন এক প্রকার বিশিষ্ট শ্রী উৎপাদন করে, যাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, সন্ধ্যাকাল সমাগত। হিমালয়ের মেঘস্পর্শী শিখরসকলের সিন্দূর-গৈরিকাদি ধাতুরাগও সন্নিকট-সঞ্চারী মেঘসকলে সংক্রমিত ও প্রতিফলিত হইয়া আকাশে সন্ধ্যা-শ্রীর অনুরূপ শ্রী উৎপাদন করিয়া অপ্সরাদিগের মনে অকাল-সন্ধ্যা-ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

হিমালয়ের শিখরসকল সিন্দূর-গৈরিকাদি ধাতুময় এবং হিমালয় অপ্সরা-দিগের বিহারস্থল ; ইহাই বুঝিতে হইবে।

৫।—সিদ্ধগণ এই হিমালয়ের নিতম্ব-প্রদেশ-সঞ্চারী মেঘ-মণ্ডলের অধস্তটস্থ ছায়া উপভোগ করিয়া, শুধু বৃষ্টি-ক্লেশ দূরীকরণার্থ, ইঁহার আতপবন্ত শিখর-দেশ আশ্রয় করিয়া থাকেন।—

হিমালয় অণিমাদি-সিদ্ধ দেবযোনি-বিশেষেরও বাসযোগ্য ভূমি, এবং ইহার শৃঙ্গসকল মেঘমণ্ডলাতিক্রমী সু-উচ্চ,—যেহেতু মেঘমণ্ডল ইঁহার "নিতম্বপ্রদেশ-সঞ্চারী" মাত্র।

৬।—এই হিমালয়ে তুষার-স্রুতি-নিবন্ধন, রক্তচিহ্নসকল ধৌত হইয়া যাওয়ায়, কিরাতগণ, গজ-হননকারী কেশরীদিগের পাদপ্রক্ষেপ-স্থান দেখিতে না পাইলেও, ঐ সকল গজহন্তা সিংহগণের নখরন্ধ্র-মুক্ত গজমুক্তা-সকল দেখিয়াই, সিংহদিগের গমন-মার্গ জানিতে পারে।—

হিমালয়ের ব্যাধসকল সিংহঘাতী এবং গজসকল মুক্তাকর, ইহাই ভাব। সিংহের পশুরাজত্ব-হেতু হিমালয়ের ব্যাধগণের, এবং মুক্তাকরত্ব-হেতু হিমালয়ের

গজগণের শ্রেষ্ঠত্ব ; এবং এই উভয়ের বাসস্থান বলিয়া অন্যান্য পর্ব্বতাপেক্ষা হিমালয়ের উৎকর্ষ।

৭।—এই হিমালয়ের ভূর্জ্জবৃক্ষের ত্বক্-সকল সিন্দূরাদি দ্রব ধাতুরস-চিহ্নিত হওয়ায় ঠিক যেন ন্যস্তাক্ষরবৎ প্রতীয়মান হয় ; এবং ধাতুরসের রক্তবর্ণত্ব-হেতু ঐ সকল ভূর্জ্জত্বক্ দেখিতে পদ্মকাখ্য কুঞ্জর-বিন্দু সকলের মত রক্তবর্ণ। তাহাতে ঐ ভূর্জ্জত্বক্সকল বিদ্যাধরী-সুন্দরীদিগের অনঙ্গ-লেখার (প্রেম-পত্রীর) কার্য্য করিয়া তাহাদের উপকার করে।—

প্রেম-পত্রীর ন্যায় ঐ ত্বক্গুলিও 'ন্যস্তাক্ষরবৎ' ও 'রক্তবর্ণ'; সুতরাং হিমালয়ের দিব্যাঙ্গনাদের বিহারোপযোগিত্ব-সূচক।

৮।—বংশী-বাদক যেমন মুখোত্থিত বায়ুদ্বারা বংশীর ছিদ্র-ভাগসকল পূর্ণ করতঃ স্বরোৎপাদন করিয়া গায়কের সহিত তান দেয়, এই হিমালয়ও তদ্রূপ স্বীয় গুহামুখোত্থিত বায়ুদ্বারা কীচক-নামক বেণু-বিশেষের রন্ধ্রভাগ-সকল পূর্ণ করতঃ এক উচ্চস্বর নির্গত করিয়া, তদ্দ্বারা উচ্চ-গ্রাম-গায়ক কিন্নরদিগের সহিত যেন তানপ্রদান করিতেই ইচ্ছা করিতেছেন।—

হিমালয় দেব-গায়ক কিন্নরদিগের বাসস্থান এবং তাহাদের গীতাভ্যাসাদির উপযোগী।

৯।—এই হিমালয়ে, গণ্ডস্থল-কণ্ডু-অপনয়নার্থ গজগণ কর্ত্তৃক ঘর্ষিত হওয়াতে, সরল দ্রুমসকলের গাত্র হইতে সুগন্ধ ক্ষীর নিঃসৃত হইয়া সানুদেশসকলকে সুরভি করিতেছে।—

ইহাতে হিমালয়ের গজাকরত্ব ব্যক্ত।

১০।—এই হিমালয়ে রাত্রিকালে ওষধি-বৃক্ষ-সকলের জ্যোতিঃ কন্দর-গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে, উহা তথায় বনিতা সহিত রমমান কিরাতদিগের তৈলসেকানপেক্ষী সুরত-প্রদীপের কার্য্য করিয়া থাকে।—

প্রদীপ জ্বালিয়া আলোক করিতে গেলে, উহাতে তৈল-নিষেকের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই ওষধি-জ্যোতিতে সে প্রয়োজন নাই, অথচ প্রদীপের কার্য্য হইতেছে।

১১।—এই হিমালয়ের ঘনীভূত-হিম-বহুল পথ অশ্বমুখী কিন্নরস্ত্রীদিগের পদাঙ্গুলি ও পাঞ্চিভাগের ক্লেশদায়ক হইলেও, তাহারা নিতম্ব-ও-পয়োধর-ভার-পীড়িতা বলিয়াই মন্দগতি ত্যাগ করিতে পারেন না।—

হিমমণ্ডিত পথ পাদপীড়াকর হইলেও, কিন্নর-স্ত্রীগণ গুরু-নিতম্ব ও পীন পয়োধর-ভার হেতু শীঘ্র চলিতে অক্ষম।

১২।—এই হিমালয়, পেচকের ন্যায় দিবাভীত ও গুহালীন অন্ধকারকে দিবাকর হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন; যেহেতু, শরণাগত সজ্জনের প্রতি উচ্চশিরঃ (উন্নত) লোকদিগের যেমন মমতাভিমান হয়, শরণাগত জন ক্ষুদ্র (নীচ) হইলেও তাহাদের প্রতি তাঁহাদের তেমনই মমতাভিমান হইয়া থাকে।—

হিমালয় যেমন আকৃতিতেও উচ্চশিরঃ, তেমনই প্রকৃতিতেও উচ্চশিরঃ অর্থাৎ উন্নত। তাই তাঁহার মহত্তোচিত এই ক্ষুদ্র-সংরক্ষণ।

১৩।—এই হিমালয়ের চমরীগণ ইতস্ততঃ তাহাদের সুশোভন লাঙ্গুল বিক্ষেপ করিয়া চন্দ্র-কিরণ-শুভ্র চামর ব্যজন দ্বারা হিমালয়ের "গিরিরাজ" আখ্যা সার্থক করিতেছে।—

ভৃত্য কর্ত্তৃক চামরব্যজন রাজ-চিহ্ন।

১৪।—এই হিমালয়ে, বস্ত্রাক্ষেপনিবন্ধন অতিশয় লজ্জিতা কিন্নরস্ত্রীদিগের পক্ষে গুহা-গৃহ-দ্বারাবলম্বী মেঘমণ্ডলগুলি যবনিকার কার্য্য করিয়া থাকে।—

আচ্ছাদনের কার্য্য করিত, মেঘ-কর্ম কিন্নরীদিগের পক্ষে নিবাস.

১৫।—এখানকার বায়ু ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকর-বাহী, (সুতরাং স্নিগ্ধ ও শীতল);—পুষ্পিত দেবদারুগণকে মুহুর্মুহু কাঁপাইয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, (সুতরাং সুরভি);—এবং, এমন মৃদুবেগসম্পন্ন যে, উহা কর্ত্তৃক কিরাতদিগের কটিবদ্ধ শিখণ্ডিবর্হ ভিন্ন হইতেছে মাত্র।—মৃগয়া-ক্লিষ্ট কিরাতেরা হিমালয়ের এই (শীতল, সুরভি ও মৃদু) বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তিদূর করিয়া থাকে।—

১৬। এই হিমালয়ের ঊর্দ্ধদেশস্থিত সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি সপ্তর্ষিগণ অতি প্রাতে নিজ হস্তে অবচয়ন করিয়া লইয়া গেলে, যে-সব (অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত) পদ্ম অবশিষ্ট থাকে, অধোদেশ-ভ্রমী সূর্য্য তাঁহার ঊর্দ্ধমুখ কিরণদ্বারা ঐ অবশিষ্ট পদ্মগুলিকে প্রস্ফুটিত করেন।—

অন্যান্য পার্থিব সরোবরের পদ্মসকল সূর্য্যের অধোমুখী রশ্মি দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু হিমালয়ের এই উর্দ্ধদেশ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলাপেক্ষাও উর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া, সূর্য্যকে তাঁহার উর্দ্ধমুখ কিরণ দ্বারা তথাকার পদ্মগুলিকে ফুটাইতে হয়। সপ্তর্ষিগণ তথায় নিজ হস্তে পদ্মাবচয়ন করেন; ইহাতে বুঝিতে হইবে,—হিমালয়ের ঐ উর্দ্ধদেশ সপ্তর্ষিমণ্ডলের সন্নিকট।

১৭।—এই হিমালয় যজ্ঞসাধনোপযোগী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদির জন্মস্থান এবং ইনি ভূভার-ধারণোপযোগী বলেরও অধিকারী; ইহা জানিয়াই প্রজাপতি স্বয়ং হিমালয়ের জন্য যজ্ঞ-ভাগ নির্দ্ধারিত করিয়া, তাঁহাকে শৈলাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন।

১৮। মেরুসখা এই হিমালয় মর্য্যাদাভিজ্ঞ; সেই জন্য তিনি কুলরক্ষার্থ পিতৃগণের মানসী কন্যা, মুনিদিগেরও মাননীয়া, এবং কুলশীল-সৌন্দর্য্যাদি সকল বিষয়েই নিজ-সদৃশী মেনকা দেবীকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়াছিলেন।

১৯।—কালক্রমে তাঁহারা উভয়ে শাস্ত্রানুসারী সুরত-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, মনোরম যৌবন-শালিনী ভূধর-রাজ-পত্নীর গর্ভ-সঞ্চার হইল।

২০। মেনকার এই প্রথম গর্ভে (রূপে-গুণে সর্ব্বথা) নাগবধূপভোগ্য মৈনাক নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃত্রশত্রু ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করিতে থাকিলে, তখন এই মৈনাকই কেবল ইন্দ্রের কুলিশাঘাতের বেদনা

জানিতে পারেন নাই—কুলিশাঘাত হইতে কেবল এই মৈনাকই বাঁচিয়াছিলেন ; এবং সেই অবধি ইনি সমুদ্রের সহিত সখ্যবদ্ধ।

ইন্দ্র-সকল, পর্ব্বতেরই পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন ; কেবল হিমালয়-তনয় মৈনাকের পক্ষচ্ছেদ করিতে পারেন নাই. ইহা মৈনাকের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক ; এবং এ-হেন পুত্রের পিতা বলিয়া হিমাদ্রির উৎকর্ষ।

মৈনাক, নগাধিরাজ হিমালয়ের পুত্র হইয়াও ইন্দ্রভয়ে ভূভাগ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন, এই অপকর্ষ আশঙ্কা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, বিতাড়িত হইলেও মৈনাক জলাধিপতি সমুদ্রের অর্থাৎ মহতেরই সহিত সখ্যবদ্ধ।

অভ্রাতৃক-কন্যা-বিবাহ নিষিদ্ধ ; এই হেতু মৈনাকবর্ণন দ্বারা দেখান হইল যে, বর্ণিতব্য হর-পার্ব্বতী-বিবাহ-ব্যাপারে পার্ব্বতী অভ্রাতৃক দোষ-বিরহিতা অর্থাৎ পার্ব্বতী ভ্রাতৃমতী।

২১। মৈনাক-জন্মের পরে, দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা, মহাদেবের পূর্ব্ব পত্নী, পতিব্রতা সতী-দেবী পিতা কর্ত্তৃক (শিবনিন্দারূপ) অবমাননা সহিতে না পারায়, যোগাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া, পুনর্জ্জন্ম হেতু শৈল-বধূ মেনকাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

২২। সাধু-আচরণ হেতু অভ্রষ্ট-নীতি-ক্ষেত্রে উৎসাহগুণ কর্ত্তৃক যেমন সম্পদের সৃষ্টি হয়, নিয়মবতী মেনকাতে ভূধরাধিপতি কর্ত্তৃক তেমনই সেই কল্যাণী সতী উৎপাদিতা হইলেন।

২৩। এই কন্যার জন্মদিনে দিক্ সকল প্রসন্ন, বায়ু রজোরহিত (নির্ম্মল), (আকাশে) শঙ্খ-ধ্বনি ও তৎপরে পুষ্পবৃষ্টি, অধিক কি, শৈলবৃক্ষাদি স্থাবর ও দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যাদি শরীরী-মাত্রেরই পক্ষে সেই দিন সুখময় হইয়াছিল।

২৪। নব-মেঘগর্জ্জনকালে বিদূর-পর্ব্বতের অন্তঃস্থ বৈদূর্য্য-মণির প্রভা উত্থিত হইতে থাকিলে, উহার প্রান্তভূমি যেমন শোভা পায়, নব-প্রসূতা কন্যার দেহ-সমুদ্ভূত সুকান্তি-প্রভা-মণ্ডলের দ্বারা জননীও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন!

উত্থিত বৈদূর্য্যমণি-প্রভার সহিত সদ্যোজাতা প্রভাময়ী কন্যার উপমা।

২৫। বাল-চন্দ্র-লেখা যেমন অভ্যুদয়ের পর হইতে দিন-দিন বাড়িবার কালে জ্যোৎস্নাময়ী কলারাশির দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, নব-প্রসূতা এই কন্যাও তেমনই দিনে-দিনে বাড়িতে-বাড়িতে লাবণ্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল!

২৬। পিত্রাদি সকল-বন্ধুজনের প্রিয় এই কন্যাকে বন্ধুজনে আভিজাতিক নামে অর্থাৎ পর্ব্বত-বংশসম্ভূত বলিয়া "পার্ব্বতী" নামে ডাকিতেন। পরে, এই কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া যখন তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মাতা মেনকা ইঁহাকে তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন—"উ মা" (হে বৎসে,

তপস্যা করিও না); সেই অবধি পার্ব্বতী "উমা" নাম পাইয়াছিলেন।

২৭ বহু-অপত্যবান্ হইলেও, হিমালয়ের দৃষ্টি এই সন্তানটীতে (পার্ব্বতীতে) তৃপ্তি পাইত না; অনন্ত পুষ্প সত্ত্বেও বসন্তের ভৃঙ্গ-মালা চূত-কুসুমেই সাতিশয় আসক্ত হইয়া থাকে।—

বসন্তের নানাবিধ পুষ্পের মধ্যে চূত-মঞ্জরীর ন্যায়, হিমালয়ের বহু সন্তানের মধ্যে পার্ব্বতীই মাধুর্য্যগুণে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কমনীয়া।

২৮। সমধিক প্রভাবতী শিখা দ্বারা দীপের ন্যায়, ত্রিপথগা (মন্দাকিনী) দ্বারা স্বর্গপথের ন্যায়, এবং বিশুদ্ধা বাণী দ্বারা বিদ্বানের ন্যায়, এই কন্যা দ্বারা হিমবান্ শোধিতও হইয়াছিলেন এবং শোভিতও হইয়াছিলেন।

২৯। বাল্যকালে ক্রীড়ারস আস্বাদন করিবার জন্যই যেন, পার্ব্বতী সখিগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া, মন্দাকিনী-সৈকতে বালির বেদী, কন্দুক ও (কৃত্রিম) পুত্রক রচনা দ্বারা বারংবার ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন।

সতীই যখন পার্ব্বতী-স্বরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন পুনরায় স্বাভাবিক বাল্যক্রীড়া করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; তবু যে পার্ব্বতী এ জন্মেও আবার বাল্য-খেলা করিতেন, সে যেন কেবল সুমধুর ক্রীড়ারস উপভোগ করিবার জন্যই।

৩০। শরৎকাল সমাগত হইলে হংসমালা যেমন (সংস্কার-বশেই) গঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হয়, রাত্রিকাল সমাগত হইলে মহৌষধি (তৃণবিশেষ) যেমন (প্রকৃতি-বশেই) নিজ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়, স্থিরোপদেশা (মেধাবিনী) পার্ব্বতীর শিক্ষাকালে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা-সকল তেমনই সংস্কারবশেই তাঁহাতে প্রতিভাত হইয়াছিল !

অনায়াসেই পার্ব্বতী বহুল বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন।

৩১। পরে, পার্ব্বতী বাল্যের পরবর্ত্তী বয়স—যে বয়স অঙ্গ-যষ্টির অযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার-সাধন স্বরূপ, যে বয়স আসব-নামে খ্যাত না হইলেও তদ্বৎ মত্ততা-সাধক এবং যে বয়স মদনের পুষ্পহীন অস্ত্র-স্বরূপ,—— পার্ব্বতী বাল্যের পরে সেই নবযৌবন প্রাপ্ত হইলেন।—

মদনের পাঁচটী ফুলবাণ ; যুবতীর নবযৌবন যেন মদনের ষষ্ঠ-বাণস্বরূপ ; তবে ফুলহীন। যুবতীর নবযৌবন-রূপ বাণের দ্বারা মদন পুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করেন বলিয়া, ইহা মদনের "অস্ত্রস্বরূপ"।

মদনের পঞ্চফুলবাণ অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল।

৩২।— তূলিকা দ্বারা উদ্ভাসিত চিত্রের ন্যায়, সূর্য্যাংশু দ্বারা বিকাশিত অরবিন্দের ন্যায়, পার্ব্বতীর নবযৌবন দ্বারা অভিব্যক্তিত (পূর্ণায়ত) বপু চতুরশ্র-শোভি (যেখানে যেমনটী হইলে শোভা পায়, তাহার কমও নয়, বেশীও নয়,—এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর) হইয়া উঠিল !—

৩৩। পার্ব্বতীর চরণদ্বয়ের অভ্যুন্নত অঙ্গুষ্ঠ-নখের এমনই প্রভা যে, পাদনিক্ষেপ-কালে নির্ভর-ন্যাস-হেতু যেন অন্তর্নিহিত রক্তরাগ উদ্গীরণ করিয়া, চরণ-দুখানি পৃথিবীতে সঞ্চারিণী স্থলারবিন্দ-শ্রী ধারণ করিত !—

৩৪। প্রত্যুপদেশ-লুব্ধ রাজহংসেরা সেই অবনতাঙ্গী পার্ব্বতীর নূপুর-ধ্বনি আদায় করিবার জন্যই যেন তাঁহাকে গতি-বিষয়ে তাহাদের বিলাস-সুন্দর পাদক্ষেপ শিক্ষা দিয়াছিল !—

বুঝি রাজহংসদিগের ইচ্ছা ছিল যে, পার্ব্বতীকে তাহাদের গতি-বিলাস শিখাইয়া প্রত্যুপদেশ-স্বরূপ তাঁহার নূপুর-ধ্বনিটী তাহারা আদায় করে ! তাই, তাহারা পার্ব্বতীকে তাহাদের বিলাসগতি শিখাইয়াছিল !

তাৎপর্য্যার্থ—পার্ব্বতীর "হংসগতি" ত ছিলই, তার উপর ছিল তাঁহার সেই লীলাসুন্দর পাদ-বিন্যাসের সহিত সুমধুর নূপুরধ্বনি (যাহা রাজহংসের নাই)। ইহা পার্ব্বতীর গতি-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

৩৫। পার্ব্বতীর উরুদ্বয় বর্ত্তুলাকার ও অনুপূর্ব্ব (ক্রমশঃ কৃশ), অথচ নাতিদীর্ঘ ; এই সুশ্রী উরুদ্বয়ের সৃষ্টিতে সৃষ্টি-কর্ত্তার লাবণ্য-ভাণ্ডার একেবারেই নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায়, অন্যান্য অঙ্গ নির্ম্মাণার্থ তাঁহাকে পুনরায় লাবণ্য-সৃষ্টির জন্য যত্ন করিতে হইয়াছিল !—

রাশীকৃত গঠন-লাবণ্য পার্ব্বতীর উরুদ্বয়ে বিদ্যমান।

উরুদ্বয়েই বিধাতার সমস্ত লাবণ্য 'নিঃশেষিত' বলায় উরুদ্বয়ের পূর্ণতা সূচিত।

৩৬। উপমান-যোগ্য সুপর্য্যাপ্ত রূপ পাইয়াও, ঐরাবতাদি হস্তী-বিশেষের কর কর্কশ-স্পর্শ-হেতু, এবং রামরম্ভাদি কদলী-বৃক্ষ-বিশেষ একান্ত-শৈত্য-হেতু, পার্ব্বতীর উরুদ্বয়ের উপমান-বহির্ভূত !—

পার্ব্বতীর উরুদ্বয়ের গঠন করীকরের ন্যায় হইলেও, উহা করীকরের মত কর্কশ নহে ; আর, কদলীতরুর ন্যায় হইলেও, উহা কদলীতরুর মত শীতস্পর্শ নহে। কার্কশ্য-দোষে করীকর এবং শৈত্য-দোষে রম্ভাতরু, বিপুলরূপ সত্ত্বেও, পার্ব্বতীর উরুর উপমান হইতে পারে নাই।

৩৭। অনিন্দ্য-রূপা পার্ব্বতীর নিতম্ব-দেশের শোভা কেবল ইহা হইতেই অনুমেয় যে, মহাদেব (বিবাহান্তে) তাঁহার নিজ ক্রোড়ে,—যেখানে বসিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত অন্য কোন নারী করিতে পারে না,—মহাদেব তাঁহার সেই ক্রোড়ে পার্ব্বতীকে বসাইয়া ছিলেন !—

পার্ব্বতীর বিপুল নিতম্বের শোভা এমনই অনির্ব্বচনীয় যে, কবি তাহা বর্ণনা না করিয়া কেবল অনুমান করিয়া লইবার ইঙ্গিত করিলেন !

৩৮। পার্ব্বতীর সূক্ষ্ম নবরোমরাজী বস্ত্র-গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া সুগভীর নাভি-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া এমনই শোভা পাইতে লাগিল, যেন মেখলার মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রনীল-মণির আভাই বুঝি নাভি-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শোভা পাইতেছে !—

রোমরাজীর বর্ণ ও আভা ইন্দ্রনীল-মণির সদৃশ।

মেখলার মধ্যমণি নাভির সন্নিকট বলিয়া, দেখিতে যেন উহারই আভা নাভিমধ্যে শোভা পাইতেছে !

৩৯। (ডমরু-সদৃশাকৃতি) বেদিবৎ কৃশমধ্যা তরুণী পার্ব্বতীর কটিদেশে সুচারু বলীত্রয় বিরাজিত। এই ত্রিবলী যেন মদনের আরোহণার্থ নবযৌবন কর্ত্তৃক রচিত সোপান !—

৪০। উৎপলাক্ষি পার্ব্বতীর সুগৌর স্তনযুগল পরস্পরকে ঠেলিয়া এরূপ-ভাবে প্রবৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, শ্যামমুখ সেই স্তনদ্বয়ের মধ্যে একগাছি মৃণাল-সূত্রের ব্যবধানও ছিল না !—

৪১। পার্ব্বতীর ভুজযুগল শিরীষ-পুষ্পের অপেক্ষাও অধিক সুকুমার বলিয়া মনে হয়; কারণ, মদন (নিজের পুষ্প-বাণ সত্ত্বেও) মহাদেবের কাছে পরাজিত হইয়া, পরে এই দুই বাহু-পাশ দ্বারাই তাঁহার কণ্ঠবন্ধন করাইয়াছিলেন।—

পুষ্প-বাণের দ্বারা যাহা হয় নাই, এই দুই বাহু দ্বারা তাহাই হইয়াছিল, ইহাই বাহুদ্বয়ের পুষ্পাধিক সৌকুমার্য্যব্যঞ্জক।

৪২। পার্ব্বতীর পীনস্তনোন্নত কণ্ঠ ও সেই কণ্ঠলগ্ন বর্ত্তুলাকার মুক্তাভরণ, পরস্পর শোভাসম্পাদন-হেতু, ইহাদের ভূষণ-ভূষ্য-ভাব উভয়তঃ সমান হইয়াছিল !—

মুক্তাহার কণ্ঠের যেমন শোভা সম্পাদন করিয়াছিল, সেই কণ্ঠও তেমনই মুক্তাহারের শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ইহা পার্ব্বতীর কণ্ঠ-সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

৪৩। লোলা অর্থাৎ চঞ্চলা লক্ষ্মী-দেবী যখন চন্দ্রে বাস করেন, তখন তিনি পদ্মের সুগন্ধ ভোগ করিতে পান না;

আবার যখন পদ্মে বাস করেন, তখন চন্দ্রের শোভা ভোগ করিতে পান না; কিন্তু উমা-মুখে আসিয়া তিনি চন্দ্র ও পদ্ম, উভয়-জনিত আনন্দই ভোগ করিয়াছিলেন।—

উমা-মুখে লক্ষ্মী-শ্রী বিরাজমানা, ইহাই পিণ্ডিত মর্ম্ম।

লক্ষ্মী কভু চন্দ্রগতা, কভু পদ্মাশ্রিতা, "চঞ্চলা" বলার ইহাই সার্থকতা। "লোলা" অর্থে লোলুপা, লোভশালিনী বুঝিলেও সুন্দর অর্থ হয়, যথা,—রূপাভিমানিনী লক্ষ্মীদেবী চন্দ্রাশ্রয়ে পদ্মগুণ উপভোগ করিতে পা'ন না; আবার পদ্মাশ্রয়ে চন্দ্রগুণ উপভোগ করিতে পা'ন না; তাই চন্দ্র ও পদ্ম, উভয়ের গুণ এককালীন উপভোগের নিমিত্ত লোলুপা লক্ষ্মী উমা-মুখে আসিয়া দুই-ই পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

৪৪। পার্ব্বতীর (সুমুখের) ঈষৎ-হাস্য যখন তাঁহার তাম্রারুণ ওষ্ঠের উপরে শুভ্র শোভা বিস্তার করিত, সে হাস্য-শোভার অনুকরণ কেবল নবপল্লবের উপরে রক্ষিত শ্বেতপদ্মাদি পুষ্প দ্বারা, অথবা নির্ম্মল পদ্মরাগমণির উপরে স্থাপিত মুক্তাফল দ্বারাই সম্ভব;—অন্য কোন কিছুর দ্বারা নহে।—

৪৫। মধুরভাষিণী পার্ব্বতী তাঁহার যেন-অমৃতস্রাবী স্বরে যখন বাক্যালাপ করিতেন, তখন শ্রোতার কাছে কোকিলও বিতন্ত্রী বাদকের ন্যায় কর্ণের অপ্রীতিকর বোধ হইত!—

পার্ব্বতীর কণ্ঠস্বর কোকিলের সুবিখ্যাত পঞ্চম-স্বরের অপেক্ষাও সমধিক সুমিষ্ট ও কর্ণসুখকর।

"বিতন্ত্রী বাদক অর্থাৎ বিষমবদ্ধ-যন্ত্র-বাদক, ঠিক করিয়া স্বর মিলান হয় নাই, অথচ বাজান। এইরূপ "বেসুরো" বাজনা নিতান্তই শ্রুতি-কঠোর।

৪৬। আয়ত-লোচনা পার্ব্বতীর চঞ্চল দর্শন, বায়ু-বহুল স্থানের নীলোৎপল হইতে নির্ব্বিশেষ ;—বায়ু-তাড়িত নীলোৎ-পল যেমন চঞ্চল, পার্ব্বতীর আয়ত-লোচনযুগলও সেইরূপ চকিত-বিলোকিত ; এই চকিত-দর্শনটী পার্ব্বতী কি মৃগাঙ্গনাদিগের নিকট শিখিয়াছিলেন ? অথবা কি, মৃগাঙ্গনারাই তাহাদের চকিত-দর্শন পার্ব্বতীর কাছে শিখিয়াছিল ?—

সুন্দর চক্ষুর তিনটী গুণই এখানে বর্ণিত,—আয়ত, নীল ও চঞ্চল।

যাহার দেখিয়া অনুকরণ বা যাহার কাছে শিক্ষা করা যায়, তাহারই প্রাধান্য থাকে। এ স্থলে, কে কাহার দেখিয়া শিখিয়াছিল, নিশ্চয় না বুঝিতে পারায়, উভয়ের একান্ত সৌসাদৃশ্য সূচিত।

৪৭। পার্ব্বতীর দীর্ঘ-রেখ ভ্রূযুগলের কান্তি যেন কজ্জলী দিয়া তুলি দ্বারা চিত্রিত ! ভ্রূদ্বয়ের এই লীলাচতুরা (বিলাস-সুন্দর) কান্তি দেখিয়া অনঙ্গ স্বীয় ধনু-সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন।—

মদনের পুষ্পধনুর শোভা জগতে অতুলনীয়। কিন্তু পার্ব্বতীর সুবক্র ভ্রূযুগের কান্তি তাহাকেও পরাজিত করিয়াছে।

৪৮। তির্য্যক্-জাতি জন্তুর চিত্তে যদি লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে পর্ব্বত-রাজপুত্রীর সেই (সুন্দর) কেশপাশ

দেখিয়া চমরীগণের নিজেদের কেশপ্রিয়ত্ব নিশ্চয়ই শিথিল হইত।—

পার্ব্বতীর কেশ-কলাপ চমরীদিগেরও লজ্জা-জনক; কেবল পশু-বুদ্ধিতে লজ্জা-জ্ঞানাভাবেই তাহারা নিজ-নিজ চামরের প্রিয়!

৪৯। (অধিক কি!) বিশ্ব-স্রষ্টা যেন জগতের সর্ব্ববস্তু-গত সৌন্দর্য্য একত্র দেখিবার ইচ্ছায় চন্দ্রারবিন্দাদি সমস্ত উপমান-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া এবং যেখানে যেটী সাজে সেইখানে সেইটী সন্নিবেশিত করিয়া, অতি যত্নে পার্ব্বতীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন!

এক কথায়, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন একত্রিত হইয়া পার্ব্বতীতে বিরাজমান!

৫০। যথেচ্ছ-বিচরণশীল নারদ ঋষি একদা এই কন্যাকে পিতা হিমালয়ের নিকটে দেখিয়া সমাদেশ করিয়াছিলেন যে, কালে এই কন্যা প্রেম-বশে মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ও তদীয় অসপত্নীকা ভার্য্যা হইবেন।

পতির প্রেম আর অসপত্নিত্ব, এই দুইটীই রমণীদিগের সৌভাগ্য-সূচক; সুতরাং আকাঙ্ক্ষনীয়।

৫১। এই নারদ-বাক্যে নির্ভর করিয়া, হিমালয়, কন্যার প্রগল্‌ভ বয়স হইলেও, অন্য-বরাভিলাষ করেন নাই; কারণ, মন্ত্রপূত ঘৃত, অগ্নি বিনা অন্য কোন তেজেরই প্রাপ্য নহে।

এখানে, পার্ব্বতী যেন নারদ-বাণী রূপ মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ঘৃত! এমন পবিত্র ঘৃত কেবল মহাদেব-রূপ অগ্নিরই ভোগ্য, অন্য কাহারই নহে।

৫২। (আবার) যখন দেবদেব প্রার্থী নহেন, তখন তাঁহাকে ডাকিয়া কন্যা-পরিগ্রহ করাইতেও হিমাদ্রি সমুৎসুক ছিলেন না; কারণ, পাছে প্রার্থনা বিফল হয়, এই ভয়ে বুদ্ধিমান্ লোকে অভীপ্সিত বিষয়েও মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন।

"মাধ্যস্থ্য" অর্থাৎ ঔৎসুক্য ও তাচ্ছিল্য এই দুয়ের মধ্যস্থ ভাব—ঔদাসীন্য।

৫৩। সুন্দরী পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে যেদিন দক্ষ-রোষ-হেতু শরীর বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে পশুপতি বিষয়াসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অপত্নীক আছেন; এ পর্য্যন্ত পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই।

মূলের 'সুদতী'র এখানে সুন্দরী অর্থই প্রশস্ত; কারণ, সুন্দর দন্তের সার্থকতা এখানে দেখা যায় না।

৫৪। সেই অবধি কৃত্তিবাস, তপস্যার্থ হিমাদ্রির কোন (এক অতি মনোরম) প্রস্থ-দেশে বাস করিতেছেন। ঐ প্রস্থদেশ গঙ্গা-প্রবাহ-ধৌত দেবদারুর ছায়ায় শীতল, মৃগনাভি-কস্তুরীর সুগন্ধে আমোদিত, এবং কিন্নরদিগের সুশ্রাব্য সঙ্গীতে মুখরিত।

এস্থলে প্রস্থদেশটীর বর্ণনায় যে-তিনটী বিশেষণ আছে, তাহাদের সার্থকতা সম্বন্ধে মল্লিনাথ কিছুই বলেন নাই। কালিদাস কিন্তু নিরর্থক বিশেষণ ব্যবহারের কবি ছিলেন না। আমার মনে হয়, সার্থকতা এইরূপ—

প্রস্থ-দেশটী শান্ত তপস্যার পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগী ;—গঙ্গা-প্রবাহে পবিত্রীকৃত, দেবদারুচ্ছায়ায় সুশীতল, মৃগনাভি-কস্তুরীর গন্ধে চিত্তের প্রসন্নতা-সাধক, এবং তপোবিঘ্নকর প্রতিকূল-শব্দাদি-বিরহিত,—যে-কিছু শব্দ, তাহা কেবল দেবারাধনার অনুকূল কিন্নরদিগের সুকণ্ঠ-সঙ্গীত-ধ্বনি। বলা বাহুল্য, বিপত্নীক মহাদেবের পক্ষে উগ্রতপস্যাপেক্ষা শান্ত-তপস্যাই সতীবিয়োগ-বিধুর মনের শান্তিদায়ক।

৫৫। মহাদেবের প্রমথগণ সুরপুন্নাগ-কুসুমে ভূষিত হইয়া, সুখ-স্পর্শ ভূর্জ্জ-বল্কল পরিধান করিয়া, এবং দেহে মনঃশিলা অনুলেপন করিয়া, গন্ধৌষধি-ব্যাপ্ত শিলাতলে উপবিষ্ট।

৫৬। সেখানে যখন মহাদেবের দর্পকল বৃষভ ক্ষুরাগ্র দ্বারা তুষারসঙ্ঘাত-কঠিন শিলা-সকল বিদীর্ণ করিতে-করিতে, (দূরাগত) সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, উচ্চরবে গর্জ্জন করিতে থাকিত, তখন তাহা শুনিয়া মহাভীত গো-সদৃশ এক-প্রকার পার্ব্বতীয় মৃগগণ অতিকষ্টে ঐ (ভীষণ) বৃষের দিকে তাকাইয়া দেখিত।

সুন্দর স্বভাবোক্তি।

৫৭। স্বয়ং ইন্দ্রত্বাদি তপঃফলদানের কর্ত্তা হইয়াও, অ... মহাদেব ঐ প্রস্থে নিজেরই মূর্ত্ত্যন্তর অগ্নি স্থাপন করিয়া ও তাহা

সমিৎ-কাষ্ঠের দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া, কোন ফলকামনায় তপশ্চরণ করিতেছিলেন।

মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগ্নি।

৫৮। দেবারাধ্য মহাদেব অর্ঘ্যাতীত হইলেও, তাঁহাকে অর্ঘ্য-দানে পূজা করিয়া আরাধনা করিবার নিমিত্ত, অদ্রিনাথ তনয়াকে সখিগণের সহিত সংযত-ভাবে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

৫৯। যুবতী কুমারী সমাধির প্রতিপক্ষভূতা হইলেও মহাদেব পার্ব্বতীর শুশ্রূষা স্বীকার করিয়াছিলেন;—চিত্ত-বিকারের হেতু বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত-বিকার না ঘটে তাঁহারাই (প্রকৃত) ধীর!

যে-পার্ব্বতীতে জগতের সকল প্রকার সৌন্দর্য্য একত্র হইয়া বিরাজমান্, সেই পরমরূপবতী যুবতী কুমারী হইতেও মহাদেব কিছুমাত্র তপোবিঘ্নের আশঙ্কা করিলেন না, ইহাতে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যগুণ সূচিত।

৬০। সেই-অবধি সুকেশী (পার্ব্বতী) প্রত্যহ পূজা-কুসুমাদি অবচয়ন, অতি দক্ষতার সহিত বেদিসম্মার্জ্জন, এবং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের কুশ ও জল আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা গিরিশের সেবা করিতে লাগিলেন এবং (যেন ইহার পুরস্কার-স্বরূপ) চন্দ্রমৌলীর শিরঃস্থ চন্দ্রকলার স্নিগ্ধকিরণে পার্ব্বতীর শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর হইতে লাগিল।

"উমোৎপত্তি" নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

১। যে সময়ে হিমালয়-প্রস্থে পার্ব্বতী তপোনিরত মহাদেবের সেবা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তারকাসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেবগণ দেবেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া (তারক-নাশ-ক্ষম সেনানী সৃষ্টি প্রার্থনা করিবার জন্য) স্বয়ম্ভু-ধামে (ব্রহ্মসমীপে) গমন করিলেন।

২। সরোবরে মুকুলিত পদ্মগুলির পক্ষে যেমন প্রাতঃ-সূর্য্য, মলিন-মুখশ্রী দেবগণের সমক্ষে তখন ব্রহ্মা তেমনই আবির্ভূত হইলেন।

মুকুলিত-পদ্ম সরোবর ও তারকাসুরের উপদ্রবে হৃত-সম্মান দেবগণ উভয়েই "মলিন-মুখশ্রী"। ঐরূপ পদ্মের পক্ষে যেমন সূর্য্য, ম্লানমুখ দেবগণের পক্ষে ব্রহ্মা তেমনই ম্লানিহর।

৩। পরে দেবগণ, জগতের স্রষ্টা, বাগীশ্বর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, অর্থযুক্ত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ;—

৪। "সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনি অবিভক্ত (নিরুপাধি) আত্মারূপী ছিলেন ; পরে সৃষ্টি-প্রবৃত্তি-কালে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের বিভাগ-

হেতু উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অতএব, হে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-রূপী ত্রিমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার !—

৫। "হে অজ (জন্মরহিত)! আপনি জলমধ্যে যে অমোঘ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই (স্থাবর জঙ্গমাত্মক) এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই হেতু, আপনি বিশ্বের প্রভব অর্থাৎ কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

মনু-সংহিতায় আছে—"তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া ধ্যানযোগে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে আপন শক্তি-বীজ অর্পণ করিলেন।"— ১ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক।

৬। "সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র আপনিই ছিলেন ; পরে সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিনগুণ দ্বারা হরি-হর-ব্রহ্ম-রূপাত্মক তিন শক্তি বিজৃম্ভিত করিয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আপনিই একমাত্র কারণ হইয়াছেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অব্যবহিত কারণ হইলেও, যখন ঐ ত্রিশক্তি নিরূপাধি ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত, তখন প্রকৃত পক্ষে নিরূপাধি ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের একমাত্র (মূল) কারণ।

৭। "প্রজা-সৃষ্টি হেতু আপনি নিজেকে (দ্বিধা) বিভক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রসূতি-স্বরূপ

আপনার ঐ দুই ভাগ সৃষ্ট প্রাণীবর্গের পিতামাতা বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।—

মনুসংহিতায় আছে—"তিনি আপনার দেহ দ্বিধা করিয়া, অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন;"—১ম অধ্যায়, ৩২ শ্লোক।

৮। "আপনি নিজকাল-পরিমাণ দ্বারা আপনার রাত্রিদিন (অর্থাৎ বিশ্রাম-কাল ও কার্য্য-কাল) বিভাগ করিয়াছেন। যাহা আপনার জাগরণ (কার্য্যকাল), তাহাই পঞ্চভূতাত্মক জগতের সৃষ্টিকাল; আর যাহা আপনার সুপ্তি (বিশ্রাম-কাল), তাহাই জগতের প্রলয়-কাল।—

মনুসংহিতায় আছে:—যখন সেই পরমদেব জাগরিত হন, তখন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চেষ্টিত থাকে, এবং যখন সেই শান্তাত্মা সুষুপ্তিলাভ করেন, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও নিমীলিত হইয়া যায়।"—১ম অধ্যায়, ৫২-তম শ্লোক।

৯। "আপনি জগতের যোনি (উৎপত্তি-স্থল), কিন্তু স্বয়ং অযোনি (আপনার উৎপত্তি-স্থল নাই); আপনিই জগতের অন্তক (সংহারক), কিন্তু স্বয়ং নিরন্তক (অন্তহীন); আপনিই জগতের আদি, কিন্তু আপনার আদি নাই; আপনিই জগতের ঈশ্বর (নিয়ন্তা), কিন্তু আপনার নিয়ন্তা নাই।

১০। "হে ভগবন্! আপনি নিজের দ্বারাই নিজেকে জানেন; নিজের দ্বারাই নিজেকে সৃষ্টি করেন; এবং নিজের

দ্বারাই আপনি নিজেতেই লীন হয়েন ;—আপনি সর্ব্ব ব্যাপারেই সমর্থ।—

সকল ক্রিয়াই জ্ঞান-সাপেক্ষ ; এখানেও সেইজন্য আত্ম-সৃজন-ক্রিয়ার পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান কথিত হইয়াছে। প্রথম কর্ত্তব্যার্থজ্ঞান, পরে সৃষ্টি, অবশেষে লয় ;—এ সকলই সেই একই শক্তির বিভিন্ন অবস্থামাত্র। ইহাই বেদান্ত-দর্শনের মূল কথা।

১১। "আপনি (সরিৎসমুদ্রাদিবৎ রসাত্মক) দ্রবরূপী ; আবার নিবিড় সংযোগ নিবন্ধন (মহীধরাদিবৎ) কঠিনরূপী ; আপনি (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটাদিবৎ) স্থূল ; আবার (অতীন্দ্রিয় পরমাণুবৎ) সূক্ষ্ম ; আপনি (তুলাদিবৎ) লঘু ; আবার (পাষাণাদিবৎ) গুরু ; (কার্য্যরূপে) আপনি ব্যক্ত ; আবার (কারণরূপে) অব্যক্ত। এইরূপ অণিমাদি বিভূতি-বিষয়েও আপনার যথাকামত্ব,—আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়েন।—

অণিমাদি বিভূতি যথা—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা—এই অষ্ট প্রকার।

"অণিমা"—অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করিবার ক্ষমতা। "লঘিমা"—লঘুতম হইবার ক্ষমতা। "ব্যাপ্তি"—ব্যাপকতা-শক্তি। "প্রাকাম্য"—সর্ব্ববিধ কামনাসিদ্ধির ক্ষমতা। "মহিমা"—মহত্তম হইবার ক্ষমতা। "ঈশিত্ব"—সর্ব্ববিধ কার্য্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা। "বশিত্ব"—সর্ব্বেন্দ্রিয়কে বশে রাখিবার ক্ষমতা। "কামাবসায়িতা" সর্ব্ববিধ কামনায় সাফল্য অর্থাৎ চরিতার্থতা প্রাপ্তির ক্ষমতা।

১২। "ওঙ্কারাত্মক প্রণব যে বাক্যের উপক্রম ; উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ, এই তিন স্বরে যে বাক্যের উচ্চারণ ; যে বাক্যের কর্ম্ম অর্থাৎ প্রতিপাদ্য-বিষয়, যজ্ঞ ; এবং (ঐ বিহিত কর্ম্ম দ্বারা) যে বাক্যের ফল, স্বর্গ ;—সেই বাক্যের অর্থাৎ বেদের উৎপত্তি-কারণ, আপনি ।—

১৩। "আপনাকে ভোগাপবর্গ-রূপ পুরুষার্থের প্রবর্ত্তিনী প্রকৃতি কহা হইয়া থাকে ; আবার আপনাকেই সেই প্রকৃতির সাক্ষী-স্বরূপ উদাসীন অর্থাৎ কূটস্থ পুরুষও কহা হইয়া থাকে ।—

ইহা "সাঙ্খ্য" মতে স্তব।

১৪। "আপনি অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্ত-পিতৃগণেরও (তর্পণীয়) পিতা ; ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পূজ্য ; শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ ; এবং (দক্ষাদি) প্রজাপতিদিগেরও বিধাতা (স্রষ্টা) ।—

১৫। "শাশ্বত আপনিই হব্য ও হোতা ; ভোজ্য ও ভোক্তা ; কার্য্য ও কর্ত্তা ; এবং আপনিই ধাতা, আবার আপনিই পরম ধ্যেয় বস্তু।"

১৬। দেবগণের পক্ষ হইতে এইরূপ যথার্থ, (সুতরাং) হৃদয়ঙ্গম স্তুতিবাক্য শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রবণ হইয়া ব্রহ্মা যখন উত্তর করিলেন ;—

১৭। (কবি বলিতেছেন) তখন (বেদস্রষ্টা) সেই পুরাতন কবির (ব্রহ্মার) চতুর্ম্মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া, শব্দের চতুর্বিধ মূর্ত্তিই যেন চরিতার্থ হইল !

শব্দের চারি প্রকার অবয়ব, যথা :—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, ও জাতি। চারিমুখে উচ্চারিত হইয়া, শব্দের চারি অঙ্গই যেন পরম সার্থকতা লাভ করিল।

১৮। (ব্রহ্মা উত্তর করিলেন)—"হে প্রভূত-পরাক্রম-শালী, দীর্ঘবাহু দেবগণ ! (দেখিতেছি) তোমরা সকলে একই কালে এখানে সমাগত হইয়াছে ; (ভরসা করি) স্বকীয় প্রভাব দ্বারা তোমরা নিজ-নিজ অধিকার রক্ষা করিতেছ ; তোমাদের শুভাগমন ত ?

এখানে প্রশ্নচ্ছলে দেবগণের উপস্থিত দুর্দ্দশার ইঙ্গিত। "দীর্ঘবাহু" সুবীর-লক্ষণ।

১৯। "হে বৎসগণ ! নীহারাচ্ছাদিত হীনপ্রভ নক্ষত্রগণের ন্যায়, তোমাদের মুখগুলি পূর্ব্বের সেই স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ধারণ করিতেছে না কেন ?—

২০। "দেখিতেছি, ইন্দ্রের বজ্র, যাহা দ্বারা তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেই বজ্র আজ তেজঃক্ষয়-হেতু নিষ্প্রভ ; তাহা হইতে আর সেই বিচিত্র বর্ণ-সকল নির্গত

হইতেছে না ; তাই বোধ হইতেছে, যেন উহার অগ্রভাগের সে তীক্ষ্ণত্ব আর নাই।—

ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্র জ্বালাময়, বিচিত্র-বর্ণ, ও সুতীক্ষ্ণ ; কিন্তু আজ উহার সে জ্বালাও নাই, সে বর্ণ-বৈচিত্র্যও নাই, আর সে তীক্ষ্ণতাও নাই।

• • •

২১। "কেনই বা অরি-দুর্ব্বার এই বরুণের হাতে তাঁহার পাশাস্ত্র, মন্ত্রের দ্বারা নষ্ট-শক্তি সর্পের মত, শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে ?—

২২। "ভগ্ন-শাখ বৃক্ষের ন্যায়, গদাহীন বাহু, কুবেরের পরাভব-জনিত শল্যপ্রায় হৃদয়-বেদনা যেন কহিয়াই জানাইতেছে !—

"যেন" বলার অভিপ্রায় এই যে, বাহুর নাকি কথা কহিবার শক্তি নাই, তবু লক্ষণে 'যেন' কথা কহারই মত সুস্পষ্ট করিয়াই জানাইতেছে !

২৩। "যমও (দেখিতেছি) তেজোহীন দণ্ড দ্বারা মাটি খুঁড়িতে-খুঁড়িতে, তাঁহার এমন যে অমোঘ যমদণ্ড, তাহাতে নির্ব্বাণ অঙ্গারের লাঘব আনিতেছেন !—

নির্ব্বাণ অঙ্গারখণ্ড দিয়া লোকে অন্যমনস্ক ভাবে মাটি খোঁড়ে। আজ যম তাঁহার হাতের "দণ্ড" দ্বারা ঐরূপে মাটি খোঁড়ায়, "যমদণ্ডের" কি লাঘবই ঘটান হইয়াছে ! 'নির্ব্বাণ অঙ্গার' যমদণ্ড-পক্ষে নষ্ট-বীর্য্যত্ব-ব্যঞ্জক।

২৪। "কেনই বা ঐ আদিত্যগণ, এখন তেজঃক্ষয়ে এমন

শীতল হইয়াছেন যে, চিত্রন্যস্ত প্রতিকৃতির মত, তাঁহাদের দিকে স্বচ্ছন্দে দৃষ্টিপাত করিতে পারা যাইতেছে ?—

২৫। প্রতিকূল গতি দেখিয়া যেমন জল-প্রবাহের স্রোত-প্রতিবন্ধ অনুমান করা যায়, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুগণের স্খলিত-গতি দেখিয়া তেমনই অনুমান হইতেছে যে, ইহাদের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।—

২৬। "আর ঐ (একাদশ) রুদ্রদিগেরও মস্তকের জটাজূট যেরূপ অবনম্র এবং তাহাতে চন্দ্ররেখা যেরূপভাবে লম্ববান্ দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উঁহাদের হুঙ্কারের সে প্রভাব আর নাই।—

ঊর্দ্ধমুখ জটা প্রভাব-ব্যঞ্জক ; অবনম্র জটা পরাভব-দুঃখ-ব্যঞ্জক। হুঙ্কারই রুদ্রদিগের অস্ত্র।

২৭। "বিশেষ-শাস্ত্র-বাক্য দ্বারা যেমন সাধারণ-শাস্ত্রের শাসনাধিকারের লোপ হয়, প্রথমাবধি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও আপনারা কি তেমনই এখন (কোন) প্রবলতর শত্রু কর্তৃক স্বাধিকারচ্যুত হইয়াছেন ?—

সাধারণ-শাসন-বাক্য, "মা হিংস্যাৎ" অর্থাৎ জীব-হিংসা করিও না। কিন্তু যেখানে যজ্ঞ-বিশেষে পশুবিশেষ-বধের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, এই বিশেষ-বিধি দ্বারা সাধারণ-বিধির অধিকার-সঙ্কোচ করা হইয়াছে ; কোথাও বা একেবারেই লোপ করা হয়।

২৮। "সেই জন্যই, বৎসগণ! জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকটে কি প্রার্থনা করিতে তোমরা সকলে মিলিয়া আসিয়াছ, বল,। (আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ) আমাতে লোক-সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব অবস্থিত, লোক-রক্ষার কর্ত্তৃত্ব তোমাদেরই উপরে ন্যস্ত।"

লোক-রক্ষার ভার দেবগণের হাতে থাকায়, উহার জন্য তাঁহারা কেন লোকস্রষ্টার কাছে আসিলেন, ইহাই জানিবার জন্য ব্রহ্মার এই প্রশ্ন।

২৯। ব্রহ্মা এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ইন্দ্র, মন্দানিল-স্পন্দিত কমলাবলীর ন্যায় শোভাশালী তাঁহার সেই নেত্র-সহস্র দ্বারা (ইঙ্গিত করিয়া) সুরগুরু বৃহস্পতিকে ব্রহ্মাকৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

মূলে আছে—"কমলাকর"। এখানে "আকর" অর্থে সমূহ। "সহস্র" আগ্রহাতিশয্য-ব্যঞ্জক।

৩০। তখন বৃহস্পতি, (যিনি তাঁহার দ্বিনেত্রে ইন্দ্রের সহস্রনয়ন অপেক্ষাও অধিক দর্শনক্ষমতাশালী, সুতরাং যিনি ইন্দ্রের পক্ষে দ্বিনেত্র-সম্পন্ন দর্শনেন্দ্রিয়-স্বরূপ), কৃতাঞ্জলি হইয়া পদ্মাসন ব্রহ্মাকে এই কহিতে লাগিলেন :—

ইন্দ্রের সহস্র নয়নেও যে দূরদর্শিতা নাই, বৃহস্পতির দুইটী মাত্র নয়নেই তাহার অপেক্ষা অধিক দর্শন-ক্ষমতা বিদ্যমান্, এই হেতু বৃহস্পতি যেন ইন্দ্রের "দ্বিনেত্র চক্ষু"-স্বরূপ অর্থাৎ প্রধান পরামর্শ-দাতা, সুদক্ষ মন্ত্রী। এখানে "চক্ষুঃ" শব্দে মনশ্চক্ষুঃ বুঝিতে হইবে।

৩১। "হে ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে;—সত্যই আমাদের অধিকার শত্রু কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়াছে। প্রভো! সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া, আপনি ইহা কেন না জানিবেন?—

৩২। "আপনার প্রদত্ত বরলাভে উদ্ধত হইয়া, তারক-নামে মহাসুর ত্রিলোকে উপদ্রব করিবার জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়াছে।—

৩৩। "(এই তারকাধিকৃত) পুরে, যতটুকু কিরণ-দানে উহার ক্রীড়া-বাপীর কমলগণের বিকাশমাত্র সম্পন্ন হয়, সূর্য্য-দেবকে কেবলমাত্র ততটুকু কিরণই বিস্তার করিতে হইতেছে!—

তারক-পুরে সূর্য্য-দেব তারকাসুরের ভয়ে অর্থাৎ পাছে প্রচণ্ড উত্তাপে উহার কষ্ট হয়, এই ভয়ে, তাঁহার স্বাভাবিক সুপ্রখর কিরণ-জাল বিস্তার করিতে পারিতেছেন না; কেবলমাত্র, ঈষদুষ্ণ কিরণ-দানে তথাকার ক্রীড়া-বাপীর সুকোমল কমলগুলিকে ফুটাইয়া, সূর্য্যদেবকে তারকের সুখের সহায়তা করিতে হইতেছে! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের পক্ষে ইহা কি বিষম-হীনতা-ব্যঞ্জক!

৩৪। "চন্দ্রদেবকে সর্ব্বদা (কি শুক্ল-পক্ষ, কি কৃষ্ণ-পক্ষ, দুই পক্ষেই, প্রতিরাত্রিতে) ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া তারকা-সুরের সেবা করিতে হইতেছে!—কেবলমাত্র হরচূড়ামণীকৃতা কলাটী লইতে হয় নাই, (ইহাই যাহা কিছু সুখের)।—

তারক নিজের সুখোপভোগের নিমিত্ত চন্দ্রকে প্রতিরাত্রিতে ষোলকলায়

পাটাইয়া লইতেছেন। অহো! তারকের হাতে চন্দ্রদেবের কি অসাধারণ, অস্বাভাবিক দুর্গতি!

৩৫। "কুসুম-চুরির অভিযোগ-ভয়ে (অথবা দণ্ড-ভয়ে) বায়ু তারকাসুরের উদ্যান-সঞ্চরণে নিবৃত্ত হইয়া, কেবল তাহার পার্শ্বে মৃদু-মৃদু বহিতেছেন মাত্র,—এত মৃদু যে, তালবৃন্ত-ব্যজনেরই মত, তাহার অধিক নয়।—

অপ্রতিহত-গতি পবন-দেব সর্ব্বত্রই কুসুম-গন্ধ-ভোগী, কিন্তু তারকাসুরের ফুল-বাগানে তাহা করিবার যো নাই, করিলেই চৌর্য্যাপরাধ ও দণ্ড। পরন্তু, পবন-দেবকে তারকের কাছে থাকিয়া, সামান্য ভৃত্যের ন্যায় মৃদু-মৃদু বাতাস করিতে হইতেছে! কোথায় বা তাঁহার সেই অপ্রতিহত-গতি, আর কোথায় বা কুসুম-গন্ধোপভোগ!

৩৬। "ঋতুগণ পর্য্যায়-সেবা (ঋতুর পরে ঋতু অনুসারে পর্য্যায় ক্রমে সেবা) পরিত্যাগ করিয়া, এখন সর্ব্বদাই (সর্ব্ববিধ) পুষ্প-সম্ভারে, উদ্যান-মালী যেরূপ উদ্যানপালকে সেবা করে, সেইরূপে তারকাসুরকে সেবা করিতেছে!—

তারকাসুরের শাসনে এখন আর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি-দোষযুক্ত ঋতুভেদ নাই; বরং সম্বৎসর ধরিয়া সকল ঋতুকেই তারকাসুরের জন্য প্রচুর ফুল যোগাইতে হইতেছে; "এখন এ ফুলের ঋতু নহে," "ও ফুলের ঋতু নহে", ইত্যাদি বলিলে চলিতেছে না।

৩৭। "সরিৎ-পতি সমুদ্র, তারককে উপহার দিবার যোগ্য (উত্তম-উত্তম) রত্ন-সকল যতদিন পরিপক্কাবস্থা-প্রাপ্ত না হয়,

কেবল ততদিন মাত্র নিজ জলাভ্যন্তরে রাখিয়া, অতি আগ্রহের সহিত (পরিপাক-কাল) প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন !—

উৎকৃষ্ট মুক্তাদি রত্ন-সকল যেই পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অমনি কিঞ্চিন্মাত্র কাল-বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা তারকাসুরকে উপঢৌকন দি‍ে‍

৩৮। "বাসুকি-প্রমুখ সিদ্ধ-সর্পগণকে তাহাদের শিরঃস্থ উজ্জ্বল-মণি-প্রভা দ্বারা রাত্রিকালে তারকাসুরের চারি পার্শ্বে স্থির প্রদীপের কার্য্য করিতে হইতেছে !—

বাসুকি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সর্প-সকলকে তাহাদের মাথার মণির প্রভা দ্বারা তারকের আলোক-সেবা করিতে হইতেছে। মণির আভা বলিয়া উহা "স্থির" অর্থাৎ অকম্প ও অনির্ব্বেয় প্রদীপ।

৩৯। "(অধিক কি), দেবরাজ ইন্দ্রকেও তারকাসুরের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া, ঘন-ঘন দূত দ্বারা কল্পদ্রুম-প্রসূন পাঠাইয়া, তাহার মনস্তুষ্টি-সাধন করিতে হইতেছে !

কল্পবৃক্ষের ফুল মুহুর্মুহু না পাঠাইলে ইন্দ্রেরও রক্ষা নাই !

৪০। "রবি-শশী-পবনাদি এইরূপে তাহাকে সেবা করিতেছে; তবু সে ত্রিভুবনকে পীড়ন করিতে নিরস্ত হইতেছে না। প্রত্যপকার দ্বারাই দুর্জ্জন শান্ত হয়; উপকার করিয়া দুর্জ্জনকে কখনই শান্ত করা যায় না।—

সেবা করিয়া তাহাকে শান্ত করা যাইবে না; তাহাকে শান্ত করিতে হইলে যথোচিত প্রতীকার করা চাই, ইহাই ভাব।

৪১। "নন্দন-কাননের দ্রুম-সকল,—(অলঙ্কারার্থে) যাহাদের পল্লবগুলি অমর-বধূরা তাঁহাদের সুকুমার হস্ত দ্বারা সদয় ভাবে ছিঁড়িতেন,—নন্দন-কাননের সেই দ্রুমসকল (আজ) নির্দ্দয় তারক কর্ত্তৃক ছেদন ও পাতনে অভিজ্ঞ হইতেছে !—

নন্দনকাননের পারিজাতাদি বৃক্ষ-সকল এতই শোভার বস্তু যে, কেহ উহাদিগকে কাটিয়া ফেলা দূরে থাকুক, নির্দ্দয়ভাবে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিত না; কেবল অমর-বধূরা অলঙ্কারার্থে তাঁহাদের সুকোমল হস্ত দিয়া পল্লব চয়ন করিতেন;—তাহাও অতি সদয়-ভাবে, পাছে বৃক্ষদিগের অঙ্গে আঘাত লাগে। আজ সেই বৃক্ষ-সকল তারক কর্ত্তৃক ছেদিত ও পাতিত হইয়া ছেদ-পাতের দুঃখ অনুভব করিতেছে !

৪২। "তারকের নিদ্রাকালে, যখন সুরবন্দিনীরা নিশ্বাস-প্রমাণ বায়ু দ্বারা তাহাকে ব্যজন করেন, তখন সেই চামরগুলি (দুঃখিনী) সুরবন্দিনীদিগের নেত্রবাষ্পবিন্দু বর্ষণ করিতে থাকে !—

নিশ্বাসাপেক্ষা অধিক বায়ু-ব্যজনে পাছে তারকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে বন্দিনীরা নিশ্বাস-সমান বায়ুই ব্যজন করিতেন।

কেহ-কেহ ব্যাখ্যা করেন,—বন্দিনীদিগের মনস্তাপ-জনিত নিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত বায়ু দ্বারা ব্যজন। কিন্তু মূলে বা মল্লিনাথের টীকায় এ আভাস নাই। "শ্বাস-সাধারণ বায়ু" অর্থাৎ যে বায়ু নিশ্বাসের সমান, নিশ্বাস-প্রমাণ, নিশ্বাসের অনধিক।

চামর-ব্যজন-কালে বায়ু যদি জলকণা-সিক্ত হয়, তাহা হইলে উহা ভোগীর পক্ষে বড়ই সুখকর। এ স্থলে, দুঃখিনী বন্দিনীদের অশ্রুকণাই তারকের পক্ষে জলকণার কার্য্য করিত :—বন্দিনীরা কাঁদিত বটে, কিন্তু তাহাতে তারকের জলসিক্ত বায়ু উপভোগ হইত !

তারকাসুরের নিদ্রাকালেই দুঃখিনী সুর-বন্দিনীদের রোদনের অবসর !

৪৩। "সূর্য্যাশ্বগণের ক্ষুরে চূর্ণিত মেরুশৃঙ্গসকল উৎপাটিত করিয়া, তারকাসুর তাহাদিগকে নিজের (ত্রিভুবনস্থ) ধাম-সকলের কেলি-পর্ব্বত করিয়াছে !—

"সূর্য্যাশ্বগণের ক্ষুরে চূর্ণিত" মেরুশৃঙ্গগণের অত্যুচ্চতা-ব্যঞ্জক।

সূর্য্যদেবের এক-চক্র রথে সপ্তাশ্ব-যোজিত। (সপ্তাশ্ব সপ্তবর্ণের রূপক)।

৪৪। "মন্দাকিনী এখন জলাবশেষ মাত্র ; তাহাও আবার দিগ্‌গজদিগের মদে আবিল। সেই জলের (সার) শস্য-স্বরূপ যত কনক কমল, তারকাসুরের বাপীগণই ঐ সকল কনক-কমলের ধাম হইয়াছে !

স্বর্গ-নদী মন্দাকিনীর সমস্ত কনক-কমলগুলি উপাড়িয়া আনাইয়া তারকাসুর নিজের দীর্ঘিকায় লাগাইয়াছে !

৪৫। "তারকাসুরের অকস্মাৎ-আগমন-ভয়ে এখন দেব-রথের পথ দুর্গম হইয়াছে ; সুতরাং দেবগণ সম্প্রতি ত্রিভুবন-দর্শনানন্দে বঞ্চিত !—

৪৬। "মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যাজ্ঞিকগণ যখন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তখন সেই মায়াবী আমাদের অগ্নিমুখ হইতে আমাদের সাক্ষাতেই সেই আহুতি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয় !—

অগ্নিই দেবগণের মুখ ; এই মুখ দিয়াই তাঁহারা যজ্ঞের হবির্ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন মায়াবী তারকাসুর মায়াবলে এই সকল হবিঃ দেবতাদের মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতেছে,—দেবতারা কেবল "ফ্যাল্-ফ্যাল্" করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন মাত্র, নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তারকের মায়াবলের কাছে দৈববল সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে !

৪৭। "সু-উন্নত উচ্চৈঃশ্রবা, যাহা ইন্দ্রের চিরকালার্জ্জিত মূর্ত্তিমান্ যশঃ-স্বরূপ —তারকাসুর সেই হয়-রত্নটীকেও অপহরণ করিয়াছে !—

৪৮। "ত্রিদোষজ সান্নিপাতিক জ্বর-বিকারে বীর্য্যবন্ত ঔষধ-সকলও যেমন বিফল হইয়া যায়, সেই ক্রূর তারকাসুরের প্রতি আমাদের-অবলম্বিত সকল উপায়ই সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছে !—

বীর্য্যবন্ত ঔষধের সহিত তুলনা দ্বারা উপায়গুলির সাজ্যাতিকত্ব সূচিত। উদাহরণ-স্বরূপ দুইটী সাজ্যাতিক উপায় পরেই কথিত হইতেছে।

৪৯। "যে হরিচক্রে আমাদের জয়াশা ছিল, তারকাসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই হরি-চক্র দ্বারা যেন তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ-ভূষণই অর্পিত করা হইয়াছে !—বরং প্রতিঘাতে চক্রের অন্তর্নিহিত তেজঃ

সমুদ্গত হওয়ায় উহা সমধিক উজ্জ্বল কণ্ঠভূষণরূপেই তারকের কণ্ঠে শোভা পাইতে লাগিল !—

বিষ্ণুর অমোঘ "সুদর্শনচক্র" তারকাসুরের কণ্ঠচ্ছেদ না করিয়া, বরং তাহার 'কণ্ঠভূষণ' হইয়াছে। এমন চরম সাজ্ঘাতিক উপায় প্রয়োগ করিয়াও তাহা বিফল হইয়াছে !

৫০। ঐরাবতকে পরাজিত করিয়া, তারকাসুরের গজ-সকল এখন পুষ্কর-আবর্ত্তকাদি মেঘে বপ্র-ক্রীড়া অভ্যাস করিতেছে !—

ইন্দ্রের "ঐরাবত গজ" আর-এক সাজ্ঘাতিক উপায়,—তারকের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে !

৫১। "এমন-সকল শ্রেষ্ঠ উপায় যখন ব্যর্থ হইল, তখন হে বিভো ! মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ যেমন পুনরুৎপত্তির নিবৃত্তি-মানসে কর্ম্মবন্ধচ্ছেদক্ষম ধর্ম্মের আশ্রয় লয়েন, আমরাও সেইরূপ (এই আসুরিক যন্ত্রণার নিবৃত্তি-উদ্দেশে, তারক-সংহার ক্ষম) এক দেব-সেনানী-সৃষ্টির ইচ্ছা করিতেছি ;—

৫২। "সুর-সৈন্যদিগের রক্ষা-কর্ত্তা-স্বরূপ যে-সেনানীকে অগ্রে করিয়া, ইন্দ্র বন্দীস্বরূপা জয়শ্রীকে শত্রু-হস্ত হইতে প্রত্যানয়ন করিবেন ;—(আমরা এমন-এক দেব-সেনানী-সৃষ্টির ইচ্ছা করিতেছি)।"

'জয়শ্রী' যেন স্ত্রী-স্বরূপা,—তারকাসুর কর্ত্তৃক বন্দীকৃতা।

৫৩। বৃহস্পতির বাক্যাবসানে, স্বয়ম্ভু কথা কহিলেন; মনোহরত্বে সে কথা যেন গর্জ্জনান্তে-বৃষ্টিকেও পরাজয় করিল।—

"গর্জ্জনান্তে বৃষ্টি" বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দুঃখ-পরিজ্ঞাপনের পরে ফলোদয়-স্বরূপ ব্রহ্মাবাক্যের সুভগত্ব-ব্যঞ্জক।

৫৪। (স্বয়ম্ভূ বলিলেন)—"কিছুকাল প্রতীক্ষা কর; তোমাদের এই মনোবাসনা সফল হইবে। কিন্তু উহার সিদ্ধি-বিষয়ে আমি স্বয়ং ঐ সেনানী-সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।—

৫৫। "(কারণ), ঐ 'তারক'-দৈত্য আমা-হইতেই প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত; সুতরাং আমা-কর্ত্তৃক তাহার ক্ষয়-সাধন অনুচিত। (অন্য বৃক্ষের কথা দূরে থাক্), বিষ-বৃক্ষও নিজ-হস্তে পালন করিয়া শেষে নিজ হস্তেই তাহা ছেদন করিতে নাই।—

৫৬। পূর্ব্বে সেই তারকাসুর আমার কাছে, (যেন দেবেরও অবধ্য হই) এই বর চাহিয়াছিল; আমিও তাহাকে সেই বরই দিয়াছিলাম। (যদি বল, জানিয়া-শুনিয়া এমন ভয়ানক দৈত্যকে কেন এমন প্রশ্রয় দিলাম?—) তাহার ত্রিলোক-দহন-ক্ষম তপঃ-প্রভাব আমি ঐ বরদানে শান্ত করিয়াছিলাম।—

ঐ বর না দিলে তাহার তপঃরূপ অগ্নিতে তখনই ত্রিলোক দগ্ধ হইয়া যাইত। ত্রিলোক-রক্ষার্থ, বর-রূপ জলদানে তখন সেই প্রচণ্ড অগ্নি প্রশমিত করিতে হইয়াছিল।

৫৭। "কোন (উপযুক্ত) ক্ষেত্রে নিষিক্ত নীল-লোহিতের শুক্রের অংশ (ধূর্জ্জটির ঔরস-জাত পুত্র) বিনা আর কে, সেই যুদ্ধ-কুশল (তারকাসুর) যখন যুদ্ধে উদ্যত হইবে, তখন তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে ?—

৫৮। "সেই (দেবাদিদেব) মহাদেব তমোগুণাতীত জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা ; তাঁহার অনন্ত মহিমা ভেদ করা আমারও সাধ্য নহে,—(এমন কি), বিষ্ণুরও সাধ্য নহে।—

এই অনন্ত-প্রভাব-সম্পন্ন মহাদেবের অসাধ্য কিছুই নাই। তারক-সংহার-ক্ষম সেনানী সৃষ্টি ইঁহারই সাধ্য—ইহাই ভাবার্থ।

৫৯। "যখন তোমরা কার্য্যার্থী হইয়াছ, তখন এক কর্ম্ম কর ;—অয়স্কান্ত-মণি দ্বারা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করা যায়, তেমনই, উমা-সৌন্দর্য্য দ্বারা তোমরা শম্ভুর সমাধিস্থ মনকে আকর্ষণ করিতে উদ্যোগী হও।—

৬০। "আমাদের উভয়ের (মহাদেবের ও আমার) নিষিক্ত বীজ ধারণ করিতে কেবল মাত্র দুইটী স্ত্রীলোকই পারে,—উমা এবং শম্ভুর জলময়ী মূর্ত্তি।

সুতরাং, ব্রহ্মা যখন স্বয়ং এ সেনানী-সৃষ্টি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তখন উমা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 'জলময়ী মূর্ত্তি' মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির অন্যতম।

৬১। "শিতিকণ্ঠের আত্মজই তোমাদের সেনাপতিত্ব

পাইয়া স্বীয় বীর্য্য-বিভূতি দ্বারা সুরবন্দীদিগের বেণীমোচন করিবে।"

"সুরবন্দীদিগের বেণীমোচন" দ্বারা তারকাসুর-বধ সূচিত।

৬২। বিশ্বযোনি (ব্রহ্মা) দেবগণকে এইরূপ কহিয়া তিরোধান করিলেন। দেবগণও মনে-মনে কর্ত্তব্য-নিশ্চয় করিয়া স্বর্গ-ধামে প্রত্যাগত হইলেন।

৬৩। (তখন), ইন্দ্রদেব, হরচিত্তাকর্ষণ-কার্য্যে কন্দর্পই সাধক হইবেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া, ত্বরায় কার্য্য-সিদ্ধির জন্য দ্বিগুণিত-বেগ-সম্পন্ন মনে কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন।

একেই "মনের গতি" দ্রুততায় চির-প্রসিদ্ধ; তাহার উপর "দ্বিগুণিত-বেগ" সম্পন্ন বলায় অতিশয় দ্রুতগতি সূচিত।

"স্মরণ" অর্থাৎ মনে মনে আহ্বান।

৬৪। তখন, পুষ্প-ধনু কামদেব, রতি-বলয়-চিহ্নাঙ্কিত স্কন্ধে ললিতাঙ্গনাদিগের ভ্রু-লতার ন্যায় চারু-কোটী-সম্পন্ন ধনুকখানি স্থাপিত করিয়া, এবং সহচর বসন্তের হস্তে চুতাঙ্কুর অস্ত্রটি ন্যস্ত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্র-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্প শৃঙ্গার-বীর; সুতরাং বীরোপযোগী উপকরণ—ধনুর্ব্বাণের উল্লেখ সার্থক। 'চুতাঙ্কুর' মদনের পঞ্চ ফুলবাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণ। (মদনের পঞ্চবাণ—১-৩১ শ্লোকের টীকা দেখ)

"ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার" নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

১। (তখন), ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুঃ দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া, এককালে কন্দর্পের উপরে পতিত হইল।—আশ্রিতের প্রতি প্রভুর আদর প্রয়োজনাপেক্ষা-হেতু প্রায়ই চঞ্চল হইয়া থাকে।

যাহার দ্বারা যখন কোন কার্য্য করাইয়া লইতে হইবে, প্রভুর আদর তখন তাহার প্রতিই সমধিক হইয়া থাকে।

২। বাসব, কামদেবকে তাঁহার সিংহাসনের সন্নিকটে স্থান দান করিয়া, "এই খানে বস" বলিলে, কামদেব অবনত-মস্তকে প্রভুর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, গোপনে তাঁহাকে এই প্রকার বলিতে উপক্রম করিলেন :—

৩। "হে লোকগুণজ্ঞ! ত্রিলোকে আপনার জন্য কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমাকে স্মরণ করিয়া, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন কোন কার্য্যের আজ্ঞা-প্রদানে ঐ অনুগ্রহকে সংবর্দ্ধিত করুন, ইহাই আমি ইচ্ছা করিতেছি।—

৪। "কে আপনার ইন্দ্রত্ব-পদের আকাঙ্ক্ষায় সুদীর্ঘ তপস্যা দ্বারা আপনার ঈর্ষা জন্মাইয়াছে, বলুন?—এখনই আমার এই ধনুঃতে বাণ সংযোজিত করিয়া তাহাকে ইহার বশবর্ত্তী করি।—

মদন-বাণে বিদ্ধ হইলেই তপোভঙ্গ হইবে, তপোভঙ্গ হইলেই ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তির আশা সুদূর-পরাহত; আর, তাহা হইলেই ইন্দ্র নিষ্কণ্টক।

৫। "আপনার অসম্মতিতে কে পুনরুৎপত্তি-ক্লেশ-ভয়ে মুক্তি-মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বলুন?—তাহাকে এখনই সুন্দরী-দিগের ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষের দ্বারা (সংসারের ভোগ-সুখে) চিরকালের জন্য বদ্ধ করিয়া রাখি।—

এখানে উদ্যোগ-শালীকে কর্ম্ম-ভার প্রদানের ভাব অন্তর্নিহিত।

৬। "কে আপনার শত্রু, বলুন?—সে ব্যক্তি শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক নীতি-শাস্ত্র অধ্যাপিত হইয়া থাকিলেও, আমি তাহার প্রতি বিষয়াভিলাষ-রূপ দূত নিযুক্ত করিয়া, তাহার ধর্ম্ম ও অর্থকে—প্রবৃদ্ধ প্রবাহ যেমন নদীর তটদ্বয়কে পীড়ন করে,—সেইরূপ পীড়ন করি।

এখানে দুঃসাধ্য-সাধনে মদনের সক্ষমতা সুব্যক্ত; কারণ, নীতি-শাস্ত্রবেত্তা শুক্রাচার্য্যের শিষ্যগণকে ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে ধর্ষণ করা একান্তই দুরূহ।

৭। "কোন্ দৃঢ়-পাতিব্রতা-ধর্ম্মাবলম্বিনী রমণীর সৌন্দর্য্য আপনার লোলচিত্ত অধিকার করিয়াছে? যদি ইচ্ছা করেন যে, সেই রমণী লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং আসিয়া আপনার কণ্ঠে তাহার বাহু সংলগ্ন করে, তাহাও বলুন।—

এখানে ইন্দ্রের পরদারিকত্বের প্রতি কবির তীব্র কটাক্ষ লক্ষ্য। এই 'লোল-চিত্ত' ইন্দ্রই ছলনা করিয়া অহল্যা-গমন করিয়াছিলেন!

পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোক দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেই মদনের অধিকার ও অসাধ্য-সাধন-ক্ষমতা সূচিত।

৮। "হে কাম-পীড়িত! সুরতাপরাধ-হেতু কুপিতা, এমন কোন্ রমণীর পদানত হইয়াও আপনি তৎকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছেন, বলুন?—আমি তাহার দেহকে গাঢ় অনুতাপে দগ্ধ করিয়া প্রবাল-শয্যায় শরণ লওয়াই।—

"প্রবাল-শয্যা" অর্থাৎ নব-পল্লব-শয্যা; শীতলতা-হেতু তাপিত দেহের শরণোপযোগী। এইজন্যই কাব্যাদিতে নব পল্লব-শয্যা বিরহ-সন্তাপিতাদিগের আশ্রয়-স্থান।

৯। "হে বীর! আপনি প্রসন্ন হউন; আপনার বজ্রও বিশ্রাম করুক। দৈত্য-দানবাদির মধ্যে যে-কোন জন সুরারি, আমার এই পুষ্প-বাণের আঘাতে তাহার বাহুবীর্য্য বিফল করিয়া তাহাকে এমন (নিস্তেজঃ ও কাপুরুষ) করিব যে, সে কোপস্ফুরিতাধরা স্ত্রীলোক দেখিয়াও ভীত হইবে!—

"প্রসন্ন হউন" অর্থাৎ নির্ভাবনা হউন।

"বজ্রও বিশ্রাম করুক"—ইহা দ্বারা কুসুম-বাণের অত্যধিক-ক্ষমত মদন-মুখে অতি-দর্পে প্রকাশিত।

১০। "অধিক কি বলিব?—(আপনার প্রসাদে) এই কুসুমাস্ত্র (পুষ্প-বাণ) মাত্র সম্বল করিয়াই, এবং আমার এক-মাত্র সহায় মধুকে সঙ্গে লইয়াই, আমি পিনাক-পাণি হরেরও

ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটাইতে পারি;—অন্য ধনুর্দ্ধরেরা আমার কাছে কে?

কে?—(তুচ্ছ-বাচক)।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকে এবং এখানেও মদনের গর্ব্বোক্তিগুলির মধ্যে ব্যঙ্গার্থে দেবেন্দ্রের প্রতি বেশ-একটু তীব্র কটাক্ষ লক্ষিত হয়। ৭ম শ্লোকে মল্লিনাথ তাহা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন—"এতাচ্চন্দ্রস্য পরদারিকত্বা-ত্মকম্"। তারপরে, ৮ম শ্লোকে মদনের মুখে দেবেন্দ্রকে সম্বোধন—"কামিন্" এবং ৯ম শ্লোকে—"প্রসাদ বিশ্রামাতু বীর! বজ্রম্"—এই দুই স্থলেও আমার মনে হয়, দেবেন্দ্রের প্রতি সুস্পষ্ট বক্রোক্তি। সেইরূপ এই ১০ম শ্লোকেও—"তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি-সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা।"—এই উক্তির মধ্যেও, আমার মনে হয়, ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্রের এবং অগণ্য দেব-সেনার প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ, গূঢ় ব্যঙ্গোক্তি বর্ত্তমান্। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যঙ্গোক্তি কাব্যাংশে বড়ই উপভোগ্য। অবশেষে, গর্ব্বোক্তির মুখে "আমি পিনাক-পাণি হরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি-সাধনে সক্ষম"—এই কথায়, পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রের অভীপ্সিত প্রস্তাব যেন মদনের মুখ দিয়াই আসিয়া পড়িল! ইহাও উৎকৃষ্ট কাব্য-কলার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত।

১১। মদন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র স্বীয় উরুদেশ হইতে একখানি চরণ নামাইয়া, তদ্দ্বারা পাদপীঠকে সম্মানিত করিলেন; এবং সঙ্কল্পিত (হরচিত্তাকর্ষণ) বিষয়ে মদনের নিজমুখে তাঁহার শক্তি প্রকটিত হইল বুঝিয়া, মদনকে কহিলেন—

১২। "হে সখে! (তোমার ক্ষমতার কথা যাহা বলিলে) সে-সবই তোমাতে সম্ভব। আমার দুই অস্ত্র—বজ্র আর তুমি;

(তাহার মধ্যে) বজ্র, তপোবলে বলীয়ান্ মহত্তের প্রতি কুণ্ঠিত-গতি ; কিন্তু তুমি সর্ব্বত্রগামী ও সকলের উপরেই কার্য্যকর।—

তাপসেরাও মদনের প্রভাবে অভিভূত হইয়া থাকেন।

১৩। "আমি তোমার বল অবগত আছি ; সেইজন্যই তোমাকে আমি নিজের মত জ্ঞান করিয়া, এই গুরু-কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি। শেষ-সর্পের ভূ-ভার-ধারণ-ক্ষমতা জানিয়াই কৃষ্ণ তাহাকে তাঁহার দেহ-বহনে আদেশ করেন।—

বিষ্ণু অনন্ত-শয্যা-শায়ী।

১৪। "মহাদেবের প্রতিও তোমার বাণ কার্য্যকর, যাহা বলিলে, তাহাতেই তোমা-দ্বারা আমাদের কার্য্য অঙ্গীকৃত-প্রায় হইয়াছে ; যেহেতু, প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক উদ্বেজিত যজ্ঞাংশভোজী দেবগণের ঈপ্সিত কার্য্যও তাহাই।—

মদন-বাণে হরধ্যান-ভঙ্গ করাই দেবগণের এখন ঈপ্সিত।

১৫। "ঐ (বিপন্ন) দেবগণ শত্রুজয়ার্থ মহাদেবের বীর্য্যোদ্ভব এক সেনানী পাইতে ইচ্ছা করেন। কৃতমন্ত্রন্যাস, ব্রহ্মধ্যান-তৎপর সেই মহাদেব তোমার একটী-মাত্র বাণ-নিক্ষেপেই ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন।—

এখানে কার্য্যের স্বরূপ ও তাহাতে মদনের সাধকত্ব স্পষ্টীকৃত হইল।

১৬। "এখন তুমি সেই যতাত্মা মহাদেবের সেবা-রতা হিমাদ্রিসুতাকে তৎপ্রতি আকৃষ্টা করিতে যত্ন কর। স্ত্রীলোকের

মধ্যে (কেবল একমাত্র) সেই সুদক্ষা পার্ব্বতীই মহাদেবের বীর্য্য-নিষেকের (উপযুক্ত) ক্ষেত্র, ইহা ব্রহ্মা উপদেশ করিয়াছেন।—

দ্বিতীয় সর্গে ৬০ম শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি দেখ।

১৭। "পিতৃ-নিয়োগে পার্ব্বতী এখন হিমাদ্রি-শিখরে তপোনিরত স্থাণুর সেবা করিতেছেন, ইহাই আমার গূঢ়চর অপ্সরাদিগের মুখে আমি শুনিয়াছি।—

১৮। "অতএব, (হে সখে!) কার্য্যসিদ্ধার্থ গমন কর এবং এই দেব-কার্য্যটী (সম্পন্ন) কর। হর-ধ্যান-ভঙ্গ-রূপ এই প্রয়োজনটী পার্ব্বতী-সন্নিধান-রূপ কারণান্তর-সাধ্য। বীজাঙ্কুর যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে জলের অপেক্ষা করে, এই প্রয়োজনটীও সেইরূপ তোমার সহায়তা-রূপ কারণের অপেক্ষা করিতেছে।—

১৯। "দেবগণের বিজয়োপায়-স্বরূপ সেই (ধ্যানরত) মহাদেবের প্রতি অস্ত্র-চালনা (বাণ-নিক্ষেপ দ্বারা তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ করা) কেবল তোমারই সাধ্যায়ত্ত,—অন্য কাহারই নহে; অতএব তুমিই কৃতী! অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম অপ্রসিদ্ধ হইলেও তৎ-কর্ত্তার যশের কারণ হইয়া থাকে।—

এ কার্য্যটী অনন্য-সাধারণ অর্থাৎ অসাধারণ ত বটেই; পরন্তু ইহা প্রসিদ্ধ কার্য্যও বটে; কারণ, ইহা দেব-কার্য্য। এই উভয় গুণে এই কার্য্যটী মদনের পক্ষে অতি-যশস্কর।

২০। "এই সকল দেবগণ তোমার কাছে প্রার্থী ; কার্য্যটীও ত্রিভুবনের হিতার্থ ; এবং করিতে হইবে তোমার (পুষ্প-) ধনুঃ দ্বারা ;—সুতরাং কর্ম্মটী অতি হিংস্রও নহে !—অহো ! তোমার বীরত্ব স্পৃহনীয় !—

২১। "হে মন্মথ ! আর-ঐ বসন্ত, উনি ত তোমারই সহচর ; সুতরাং উঁহাকে পৃথক করিয়া না বলিলেও, উনি তোমার সহায় হইবেন ;—সমীরণকে কে আদেশ করে যে, তুমি হুতাশনের সহায় হও ?"

বায়ু যেমন অগ্নির স্বভাব-সিদ্ধ সহায়, বসন্তও তেমনই মদনের ; সুতরাং আদেশ-অনুরোধের প্রয়োজনাভাব।

২২। মদন তখন "যে আজ্ঞা" বলিয়া, প্রসাদ-দত্ত মালার ন্যায়, প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া গমন করিলেন। ইন্দ্রও তাঁহার ঐরাবত তাড়ন-কর্কশ হস্তে মদনের অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

অবনত-শিরে আজ্ঞা অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া, আজ্ঞা "শিরে ধারণ" "শিরোধার্য্য" ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। "অঙ্গ-স্পর্শ"—(উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ)।

২৩। দেহপাত করিয়াও যেন কার্য্য-সিদ্ধি হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিতে-করিতে, হিমালয়ের যে-স্থলে স্থাণু তপস্যা করিতেছিলেন, মদন প্রিয়সখা বসন্ত ও ভার্য্যা রতির সহিত সশঙ্কচিত্তে সেই রুদ্রাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

যোগ-নিরত রুদ্রদেবের যোগভঙ্গ করা অতিশয় বিপজ্জনক, ইহা ভাবিয়া রতি 'সশঙ্ক'। রতি-হৃদয়ে ভাবী অমঙ্গলের যেন একটা ছায়াপাত হইয়াছিল। "Coming events cast their shadows before"—এই স্বাভাবিকতা কাব্যাংশেও সুন্দর উপভোগ্য।

২৪। (তখন) সংযমী মুনিদিগের তপঃ-সমাধির বিরোধী বসন্ত, মদনের অভিমানভূত নিজের (মনোহর) স্ব-রূপ বিকাশ করিয়া, সেই রুদ্রাশ্রমে প্রাদুর্ভূত হইল।—

সেই রুদ্র-শিখরে তপোবিঘ্নকর বসন্ত-ঋতুর লক্ষণ-সকল বিকশিত হইয়া উঠিল।

২৫। উষ্ণ-রশ্মি (সূর্য্য) দক্ষিণায়ন-কাল উল্লঙ্ঘন করিয়া কুবেরাধিকৃতা উত্তরদিকে (উত্তরায়ণে) প্রবৃত্ত হইলে, দক্ষিণ দিকের মুখ দিয়া দুঃখশ্বাসের মত বায়ু বহিতে লাগিল।—

সংস্কৃতে "দিক্" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এই অবলম্বন করিয়া এখানে একটী সুন্দর নায়ক-নায়িকা-ভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান্। সূর্য্য যেন উষ্ণ-প্রকৃতিক নায়ক; তিনি দক্ষিণায়নকাল অর্থাৎ সঙ্গম-কাল উল্লঙ্ঘন করিয়া, কুবেরাধিকৃতা অর্থাৎ কোন এক কুৎসিত পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিতা রমণীতে প্রবৃত্তা হইলে, দক্ষিণা অর্থাৎ দাক্ষিণ্যবতী, স্ব-নায়িকা দুঃখে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ফলিতার্থ—দক্ষিণায়ন-কাল উল্লঙ্ঘন করিয়া সহসা সূর্য্যের উত্তরায়ণ-কাল সমুপস্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে মৃদু মলয়ানিল বহিতে লাগিল।

২৬। সুন্দরীদের বাদ্যমান-নূপুর-ভূষিত পদের আঘাত অপেক্ষা না করিয়াই, অশোক-বৃক্ষ, মূল হইতে আরম্ভ করিয়া

(অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) সপল্লব কুসুম-স্তবকে শোভিত হইয়া উঠিল।—

সংস্কৃত-সাহিত্যে কবি-প্রসিদ্ধি এই যে, যুবতী স্ত্রীলোকের পদাঘাত না পাইলে অশোকের কুসুমোদ্গম হয় না। আজ অকস্মাৎ বসন্ত প্রাদুর্ভাবে আপনাপনিই অশোক-বৃক্ষ পুষ্পিত হইল—যুবতীর পদাঘাতের অপেক্ষা রহিল না।

২৭। পল্লবাঙ্কুর-রূপ চারুপক্ষ-বিশিষ্ট নব-চূত-কুসুম-বাণ নির্ম্মাণ করিয়া, মধু তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে স্বীয় প্রভু মদনের নামাক্ষর-স্বরূপ ভ্রমর-পংক্তি বসাইয়া দিলেন।—

এখানে বসন্ত যেন পুষ্প-ধনুঃ মদনের ইষুকার; প্রভুর জন্য চূতবাণ প্রস্তুত করিলেন; পল্লবাঙ্কুর ঐ বাণের পক্ষ। বাণ-নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে, মধু তখনি উহার উপরে ভ্রমর-পংক্তি বসাইয়া যেন প্রভুর নামাঙ্কিত করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণবর্ণত্ব-হেতু অক্ষরের সহিত ভ্রমরের সাদৃশ্য। অক্ষর-মালার ন্যায় ভ্রমর-পংক্তি দ্বারা যেন নামাঙ্কিত হইল।

২৮। বর্ণোৎকর্ষ থাকিলেও, কর্ণিকার-কুসুম নির্গন্ধতা-প্রযুক্ত চিত্তের পরিতাপোৎপাদন করিতে লাগিল। গুণগ্রামের সাকল্য-সম্পাদনে (একাধারে সকল গুণের সমাবেশ সম্বন্ধে) বিধাতার প্রবৃত্তি প্রায়ই পরাঙ্মুখী।—

জগতে সকল উত্তম বস্তুই কিছু-না-কিছু দোষাশ্রিত, যথা—সুধাকর চন্দ্রে কলঙ্ক। এখানেও সেইরূপ,—কর্ণিকার দেখিতে সুশ্রী হইলেও গন্ধহীন।

২৯। অবিকশিতাবস্থা-(মুকুলা-বস্থা)-হেতু বালেন্দুর ন্যায় বক্রভাবাপন্ন, অতি-লোহিত পলাশ-কুঁড়িগুলি, ঠিক যেন বসন্তের সহিত সদ্য-সঙ্গতা বনস্থলী-রূপ স্ত্রীগণের দেহে সদ্যোদত্ত নখ-ক্ষতের মত দেখাইতে লাগিল !—

'সদ্যোদত্ত' বলিয়াই নখ-ক্ষত গুলি 'অতি-লোহিত'।

৩০। বসন্ত-লক্ষ্মী, সংলগ্ন-ভ্রমর-রূপ কজ্জল-রচনা দ্বারা চিত্রবর্ণ তিলক মুখোপরে প্রকাশ করিয়া, বালারুণ-সুন্দর লাক্ষা-রাগে চূতপ্রবাল-রূপ ওষ্ঠের শোভা সম্পাদন করিলেন।—

তিলক = পুষ্প বিশেষ। প্রবাল = নব পল্লব।

৩১। মদোদ্ধত মৃগগণ, পিয়ালদ্রুম-মঞ্জরীর (উড্ডীয়মান) পরাগ-কণায় চারিদিক্ দেখিতে না পাইয়া, জীর্ণ-পত্র-পতন-হেতু মর্ম্মর-শব্দ-সমাকুল বনস্থলীতে অনিলাভিমুখে চলিতে লাগিল।—

"মদোদ্ধত মৃগ", "পিয়াল-দ্রুম-মঞ্জরীর পরাগ", "জীর্ণ-পত্র-পতন-হেতু মর্ম্মর শব্দ"—এ সকলই বসন্ত-ব্যঞ্জক স্বভাবোক্তি।

৩২। চূতাঙ্কুরাস্বাদে মধুর-কণ্ঠ পুংস্কোকিলের কূজন যেন মনস্বিনীদিগের মান-ভঞ্জন-দক্ষ মদনেরই বচন-স্বরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল !—

কোকিলের 'কুহু'-রবের দ্বারা মদনই যেন স্বয়ং মনস্বিনীদিগকে বলিতে লাগিলেন—"মান ত্যজ" অর্থাৎ কোকিলের রবে - যেন মদনেরই কথায়— মানিনীগণ মান ত্যাগ করিতে লাগিলেন। বসন্ত-সমাগমে মানিনীদিগের মান স্বতঃই দূরে যায়, ইহাই নিগূঢ় মর্ম্ম।

৩৩। হিমাপগমে বিশদাধরা ও পাণ্ডুবর্ণ-মুখচ্ছবি কিন্নরাঙ্গনাদের চন্দন-চর্চ্চিত পত্র-রচনা-সকলের মধ্যে স্বেদোদ্গম দেখা দিল।—

হিম-ভয়ে কিন্নরীগণ অধরে মধুচ্ছিষ্ট-প্রদান করিতেন; অতএব এক্ষণ হিমাপগমে তদভাবে তাঁহারা "বিশদাধরা"।

শী..ভাবে কুঙ্কুম-পরিহার হেতু তাঁহাদের মুখচ্ছবি "পাণ্ডুবর্ণ"।

স্ত্রীলোকেরা নিজ-নিজ দেহে যে সকল পত্রাকার চিত্র অঙ্কিত করিতেন, উহারই নাম "পত্র-বিশেষক" বা "পত্র-রচনা"।

৩৪। সেই স্থাণু-বনস্থ তপস্বীগণ অকস্মাৎ তথায় অকাল-বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অতি-যত্নে মনোবিকার দমন এবং অতি-কষ্টে স্বীয়-স্বীয় মনকে স্ববশে রাখিতে সক্ষম হইলেন।—

৩৫। পুষ্প-ধনুঃতে জ্যা সংলগ্ন করিয়া, রতি-সঙ্গে, মদন যখন ঐ স্থাণু-বনে উপস্থিত হইলেন, তখন স্থাবর-জঙ্গম-মিথুনগণ অত্যুৎকর্ষ-প্রাপ্ত, স্নেহ-রস-সম্পৃক্ত শৃঙ্গার-ভাব কার্য্যতঃ প্রকাশ করিতে লাগিল।—

সর্ব্ববিধ প্রাণী-মধ্যে বসন্তকালোচিত শৃঙ্গার-চেষ্টা লক্ষিত হইতে লাগিল।

"পুষ্প-ধনুঃতে জ্যা সংলগ্ন করিয়া" অর্থাৎ কার্য্যোদ্যত হইয়া।

৩৬। কুসুম-রূপ একই পাত্রে স্বীয় প্রিয়া ভ্রমরী মধুপান করিলে পরে, ভ্রমর তদনুবর্ত্তী হইয়া প্রিয়ার পীতাবশেষ পান

করিতে লাগিল ; এবং কৃষ্ণসার মৃগ, তদীয় স্পর্শ-সুখে নিমীলিতাক্ষি মৃগীকে শৃঙ্গ দ্বারা কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল।—

৩৭। করিণী প্রেমবশে পঙ্কজরেণু-গন্ধি জল নিজমুখভান্তর হইতে (উদগীর্ণ করিয়া) করীকে দিতে লাগিল ; আর চক্রবাক্ অর্দ্ধভুক্ত মৃণাল দিয়া চক্রবাকীকে আদর দেখাইতে লাগিল।—

৩৮। কিন্নর যখন প্রিয়া-সঙ্গে গান করিতে লাগিলেন, তখন শ্রম-বারিতে প্রিয়া-মুখের তিলক-রচনা কিঞ্চিৎ বিশ্লেষিত হইয়া গেলেও, পুষ্পাসব-পান-হেতু ঘূর্ণিত নেত্রে প্রিয়ার মুখমণ্ডল শোভা পাইতে লাগিল ; কিম্পুরুষ গীতান্তরে প্রিয়ার ঐ শোভন মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।—

'শ্রম-বারি', 'তিলক-রচনা', 'পুষ্পাসব'—এ সকলই বসন্তকাল-বাচক।

৩৯। (জঙ্গম প্রাণীদিগের ত কথাই নাই, এমন-কি স্থাবর প্রাণী) তরুগণও তাহাদের অবনমিত শাখা-ভুজ দ্বারা পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবক-স্তনী ও নবোদ্গত-পল্লবোষ্ঠ-মনোহরা লতা-বধূদিগের নিকট আলিঙ্গন পাইতে লাগিল।

এখানে লতা-বধূদিগের স্তন ও ওষ্ঠের উল্লেখে আলিঙ্গনের পূর্ণাঙ্গতা ব্যক্ত বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্‌গণ সচেতন অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-সমন্বিত অন্তঃসংজ্ঞা-বিশিষ্ট ; সুতরাং ইহারাও জঙ্গম প্রাণীদের ন্যায় মদনাধিকার-ভুক্ত !

৪০। সেই বসন্তাবির্ভাব-কালে মহাদেব অপ্সরাদিগের গান শুনিয়াও আত্মানুসন্ধানপর রহিলেন; কারণ, যাঁহাদের চিত্ত বশে থাকে, এইরূপ বহির্বিঘ্ন-সকল তাহাদের সমাধি-ভঙ্গ-করিতে কখনই সমর্থ হয় না!

৪১। এইরূপ বসন্ত-সমাগম হইলে, নন্দী লতা-গৃহ-দ্বারে (দাঁড়াইয়া), বাম হস্তে হেম-বেত্র ধারণ করিয়া, এবং মুখে (দক্ষিণ হস্তের) তর্জ্জনী অর্পণ করিয়া, সঙ্কেতে প্রমথগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"সাবধান! যেন চপল হইও না"।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মুখোপরে অর্পণ নিষেধ-ব্যঞ্জক।

৪২। নন্দীর শাসনে (তখন) সেই সমগ্র কাননের (সেই কাননস্থ সর্ব্ববিধ জীবের) কার্য্যোদ্যম যেন চিত্রার্পিতবৎ অবস্থিত হইয়া রহিল;—বৃক্ষ সকল নিষ্কম্প, ভৃঙ্গগণ নিশ্চল, পক্ষী-সরীসৃপাদি নিঃশব্দ, ও মৃগগণ নিবৃত্ত-গতি!

এখানে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ সকল প্রকার জীবই উল্লিখিত। মলয়-বায়ুর অভাবে বৃক্ষগণের পল্লব স্থির; কুসুমাভাবে ভৃঙ্গগণ নিশ্চল; বসন্ত-সুলভ প্রেরণাভাবে পক্ষি-সরীসৃপাদি নীরব এবং ঐ কারণেই মৃগগণ-ভাবে অবস্থিত।

৪৩। যুদ্ধযাত্রাকালে যেমন শুক্র-সম্মুখীন দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কামদেব তেমনই নন্দীর দৃষ্টিপাত (দৃষ্টি-

অধিকৃত দেশ) পরিহার করিয়া পার্শ্ব-দেশস্থ যে-স্থান পরস্পর-বিজড়িত-শাখ-নমেরুবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, ভূতপতির সেই সমাধিস্থানে প্রবেশ করিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে কথিত আছে—"প্রতিশুক্রং প্রতিবুধং প্রত্যঙ্গারকমেবচ। যদি শুক্র-সমো রাজা হতসৈন্যো নিবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ শুক্র, বুধ ও শনি সম্মুখে করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে, যদি-বা-কেহ তিনি শুক্রসম রাজা, তবু তাঁহাকে হতসৈন্য হইয়া ফিরিতে হয়।

৪৪। আসন্ন-মৃত্যু মদন দেখিলেন যে, ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্তৃত, দেবদারু-দ্রুম-নির্ম্মিত বেদীর উপরে ত্র্যম্বক সমাধিনিষ্ঠ হইয়া আসীন রহিয়াছেন।—.

৪৫। বীরাসনাসীন, মহাদেবের উত্তরার্দ্ধ-দেহ স্থির, আয়ত ঋজু, স্কন্ধদ্বয় সন্নমিত, এবং অঙ্কমধ্যে সন্নিবেশিত ঊর্দ্ধতল হস্তদ্বয় প্রফুল্ল-রাজীববৎ শোভা পাইতেছে!—

গীতায় অধ্যাত্ম-যোগাধ্যায়ে যোগাসন-সম্বন্ধে আছে:—"সমং কায়শিরো গ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।"—(৬-১৩)

৪৬। তাঁহার জটাকলাপ ভুজঙ্গমের সহিত উদ্বদ্ধ; অক্ষমালা কর্ণাবলম্বী, সুতরাং দ্বিরাবৃত্ত; এবং অঙ্গাচ্ছাদন গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণমৃগাজিন;—তাহা আবার কণ্ঠের (নীল) প্রভার সহিত মিলিয়া অতি গাঢ় নীল দেখাইতেছিল।

৪৭। তাঁহার উগ্রতারা-বিশিষ্ট নেত্রত্রয় ঈষৎ-প্রকাশিত ও নিশ্চল, ভ্রুবিক্ষেপে আসক্তি-রহিত, নিস্পন্দ-পক্ষমালাযুক্ত এবং অধোমুখী দৃষ্টিতে নাসাগ্রনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।—

"সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।" (ঐ)

৪৮। তিনি অন্তশ্চর (প্রাণ) বায়ুগণের নিরোধ-হেতু অনারব্ধ-বর্ষ মেঘের ন্যায়, অপান-বায়ুর নিরোধ-হেতু অনুত্তরঙ্গ হ্রদের ন্যায়, এবং শেষ-বায়ুর নিরোধ-হেতু নির্ব্বাত স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন।—

যোগদর্শনে সূত্র "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ"। গীতায় সমাহিত-চিত্ত যোগীর উপমা দেওয়া হইয়াছে—"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে" অর্থাৎ যেমন বাতশূন্য স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপ। (গীতা—৬-১৯)

৪৯। তাঁহার ব্রহ্ম-করোটিস্থ নেত্র-বিবর-মুখে যে সূক্ষ্ম কপালাগ্নি উত্থিত হইতেছিল, তাহার কিরণাঙ্কুর, মৃণাল-সূত্রাধিক সুকুমার (তদীয় শিরঃস্থ) বালেন্দুর শ্রীরও গ্লানিজনক!

মহাদেবের ব্রহ্মরন্ধ্রোত্থিত কিরণের সূক্ষ্ম ছটা, সৌকুমার্য্যে তদীয় শিরঃস্থ চন্দ্রকলার শ্রীকেও পরাস্ত করিয়াছিল।

৫০। তিনি মনোবৃত্তিগণকে নবদ্বার হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া, এবং সমাধি দ্বারা বশীভূত মনকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেরা যাহাকে অবিনাশী কহেন,—সেই আত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে অবলোকন করিতেছিলেন।

৫১। (যাঁহাকে কার্য্যতঃ অভিভূত করা দূরে থাকুক) মনেও যাঁহাকে অভিভূত করা সম্ভব বলিয়া ভাবা যায় না, (সেই যোগ-মূর্ত্তিধারী) মহাদেবকে নিকটে দেখিয়া মদন এমন ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে শর ও চাপ স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেও মদন তাহা জানিতেই পারেন নাই।

মহাদেবের সেই বিরাট সমাধি-মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয়ে মদন শ্লথ-হস্ত ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৫২। এমন সময়ে মদন, সখিগণ-সঙ্গে পর্ব্বত-রাজ-কন্যা পার্ব্বতীকে যাইতে দেখিলেন; ইঁহার দেহ-সৌন্দর্য্যের প্রভাবে মদনের নির্ব্বাণ-প্রায় তেজঃ যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল।

ইহা উমা-রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক। মহাদেবের যোগ-মূর্ত্তি দেখিয়া মদন হতাশ হইয়াছিলেন; এমন সময়ে পার্ব্বতীর অপরূপ রূপ মদনের মনে যেন আশার সঞ্চার করিয়া দিল, অর্থাৎ মদন মহাদেবকে দেখিয়া তাহার যোগভঙ্গ করা একেবারেই অসম্ভব ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় পার্ব্বতীকে দেখিয়া তাঁহার সাহস হইল,—মদন ভাবিলেন যে, এমন রূপের সাহায্যে মহাদেবের যোগ-ভঙ্গ সাধ্য হইলেও হইতে পারে।

৫৩। পার্ব্বতী বসন্তপুষ্পাভরণে ভূষিতা ছিলেন;—তাঁহার অশোকাভরণের শোভা এমন যে, পদ্মরাগ মণিকেও যেন তিরস্কার করে;—তাঁহার কর্ণিকারালঙ্কারে সুবর্ণের বর্ণ আহৃত;—এবং তাঁহার পুষ্পালঙ্কার যেন মুক্তাকলাপ!

মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ, এই ত্রিবিধ অলঙ্কারই শ্রেষ্ঠ। বসন্ত-পুষ্পালঙ্কৃতা পার্ব্বতীর অঙ্গে ঐ ত্রিবিধ অলঙ্কারের শোভাই বিরাজমান; অশোকে পদ্মরাগাদিক শোভা, কর্ণিকারে সুবর্ণ-শোভা এবং নির্গুণ্ডী কুসুমের মালায় মুক্তাকলাপের শোভা।

৫৪। পীনস্তনে ঈষৎ-আনমিত দেহ তরুণারুণ-বর্ণের বসনে আচ্ছাদন করিয়া পার্ব্বতী যাইতেছিলেন,—ঠিক যেন পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে আনমিতা, নবপল্লবাচ্ছাদিতা একটী লতাই বুঝি সঞ্চরণ করিতেছিল!—

এখানে পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকে যেন লতার পীন স্তন এবং নব-পল্লব যেন বালাকারুণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ বসন। (৩৯শ শ্লোক দেখ)।

৫৫। পার্ব্বতীর নিতম্বদেশ হইতে বকুল-মালার মেখলা পুনঃ পুনঃ স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, এবং পার্ব্বতী পুনঃ পুনঃ উহা হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিতেছিলেন।—এই বকুল-মালা যেন মদনের পুষ্প-ধনুর দ্বিতীয় জ্যা;—রক্ষাস্থান-বিৎ মদন ন্যাস-স্বরূপ উহা পার্ব্বতীর নিতম্ব-দেশে রাখিয়াছিলেন।—

'রক্ষা-স্থান-বিৎ' মদন জানিতেন যে, তাঁহার পুষ্প-ধনুর জ্যা হইতে পারে এমন বকুল-মালা রাখিবার উপযুক্ত স্থান পার্ব্বতীর নিতম্ব। তাই তিনি উহা "ন্যাস" স্বরূপে ঐখানে রাখিয়াছিলেন। যদি হঠাৎ পুষ্প-ধনুর জ্যা ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে মদন তখন পার্ব্বতীর নিকট হইতে তাঁহার ঐ নিতম্ব-কাঞ্চী-রূপা বকুলমালা ছড়াটী চাহিয়া লইয়া জ্যার কার্য্যে লাগাইবেন, "দ্বিতীয় জ্যা" বলিবার ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য।

৫৬। পার্ব্বতীর নিশ্বাসের সুগন্ধে বৰ্দ্ধিত-তৃষা ভৃঙ্গ তাঁহার বিম্বাধরের সন্নিকটে বিচরণ করিতেছিল; এবং আবেগ-চঞ্চল-দৃষ্টি পার্ব্বতী নীলারবিন্দ দ্বারা উহাকে তাড়াইতেছিলেন।

৫৭। রতিরও লজ্জা উৎপাদন-কারিণী, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পার্ব্বতীকে দেখিয়া পুষ্প-ধনুঃ মদন, জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের প্রতি পুনরায় নিজ কার্য্য সাধনের চেষ্টা করিলেন।

পরম-সুন্দরী পার্ব্বতী বিদ্যমানে জিতেন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ঘটান সম্ভব, ইহাই এখানে 'জিতেন্দ্রিয়' বলার অভিপ্রায়।

ইতিপূর্ব্বে মহাদেবকে দেখিয়া ভয়ে মুহ্যমান্ মদনের শ্লথহস্ত হইতে চাপ ও বাণ পড়িয়া গিয়াছিল; কার্য্য-সিদ্ধির আশা এক-প্রকার নির্ব্বাণই হইয়াছিল। এখন পার্ব্বতীর রূপ দেখিয়া মদনের ভরসা হইল; মদন পুনরায় চাপ ও বাণ গ্রহণ করিলেন,—'পুনরায়' বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

৫৮। উমা যখন তাঁহার ভবিষ্যৎ-পতি শম্ভুর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন শম্ভুও অন্তরে পরমাত্মাখ্য পরম জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া ধ্যানে বিরত হইয়াছিলেন।—

৫৯। তখন তিনি অল্পে-অল্পে নিরুদ্ধ প্রাণ-বায়ু বিমুক্ত করিয়া ভূমির উপরে উপবেশন করিলেন, এবং দৃঢ় বীরাসন শিথিল করিলেন। প্রাণ-বায়ু-মোচন হেতু, হঠাৎ দেহ-ভারের গুরুত্ব-বশতঃ মহাদেবোপবিষ্ট ভূমিভাগের অধঃস্থল ভুজঙ্গাধি-পতি শেষ-নাগ তাহার ফণাগ্র দ্বারা অতি-কষ্টে ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সমাধি-অবস্থায় প্রাণ-বায়ুর নিরোধ-হেতু দেহ লঘু-ভার হইয়া শূন্যে অবস্থিত ছিল। এখন ঐ প্রাণ-বায়ুর মোচনে গুরুভার দেহ অনন্ত-নাগকে পীড়িত করিয়া ভূমিতলে আশ্রয় করিল।

৬০। তখন নন্দী, ভগবান্ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া সেবার্থ শৈল-সুতার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন, এবং ভ্রুক্ষেপের ইঙ্গিতে প্রভুর অনুমতি পাইয়া পার্ব্বতীকে মহাদেব-সমীপে লইয়া গেলেন।

৬১। সেখানে গিয়া পার্ব্বতীর সখিগণ প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বহস্তাবচিত, পল্লবখণ্ড-মিশ্রিত বসন্তপুষ্প-সম্ভার ত্র্যম্বকের পাদ-মূলে বিকীর্ণ করিলেন।

৬২। উমাও মস্তক অবনত করিয়া বৃষধ্বজকে প্রণাম করিলেন; (মস্তক অবনত করাতে) তখন তাঁহার কৃষ্ণালক-মধ্য-ন্যস্ত শোভন নবকর্ণিকার পুষ্প, এবং তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব, স্খলিত হইয়া পড়িল।

৬৩। পার্ব্বতী প্রণাম করিলে পরে, মহাদেব তাঁহাকে "এক-পত্নী-রত পতি প্রাপ্ত হইবে", এই কথা যেন প্রকৃত-তথ্য-জ্ঞাপনের মতই কহিলেন;—জগতে মহাপুরুষের উক্তি কখনও বিপরীত অর্থ পোষণ করে না!

৬৪। বহ্নিপ্রবেশেচ্ছু পতঙ্গবৎ মদন, ইহাই বাণ-নিক্ষেপের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, উমার সমক্ষে হরের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শরাসন-জ্যা মুহুমুহু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জ্যা-আকর্ষণ বাণ-নিক্ষেপের উদ্যোগ-ব্যঞ্জক। মদন প্রস্তুত হইতেছেন।

৬৫। (মহাদেব পার্বতীকে "এক-পত্নী-রত পতি প্রাপ্ত হইবে", ইহা বলিলে) পরে পার্বতী তাঁহার তাম্ররুচি (রক্তবর্ণ) হস্তে মন্দাকিনীর সূর্য্যপক্ক-পদ্মবীজের মালা তপস্বী গিরিশকে সমর্পণ করিলেন।

এইরূপ মালা তপস্বীরই উপযোগী, ইহাই 'তপস্বী' বলার সার্থকতা।

৬৬। ত্রিলোচন ভক্তপ্রিয়ত্ব-হেতু ঐ মালা প্রতিগ্রহ করিবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক এমনই সময়ে পুষ্পধন্বঃ মদন তাঁহার ধনুঃতে "সম্মোহন" নামে অব্যর্থ বাণ সন্ধান করিলেন।

হর-পার্ব্বতীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য দেখিয়া, মদন ধনুঃতে বাণ জুড়িলেন; কিন্তু এখনও ছুঁড়িলেন না।

মদনের পঞ্চ পুষ্পবাণের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ক্রিয়া ও গুণানুসারে পঞ্চবাণের অষ্টবিধ নাম- সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

৬৭। মহাদেবও চন্দ্রোদয়ারম্ভে সমুদ্রবৎ ঈষৎ-ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, বিম্বফলতুল্য-অধরোষ্ঠশোভিত উমা-মুখের দিকে নেত্রপাত করিলেন।

ইহা মহাদেবের রতি-ভাব-ব্যঞ্জক।

৬৮। শৈলসুতাও বিকশমান্-বাল-কদম্ব-তুল্য পুলকিত অঙ্গ দ্বারা রতিভাব প্রকাশ করিয়া, ব্রীড়া-বিভ্রান্ত-নেত্র-শোভিত সুচারুতর মুখখানি ফিরাইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এখানে পার্ব্বতীর রতি-ভাব সূচিত।

৬৯। তখন (স্বীয় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে) ত্রিনেত্র জিতেন্দ্রিয়ত্ব-বলে ইন্দ্রিয়-বিকার দৃঢ়ভাবে নিগ্রহ করণান্তর চিত্ত-বিকারের কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া, সেই স্থানের প্রান্তভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন।

৭০। (তথায়) তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মদন দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টি নিবিষ্ট করিয়া, নতস্কন্ধ হইয়া, বামপদ আকুঞ্চিত করিয়া, এবং তাঁহার চারু পুষ্পধনুঃ চক্রীকৃত করিয়া, বাণ-প্রহারে উদ্যত হইয়া রহিয়াছেন।

৭১। তাহা দেখিয়া তপশ্চারী মহাদেবের কোপ বর্দ্ধিত হইলে, তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে উদ্দীপ্যমান্ জ্বালাময় অগ্নি নির্গত হইল।

৭২। (অমনি) "হে প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ কর, সম্বরণ কর"—এই দৈববাণী আকাশে আসিতে-আসিতে তৎক্ষণে ভবনেত্রোদ্গত সেই অগ্নি মদনকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল।

৭৩। অতি দুঃসহ-অভিভব-সঞ্জাত মোহ রতির (চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিবারণ করতঃ, মুহূর্ত্তকালের জন্য ভর্তৃ-নাশ জানিতে না দিয়া, রতির উপকারই করিয়াছিল!

সহসা এইরূপ অচিন্তিত বিপৎপাতে রতি মূর্চ্ছাগতা হইলেন। যেখানে কষ্ট নিরতিশয় অসহ্য, সেখানে মূর্চ্ছাই শ্রেয়ঃ।

৭৪। বজ্র যেমন বনস্পতি বৃক্ষকে নাশ করে, তপোবিঘ্ন-কারী মদনকে তেমনই আশু ধ্বংস করিয়া, স্ত্রীজন সন্নিধান পরিত্যাগ মানসে, ভূতগণসহ ভূতপতি (তথা হইতে) অন্তর্ধান করিলেন।

স্ত্রীলোক-সন্নিধানই এইরূপ তপোবিঘ্নকর অনর্থের হেতু; অতএব তাহা পরিহর্ত্তব্য।

৭৫। এমন উন্নতশিরঃ (মহৎ) পিতার অভিলাষ ব্যর্থ হইল এবং নিজের এমন সুললিত বপুঃ,—তাহাও নিষ্ফল হইল, ইহা ভাবিয়া, এবং সখিগণের সমক্ষে এই অবমান-ব্যাপার ঘটিল, ইহাতে অতিশয় লজ্জান্বিতা হইয়া, শৈলাত্মজাও শূন্যমনে অতি-কষ্টে ভবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন!

৭৬। তৎক্ষণাৎ হিমবান, রুদ্রকোপভয়ে-নিমীলিতাক্ষী ও অনুকম্পাপাত্রী দুহিতাকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া, দন্তদ্বয়লগ্না পদ্মিনী লইয়া সুরগজ যেমন যায়, তেমনই, গতিবেগে দীর্ঘী-কৃতাঙ্গ হইয়া, পথানুসরণ করিয়া চলিলেন।

"মদন-দহন" নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

১। মোহৈকশরণা, বিবশা সতী কামবধূকে নব-বৈধব্যের অসহ্য বেদনা অনুভব করাইবার জন্য, বিধি তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন।

মোহাবসানে রতি অসহ্য নববৈধব্য-বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। 'নব' বৈধব্যের দুঃসহত্ব সূচিত।

২। মোহান্তে রতি নয়ন উন্মীলন করিয়া (বাস্তব ঘটনা) দেখিতে ব্যগ্র হইলেন ; রতি জানিতেন না যে, প্রিয় মদন একেবারেই তাঁহার অতৃপ্ত চক্ষের অদৃশ্য হইয়াছেন !

'অতৃপ্ত'—লালসা ব্যঞ্জক। মদনকে দেখিয়া রতির চক্ষু কখনই তৃপ্ত হয় নাই,—অর্থাৎ মদনকে রতি যতই দেখিয়াছেন, ততই আরও দেখিতে বাসনা হইয়াছে। কিন্তু, হায় ! আজ মদন রতির ঐ অতৃপ্ত চক্ষুর দর্শনাতীত !

৩। "হে জীবিত-নাথ ! তুমি কি জীবিত আছ ?"—এই বলিয়া রতি উঠিয়া সম্মুখে দেখিলেন যে, ভূমিতলে কেবলমাত্র এক পুরুষাকৃতি হর-কোপানলদগ্ধাবশেষ ভস্ম-রাশি পড়িয়া রহিয়াছে !

পুরুষ নাই ; কেবল ভস্মের পুরুষাকৃতি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

ভস্মময় আকৃতির কিছু-মাত্র ব্যত্যয় হয় নাই ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মহাদেবের কোপাগ্নি-নির্গম ও মদনের মৃত্যুর মধ্যে মুহূর্ত্ত-মাত্র ব্যবধান ছিল না। (instantaneous death)।

৪। এই দেখিয়া রতি পুনরায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ; এবং ভূমিলুণ্ঠন করিতে-করিতে তাঁহার স্তনযুগল ধূসর হইয়া উঠিল। বিক্ষিপ্ত-(আলুথালু)-কেশা রতি তখন সেই বন-ভূমিকে যেন সমদুঃখিনী করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

শোক-বিহ্বলা রতির বক্ষাচ্ছাদন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল ; সেইজন্য ভূমিলুণ্ঠনে তাঁহার স্তনযুগল "ধূসর"।

৫। "হে মদন ! তোমার যে (বর-) বপুঃ কান্তিমত্তায় বিলাসিজনদিগের উপমা-স্থল ছিল, সেই দেহ আজ এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহা দেখিয়াও আমি বিদীর্ণ হইলাম না ;—অহো ! স্ত্রীলোকেরা কি কঠিন !—

৬। "হে প্রিয় ! সেতুবন্ধ ভগ্ন হইলে জলপ্রবাহ যেমন তদধীনজীবিতা নলিনীকে কোথাও নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়, তুমিও তেমনই অকস্মাৎ সৌহার্দ্দ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া ত্বদধীন-জীবিতা আমাকে কোথায় ফেলিয়া চলিয়া গেলে ?—

৭। "হে প্রিয় ! তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কিছু কর নাই ; আমিও কখনও তোমার অপ্রিয় কিছু করি নাই ;—তবে অকারণে, এই বিলাপকারিণী রতিকে কেন দর্শন দিতেছ না ?—

মদন রতির অপ্রিয় কিছু করিয়া থাকিলে, লজ্জায় দর্শন না দেওয়া সম্ভব ছিল ; অথবা রতি মদনের অপ্রিয় কিছু করিয়া থাকিলে, রতিকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে মদনের অদর্শন সম্ভব ছিল ;—কিন্তু এখানে দুয়েরই অভাব।

৮। "(আমি ত কখনই তোমার অপ্রিয় কার্য্য করি নাই; তবে) যখন তুমি ভ্রান্তিবশে অন্য নারীর নাম ধরিয়া আমায় ডাকিতে, তখন আমি রাগভরে আমার মেখলা-রূপ রজ্জু দিয়া তোমায় বন্ধন করিতাম; তুমি কি তাই স্মরণ করিয়া আজ এই অভিমান করিতেছ?—অথবা আমি যখন কর্ণোৎপল দিয়া তোমার মুখে আঘাত করিতাম, তখন সেই উৎপল-চ্যুত কেশরে তোমার চক্ষের দুঃখোৎপাদন করিত: তুমি কি তাই মনে করিয়া আমায় প্রতিফল দিবার জন্য আজ এইরূপ অদৃশ্য রহিয়াছ?—

এমন হঠাৎ মদন মারা গেলেন, ইহা রতির মন কিছুতেই বুঝিতেছে না। তিনি তাঁহার পূর্ব্বকৃত নারীজনোচিত প্রণয়াপরাধ সকল স্মরণ করিয়া ভাবিতেছেন, বুঝি মদন আজ রতির সেই সকল অপরাধের প্রতিফল দিবার জন্যই অভিমানবশতঃ অদৃশ্য হইয়া রতিকে কষ্ট দিতেছেন!

৯। "হে প্রিয়! তুমি বলিতে যে, আমি তোমার হৃদয়-বাসিনী; উহা মিথ্যা ও কেবল ছলনা-কথা মাত্র বলিয়াই মনে হইতেছে; নতুবা আজ তুমি নাই, তবে রতি রহিয়াছে কেন?—

মদনের হৃদয়ই যদি রতির আশ্রয়-স্থল হইত, তাহা হইলে আজ আশ্রয়ের বিলোপে আশ্রিতারও বিলোপ হইত।

১০ "তুমি পরলোকে নব-প্রবাসী থাকিতে-থাকিতেই (অবিলম্বেই) আমি তোমার অনুগমন করিয়া তোমার সহিত মিলিব, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিধাতা জগতের

লোককে বঞ্চিত করিলেন, (ইহাই দুঃখ) ;—কারণ, দেহিজনের সুখ তোমারই অধীন ছিল।—

১১। "হে প্রিয়! রজনীর গাঢ় অন্ধকারাবগুণ্ঠিতা ও মেঘগর্জ্জন-ভীতা অভিসারিণী রমণীদিগকে (তাহাদের অভিলষিত) কামীদিগের গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে, তুমি বিনা আর কে সক্ষম হইবে ?—

অবগুণ্ঠন লজ্জানিবারণার্থ। রজনীর অন্ধকারই অভিসারিণী নারীদিগের অবগুণ্ঠন-স্বরূপ হইয়া যেন তাহাদের লজ্জা নিবারণ করে,—অর্থাৎ রাত্রিতে তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না।

কামান্ধ না হইলে দুঃসাহসের কর্ম্ম কেহ করিতে পারে না। সুতরাং মদনাভাবে দুঃসাহসিকা নারীদিগের অভিসার বন্ধ।

১২। "হে প্রিয়! তোমার অভাবে, ঘূর্ণামান-অরুণনয়না ও পদে-পদে-স্খলিত-বচনা প্রমদাদিগের বারুণী-পানোত্তেজিত কাম এখন কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

মদনাভাবে কাম নিষ্ফল।

১৩। "হে অশরীরি! তুমি চন্দ্রের প্রিয়বন্ধু; সেই জন্য প্রিয়বন্ধুর দেহ এখন কেবল কথামাত্রাবশিষ্ট হওয়ায় চন্দ্র নিজের পূর্ণোদয় নিষ্ফল জানিয়া, কৃষ্ণপক্ষ গত হইলেও অতি-কষ্টে কৃশত্ব ত্যাগ করিতেছেন।—

মদন-বিনাশে চন্দ্র অতি দুঃখে বৃদ্ধি পাইতেছেন! মদনাভাবে পূর্ণচন্দ্রে ফল কি ?—উপভোগই বা করিবে কে ?

১৪। "হরিতারুণ-বর্ণ-বিশিষ্ট, সুচারু-বৃন্ত-শোভিত ও পুংস্কোকিল-রবের মাধুর্য্য-সম্পাদক নবচূত-কুসুম এখন কাহার ধনুকের বাণ হইবে, বল ?—

চূত-চর্ব্বণে পুংস্কোকিলের রব মধুর হয়।—(তৃতীয় সর্গে বসন্ত বর্ণনে দেখ।)

নব-চূতকুসুম পুষ্প-ধনুঃর পঞ্চবাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণ। "সহচর মধুহস্ত চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ" (২—৬৪)

১৫। "যে অলি-পংক্তিকে তুমি অনেকবার নিজের পুষ্প-ধনুঃর গুণ-কার্য্যে নিয়োজিত করিতে, দেখ, এই সেই অলি-পংক্তি আজ সকরুণ-স্বনে গুঞ্জন করিয়া, যেন দুর্ভর-শোক-পীড়িতা আমারই দুঃখে কাঁদিতেছে !—

১৬। "হে প্রিয় ! পুনরায় তোমার সেই মনোহর দেহ ধারণ করিয়া উত্থিত হও এবং মধুরালাপে স্বভাব-সুদক্ষা কোকিলাকে সুরত-দৌত্য-কার্য্য করিতে আজ্ঞা কর।—

মধুরালাপীরই দৌত্য-কার্য্যে অধিকার ও পটুতা। কোকিলা মধুরালাপে স্বভাব-পণ্ডিতা, স্বভাব-সিদ্ধা।

১৭। "হে স্মর ! (তুমি আমার পায়ে) মাথা কুটিয়া যে-সকল আলিঙ্গন যাচ্ঞা করিতে, সেই-সকল নিভৃত-নিষ্পন্ন, সকম্প সুরত স্মরণ করিয়া আমি এখন শান্তি পাইতেছি না।—

১৮। "হে রতিপণ্ডিত ; তুমি স্বহস্তে আমার অঙ্গে যে বসন্ত-কুসুমাভরণ রচনা করিয়াছিলে, তাহা আমার অঙ্গে এখনও

রহিয়াছে (শুকায় নাই); কিন্তু তোমার সেই চারুবপুঃ অদৃশ্য হইল!—

১৯। "আমার চরণের লাক্ষারাগ-পরিকর্ম্ম সমাপ্ত না হইতেই ক্রূর দেবগণ তোমাকে স্মরণ করিয়াছিল; (হে প্রিয়!) এখন এস, আমার এই বামচরণের লাক্ষারাগ রচনা কর।

প্রাণান্তিক কর্ম্মে নিয়োগ করায় দেবগণ 'ক্রূর'।

২০। "হে প্রিয়! স্বর্গে চতুরা সুরকামিনীজন-কর্ত্তৃক তুমি বিলোভিত না-হইতে-হইতেই আমি পতঙ্গ-বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া পুনরায় তোমার অঙ্কাশ্রয়িণী হইব।—

'পতঙ্গবর্ত্ম অবলম্বন করিয়া'—অর্থাৎ অগ্নি-প্রবেশ করিয়া।

পাছে সুরকামিনীগণ মদনের মনোহরণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলে, এই ভয়ে রতির পত্যনুগমনে তিলার্দ্ধ বিলম্ব সহিতেছে না। পতিব্রতা পত্নীর স্ত্রীজন সুলভ ঈর্ষা-ভাব সুন্দররূপেই ব্যক্ত।

২১। "হে রমণ! আমি (এখনই) তোমার অনুগমন করিলেও, মদনের বিচ্ছেদে রতি ক্ষণমাত্রও ত জীবিতা ছিল, আমার এ অপবাদ কিন্তু কোনও কালে ঘুচিবে না।—

২২। "হে প্রিয়! পরলোকগত তোমার (মৃতদেহে চন্দন-লেপনাদি) অন্ত্য-মণ্ডনকার্য্যও আমি করিতে পাইলাম না। জীবনের সহিত তোমার দেহও অতর্কিত-ভাবে একই-সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল!—

জীবন-নাশের সঙ্গে-সঙ্গেই মদনের মৃতদেহও ভস্মাবশিষ্ট; সুতরাং যখন দেহই নাই, তখন আর অন্ত্যমণ্ডন হইবে কিসের?

মৃতদেহের অন্ত্যমণ্ডন করিতে না পাওয়া আত্মীয়ের পক্ষে দুর্ভাগ্য-ব্যঞ্জক!

২৩। "তুমি ক্রোড়ে ধনুঃ স্থাপন করিয়া, ধনুকের বাণ সোজা করিতে-করিতে, তোমার প্রিয়-সখা বসন্তের সঙ্গে হাসিয়া আলাপ করিতে ও তাহার দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, তাহা আমার স্মরণ-পথে আরূঢ় হইতেছে।—

এ সময়ে পূর্ব্ব-সুখস্মৃতি নিদারুণ কষ্ট-দায়ক হইলেও স্বাভাবিক।

২৪। "তোমার পুষ্পধনুঃ-রচয়িতা, তোমার সেই প্রিয়-সখা মধুই বা কোথায়? তবে, তিনিও কি পিনাকীর উগ্র-রোষে পড়িয়া সুহৃদের গতি পাইয়াছেন?"

প্রিয় সুহৃৎ মদনের সঙ্গে বসন্ত কি হরকোপানলে দগ্ধ হইলেন?—রতি ইহাই আশঙ্কা করিতেছেন। ভর্ত্তা ত গিয়াছেনই, আবার ভর্ত্তৃ-সুহৃৎও কি গেলেন? ইহাতে রতির কাতরতা আরও বর্দ্ধিত হইল।

২৫। তখন, বিষাক্ত শরের ন্যায়, রতির এই সকল বচনে মর্ম্মাহত হইয়া, কাতরা রতিকে আশ্বাস দিবার জন্য বসন্ত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

২৬। মধুকে দেখিয়া রতি বক্ষে, প্রবল করাঘাতে স্তনযুগল পীড়ন করিতে-করিতে অত্যধিক রোদন করিতে লাগিলেন;—

আত্মীয়ের সম্মুখে দুঃখের দ্বার যেন (স্বতঃই) উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

২৭। কাতরা রতি মধুকে কহিলেন,—"হে বসন্ত! দেখ, তোমার সুহৃৎ এখন কি হইয়াছেন! তিনিই এই কপোত-পিঙ্গল ভস্মরাশি! (ঐ দেখ), কণা-কণা করিয়া পবন উহা বিকীর্ণ করিতেছে!—

২৮। "হে স্মর! এই বসন্ত তোমাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছেন, এখন একবার দর্শন দাও; দয়িতার প্রতি পুরুষ-দিগের প্রেম অস্থির হইলেও, সুহৃজ্জনের প্রতি তাঁহাদের প্রেম কখনও অস্থির হয় না।—

'বসন্ত উৎসুক হইয়াছেন' বলিলে যদি মদন বসন্তকে দেখা দিতে আসেন!—হায়! কাতর হৃদয় এমনই দুরাশায় মুগ্ধ হইয়া থাকে!

২৯।—"হে মদন! এই বসন্তই তোমার পার্শ্বে থাকিয়া, সুরাসুরসহ সমস্ত জগৎকে তোমার ধনুঃর,—ক্ষীণ মৃণাল-তন্তু যার গুণ এবং সুকোমল কুসুম যার বাণ,—তোমার সেই পুষ্প-ধনুঃর বশে আনিয়াছেন।—

যে বন্ধুর এমন ক্ষমতা যে, মদন স্বয়ং সুকুমার-অস্ত্রমাত্র-সহায় হইলেও যিনি মদনের পার্শ্বে থাকিয়া জগৎকে ঐ সুকুমার অস্ত্রের বশে আনিয়াছেন, মদনের আজ্ঞাকারী করাইয়াছেন, এমন সুদুর্লভ বন্ধুর প্রতি প্রেম কখনই যাবার নয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

৩০। "হে বসন্ত! তোমার সেই সখা পবনাহত দীপের ন্যায় গত হইয়াছেন, আর ফিরিবেন না; এখন আমি কেবল ঐ নির্ব্বাণ দীপের বর্ত্তির ন্যায় পড়িয়া আছি এবং অসহ্য শোকের ধূমোদ্গীরণ করিতেছি, দেখুন!—

"পবনাহত দীপের" উপমায় মদন-দহনের ক্ষিপ্রতা সূচিত।

৩১। "হে সখে! মদনের সঙ্গে আমায় বধ না করিয়া বিধাতা বধ-কার্য্য কেবল অর্দ্ধেক-সম্পন্ন করিয়াছেন মাত্র;—কারণ, সুদৃঢ় আশ্রয়-বৃক্ষ গজ-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইলে, তদাশ্রিতা লতাও তখনই পড়িয়া যায়।—

এখনও যখন রতি বাঁচিয়া আছে, তখন বিধাতার মদন-বধ-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই,—অর্দ্ধেক হইয়াছে মাত্র। ইহা মদনের সহিত রতির একাত্মতা-ব্যঞ্জক।

অনুরূপ ভাব রামায়ণে—রামের প্রতি বনবাসের আদেশ শুনিয়া সীতার উক্তি—"অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যামিত্যপি" অর্থাৎ ঐ আদেশে আমিও বনবাসে আদিষ্টা।

৩২। "তাহা যখন হয় নাই,—এখনও যখন বাঁচিয়া আছি, তখন আপনি বন্ধুজনের এই কার্য্যটী করুন;—আমি পতি-বিয়োগ-বিধুরা হইয়াছি, আমাকে অগ্নিদানে পতির নিকটে প্রেরণ করুন।—

সহমরণে বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন।

৩৩। "শশী অস্ত হইলে, তাহার সঙ্গে কৌমুদীর লোপ হয়; মেঘ বিলীন হইয়া গেলে, সেই-সঙ্গে তড়িৎও অদৃশ্য হইয়া যায়; প্রমদাগণ যে পতির পথই অনুসরণ করে, তাহা বিচেতন পদার্থ-সকলের দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে!—

সচেতনের ত কথাই নাই, বিচেতনেও পত্যনুগমন প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব পত্যনুগমন ভিন্ন পতিব্রতার গত্যন্তর নাই।

৩৪। "(অতএব) আমি এই সুখদ প্রিয়-গাত্র-ভস্মে স্তনযুগল রঞ্জিত করিয়া, অগ্নি-শয্যায় (যেন নবপল্লব-শয্যায়!) এই দেহকে শায়িত করিব!

তাপ-নিবারণার্থ বিরহিণীগণ গায়ে চন্দন মাখিয়া সুশীতল নবপল্লব-শয্যায় শয়ন করেন। ইহা কবি-প্রসিদ্ধি। এখানে, বিরহ-সন্তাপিতা রতির পক্ষে দগ্ধ মদনের ভস্মই যেন চন্দন স্বরূপ, আর অগ্নিই যেন নবপল্লব-শয্যা! চন্দনের স্থানে "ভস্ম" ও নবপল্লবের স্থানে "অগ্নি"—রতির বিষম দুর্ভাগ্য-ব্যঞ্জক।

অগ্নির রক্তবর্ণত্ব-হেতু নবপল্লবের সহিত 'বাহ্য' সাদৃশ্য।

৩৫। "হে সৌম্য! তুমি কতবার আমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) কুসুমশয্যা-রচনায় সাহায্য করিয়াছ; সম্প্রতি আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি,—এখন তুমি আমার চিতা-শয্যা-রচনা করিয়া দাও।

সুখে যিনি সহায়তা করিয়াছেন, দুঃখেও তাঁহারই সহায়তা করিবার কথা। তা ছাড়া, আজ যখন চিতাই রতির পক্ষে স্বামীর সহিত মিলিত হইবার

শয্যা, তখন যিনি এতদিন দম্পতীর ফুলশয্যা-রচনায় সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনিই সেই দম্পতীর মিলনার্থ চিতা-শয্যা-রচনা করুন।

৩৬। "চিতা-রচনান্তর, তুমি আমাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া মলয়-মারুত-সঞ্চালনে সত্বর কার্য্য নিষ্পন্ন করিও;—কারণ, তুমি ত জান যে, মদন আমা বিনা ক্ষণমাত্র হৃষ্ট থাকেন না।—

মলয়-মারুত বসন্তেরই অনুচর এবং সে সময়ে তথায় বর্ত্তমান; সুতরাং চিতা-প্রজ্বলনে তাহার সাহায্যও লওয়া হউক, ইহাই অভিপ্রায়।

"নবপল্লব-শয্যার" সহিত যোজনা করিয়া দেখিলে, এখানে 'মলয়' মারুতের উল্লেখে একটু নিগূঢ় সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। বিরহ-তাপিতা রমণী চন্দনচর্চ্চা করিয়া যখন নবপল্লব-শয্যায় শয়ন করে, তখন যদি মলয়পবন বহে, তাহা হইলে তাহার বড়ই উপকার হয়। বিরহবিধুরা রতির পক্ষেও মদন-দেহের ভস্ম 'চন্দন', অগ্নি 'নবপল্লব-শয্যা' এবং তাহাতে যখন রতি শয়ন করিবেন, তখন 'মলয় পবন' বহিয়া বিরহ-সন্তাপ দূর করুক;—পক্ষান্তরে, পবন-সাহায্যে দাহ-কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া অবিলম্বে দম্পতীর পরলোক-সম্মিলন ঘটুক।

৩৭। "এই করিয়া, তাহার পরে (দাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে,) আমাদের উদ্দেশে একটীমাত্র জলাঞ্জলি দিও;—পরলোকে তোমার সেই বান্ধব, মদন, ঐ জলাঞ্জলি বিভাগ না করিয়াই, আমার সহিত একত্রই পান করিবেন।—

উভয়ের জন্য 'একটী মাত্র' জলাঞ্জলি এবং পরলোকে উহা 'একত্র' পান—এ সকল ঐকান্তিক-প্রেম-ব্যঞ্জক।

৩৮। "হে মাধব! (পিণ্ডদানাদি) পরলোককৃত্যে মদনের উদ্দেশে চঞ্চল-নবপল্লব-যুক্ত সহকার-মঞ্জরী দিও;—কারণ, চূত-কুসুম তোমার সখার বড়ই প্রিয়।"

জীবদ্দশায় যে দ্রব্য যাহার সমধিক প্রিয়, মৃত্যুর পরে সেই দ্রব্য তাহার আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়া থাকে।

৩৯। শুষ্ক-জল তড়াগের শফরীকে ব্যাকুল দেখিয়া, প্রথম বর্ষা যেমন তাহার প্রতি কৃপাবতী হয়েন, আকাশ-সম্ভবা বাণীও তেমনই রতিকে দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয়া দেখিয়া তৎপ্রতি অনুকম্পা করিলেন।

শুষ্ক-জল তড়াগের শফরী ও দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয়া রতি, উভয়েই মৃত-প্রায়।

৪০। আকাশ-বাণী হইল—"হে কুসুমায়ুধ-পত্নি! তোমার ভর্ত্তা বহুকাল দুর্লভ থাকিবেন না। যে কর্ম্মের ফলে তিনি হরনেত্রাগ্নিতে পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলেন (পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইলেন), তাহা শ্রবণ কর;—

৪১। "মদনের প্রেরণায় প্রজাপতি ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ঘটায়, তিনি স্ব-সুতা সরস্বতীকে অভিলাষ করেন; পরে, তিনি ইন্দ্রিয়-বিকার নিগ্রহ করিয়া, মদনকে এই (হরকোপানলে-দাহাত্মক) অভিশাপ দিয়াছিলেন।—

৪২-৪৩। "পরে, ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, (প্রশমিত-কোপ) সেই ভগবান্ ব্রহ্মা মদনের প্রতি তাঁহার অভিশাপের অবসান-কল্পে এই উক্তি করিয়াছিলেন যে,—যখন পার্ব্বতীর তপে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, তখন মনের আনন্দে তিনি মদনকে পুনরায় তাঁহার সেই স্বীয় (বর) বপুঃ দিয়া পুনর্জীবিত করিবেন ;— —জিতেন্দ্রিয় লোকেরা, মেঘের ন্যায়, যেমন বিদ্যুদুদ্গারী, তেমনই (পরক্ষণেই) মেঘেরই ন্যায়, অমৃতবর্ষী।—

কোপ-হেতু শাপ-প্রদান ; আবার পরক্ষণেই কোপাবসানে শাপ-মুক্তির উপায়-বিধান ; ইহাই জিতেন্দ্রিয়ত্ব-ব্যঞ্জক। মেঘ-পক্ষে যেমন প্রথমে তড়িদুদ্গার এবং পরক্ষণেই অমৃতোপম বারি-বর্ষণ ; জিতেন্দ্রিয়-পক্ষে তেমনই প্রথমে কোপ এবং তৎপরেই প্রসাদ।

দাহাত্মকত্ব-হেতু, বিদ্যুতের সহিত এই অভিশাপের সাদৃশ্য ; এবং অমৃতোপম সঞ্জীবনী-গুণে মেঘ-নিঃসৃত শীতল বারির সহিত শাপাবসান-বাণীর উপমা সার্থক ; জলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।

৪৪। "অয়ি শোভনে ! পুনরায় তোমার প্রিয়-সম্মিলন হইবে ; অতএব তুমি স্বীয় দেহ রক্ষা কর ;—দেখ, (গ্রীষ্মে) সূর্য্য কর্ত্তৃক বিশোষিতা হইলেও বর্ষাগমে নদী আবার প্রবাহবতী হইয়া থাকে।"

এখানে নদীর জল-শোষক 'সূর্য্য' তাপ-ব্যঞ্জক ; মদনও তাপ-দগ্ধ।

৪৫। এই প্রকারে কোন অদৃশ্য-দেহ প্রাণী রতির মরণোদ্যোগ-প্রবৃত্তি নিবারণ করিলে, উহাতে প্রত্যয় করিয়া

কুসুমায়ুধ-বন্ধু বসন্ত সফলতা-সূচক সুবচনে রতিকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।

৪৬। কিরণ-ক্ষয়ে মলিনা দিনমানের চন্দ্রলেখা যেমন প্রদোষ-কালের প্রতীক্ষা করে, শোক-কৃশা মদন-বধূও ইহার পরে তেমনই তাঁহার বিপদের অন্তকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকলার পক্ষে যেমন দিনমান, রতির পক্ষে তেমনই এই শাপকাল, উভয়ই ক্ষীণতা-ব্যঞ্জক। চন্দ্রকলা যেমন পুনঃ কিরণ সঞ্চয়ের জন্য সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করে, রতিও তেমনই পুনঃ ভর্তৃ-মিলনের জন্য শাপাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

* * *

[দ্বিতীয় সর্গে যখন মদন বীর-বেশে সখা বসন্ত এবং ভার্য্যা রতিকে সঙ্গে লইয়া দেবকার্য্য-সাধনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন, তখন পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে,—মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ করিতে যদিও মদনের বাণই মুখ্য উপায়, তবু গৌণ উপায়-স্বরূপ অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সংঘটন করিতে অর্থাৎ তখন অকালে বসন্ত সৃষ্টি করিতে সখা বসন্তের প্রয়োজন থাকিলেও, এ ব্যাপারে যখন ভার্য্যা রতির করণীয় কোন কার্য্যই নাই, তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইবার কি প্রয়োজন ছিল ?

ইহার উত্তর এই যে,—প্রথমতঃ জগতে জীব-প্রবাহের মূলে যে-এক অতি দুর্জ্জেয় মহাশক্তি জীবমাত্রেরই উপরে কার্য্য করিতেছে, পুরাণে তাহারই দ্বৈত-মূর্ত্তি—মদন ও রতি, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—যেখানে মদন, সেই খানেই রতি ; সুতরাং এ যাত্রাতেও স্বভাবতঃই রতি, মদনের সহ-গামিনী হইয়াছেন,

বুঝিতে হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই ; বরং কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রতি-বিলাপের মধ্যেই উভয়ের অবিচ্ছেদ্য ভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ—এ যাত্রায় মদনের সহিত রতির গমন, কাব্যের দিক্ দিয়াও একান্ত প্রয়োজন। নতুবা, এই শেষ-যাত্রায় যখন হর-কোপানলে মদন নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত হইলেন ;—মহাদেব তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন ;—পার্ব্বতীও হতাশ-হৃদয়ে সখি-সঙ্গে গৃহ-মুখে প্রস্থান করিলেন,—এবং সঙ্গে রতি না থাকিলে একা সখা বসন্তও ক্ষুণ্ণমনে সে স্থান ত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই ;—তখন সেখানে বিরাজ করিতে থাকিত কেবল-মাত্র মদনের ভস্মরাশি ; আর চারিদিকের সেই চিত্রার্পিতবৎ বনস্থলীর নীরবতা। জগন্মান্য মদন-দেবের এইরূপে নির্জ্জন দেশে অশোচিত-ভাবে পরিসমাপ্তি কাব্যাংশে নিতান্ত অশোভন হইত ভাবিয়াই কবি, রতিকে মদনের সঙ্গে আনিয়াছেন এবং দগ্ধ পতির ভস্মে ধূসরিতাঙ্গী, বিকীর্ণ-কেশা রতির মুখ দিয়া এমন-এক মর্ম্মভেদী বিলাপ করাইয়াছেন, যাহার করুণ-ধ্বনি সে-দিন কেবল সেই স্থাণু-বনে প্রতিধ্বনিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ;—কবির তুলিকা-গুণে চিরকাল তাহা সাহিত্য-জগতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কাব্যের একটী অখণ্ড সর্গই এই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।]

"রতি-বিলাপ"-নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

১। পিনাকী ঐরূপে পার্ব্বতীর সমক্ষে মন্মথকে দগ্ধ করিয়া পার্ব্বতীর মনোরথ ভগ্ন করাতে, সতী মনে-মনে নিজ রূপকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ;—কারণ, যে সৌন্দর্য্যের বলে পতি-সৌভাগ্য ঘটিল না, সে সৌন্দর্য্যে ফল কি ?

ইহা মদন-দহন ব্যাপারেরই অব্যবহিত পরবর্ত্তী। মদন-দহনান্তে, একদিকে পার্ব্বতী ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন ; আর একদিকে রতি বিলাপ করিতে লাগিলেন। চতুর্থ সর্গে রতি-বিলাপ সবিস্তারে কথিত হইয়া, এখন পার্ব্বতীর কথা হইতেছে।

২। (তখন) পার্ব্বতী সমাধি-অবলম্বনে প্রচুর তপস্যা দ্বারা নিজ সৌন্দর্য্যের সাফল্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন ;—অন্যথা, তেমন পতি ও তেমন প্রেম,—এই দুই বস্তু কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে ?

ভূতপূর্ব্ব-পত্নী সতীর প্রতি মহাদেবের প্রসিদ্ধ প্রেমই তাঁহার অসাধারণ প্রেমিকত্বের প্রমাণ ; এবং মৃত্যুঞ্জয়ত্বই তাঁহার অসাধারণ পতিত্বের প্রমাণ। পতির দীর্ঘজীবন ও প্রেমিকতা—এই দুইটাই স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান কামনা।

৩। মেনকা যখন শুনিলেন যে, কন্যা মহাদেবের প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইবার উদ্যোগ করিতে-ছেন, তখন তিনি পার্ব্বতীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া মহান্ মুনিব্রত হইতে তাঁহাকে নিবারণার্থ কহিলেন ;—

'মহান্ মুনিব্রত' অর্থাৎ সুকঠিন তপঃ,—যাহা কেবল সুদৃঢ়-দেহশালী মুনিগণই আচরণ করিতে সক্ষম। যে-কোন জননীর পক্ষে, বিশেষতঃ কন্যাগত-প্রাণা মেনকার পক্ষে সুকোমল বালা কন্যাকে কঠোর তপস্যা-ব্রত হইতে নিবারণ করা, বড়ই স্বাভাবিক।

৪। "হে বৎসে! যে-দেবতার পূজা করিতে ইচ্ছা কর, গৃহে ত সেই দেবতাই আছেন, (তবে কেন তপশ্চরণ করিতে যাবে?), (বল দেখি), কোথায় (দুঃসহ) তপস্যা, আর—কোথায় তোমার এই (সুকুমার) দেহ!—সুকোমল শিরীষ-পুষ্প ভ্রমরের পদই সহিতে পারে; পক্ষিদিগের পদ-ভার সহা কি উহার কর্ম্ম?"

শিরীষকুসুম-সুকুমার পার্ব্বতীর দেহ দারুণ তপঃ-সাধনার নিতান্তই অনুপযোগী, ইহাই ভাব।

৫। এইরূপ উপদেশ দিয়াও মেনকা স্থির-কল্প কন্যাকে উদ্যম হইতে নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না,—অভিলষিত বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় মনকে, আর নিম্নাভিমুখ জল-প্রবাহকে কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে?

ইষ্ট কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জন, আর, নিম্নগামী জল,—উভয়ই দুর্ব্বার।

৬। হিমবান্, কন্যার এই তপশ্চরণাভিলাষের বিষয় অবগত হইলে, পরে কোন সময়ে স্থির-চিত্তা পার্ব্বতী আপ্তসখী-মুখ দ্বারা

পিতার সমীপে, ফলোদয় পর্য্যন্ত তপঃ-সমাধির জন্য অরণ্যবাসের অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন।

বিবাহ যে ব্যাপারের উদ্দেশ্য, এরূপ ব্যাপার সম্বন্ধে যুবতী কন্যা পিতার কাছে নিজমুখে প্রস্তাব করিতে স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত; সেইজন্য পার্ব্বতী নিজ-মুখে পিতৃ-অনুমতি না চাহিয়া, আপ্তসখী-রূপ মুখের দ্বারা অর্থাৎ বিশ্বস্ত সখীকে দিয়া পিতৃসমীপে অনুমতি প্রার্থনা করাইলেন।

৭। প্রস্তাবানুরূপ আগ্রহ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া, পূজ্যতম পিতা অনুমতি প্রদান করিলে, তপশ্চরণার্থ গৌরী, ময়ূরাদি অহিংস্র-প্রাণি-সেবিত এক শিখরে গমন করিলেন; পরে এই শিখর লোক-মধ্যে গৌরীর নামে ("গৌরী-শিখর" নামে) অভিহিত হইয়াছিল।

৮। তখন তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয়া পার্ব্বতী তাঁহার বক্ষঃ হইতে মুক্তাহার মোচন করিয়া ফেলিলেন; আর বক্ষের চন্দন-চর্চ্চা, তাহা ত (গতিহেতু) দোদুল্যমান হার-কর্ত্তৃক (ইতিপূর্ব্বেই) বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই মুক্তাহারের স্থানে তিনি বালারুণ-পিঙ্গল বল্কল (কণ্ঠলম্বী স্তনোত্তরীয় রূপে) বন্ধন করিলেন;—তখন, সেই বক্ষোবদ্ধ বল্কল পীনোন্নত পয়োধর কর্ত্তৃক যেন বিদারিত-প্রায় দেখাইতে লাগিল।

৯। তাঁহার মুখ-মণ্ডল সুশোভন কেশপাশেও যেমন মধুর দেখাইত, এখন জটা-কলাপেও তেমনই মধুর দেখাইতে

লাগিল ;—ভ্রমর-পংক্তিতেই যে কেবল পঙ্কজের শোভা, এমন নহে—শৈবালাসঙ্গেও পঙ্কজ শোভা ধারণ করে।—

১০। যে নিতম্ব-দেশ মেখলা-দামের আস্পদ, সেই নিতম্ব-দেশে পার্ব্বতী এখন তপস্যার্থ মুঞ্জ-নামক কর্কশ তৃণের রজ্জু ত্রিরাবৃত্ত করিয়া (তিন ফের দিয়া) পরিলেন ;—(কার্কশ্য-হেতু) ঐ মুঞ্জময়ী মেখলা ধারণে প্রতিক্ষণে পার্ব্বতীর রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, এবং এইরূপ মেখলা এই প্রথম পরিয়াছেন বলিয়া, উহাতে তাঁহার (সুকোমল) জঘন-দেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল !

১১। যে হস্ত লাক্ষারস-রঞ্জনার্থ অধরে যাইত, আজ অধর-রাগ ত্যাগ করায়, সে হস্ত আর অধরে যাইতেছে না ; যে হস্ত স্তনাঙ্গরাগে অরুণিত কন্দুক ধরিয়া বারম্বার ক্রীড়া করিত, আজ কন্দুক-ক্রীড়ার অভাবে, সে হস্ত আর কন্দুক ধরিতেছে না ;—আজ কুশাঙ্কুর-সংগ্রহে ক্ষত-বিক্ষত সেই হস্তকে পার্ব্বতী জপ-মালার সহচর করিয়াছেন।

ক্রীড়া-কালে কন্দুক বারংবার বক্ষের উপরে পড়াতে, কুঙ্কুম-চন্দনাদি স্তনাঙ্গ-রাগে উহা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত।

১২। গৃহে মহামূল্য শয্যায় অবলুণ্ঠন-হেতু নিজকেশচ্যুত পুষ্পও যে-পার্ব্বতীর ক্লেশোৎপাদন করিত, সেই পার্ব্বতী আজ

বাহুলতাকে উপাধান করিয়া, সংস্তরণ-রহিত অনাবৃত ভূমির উপরে শয়ন ও উপবেশন করিতে লাগিলেন।—

'মহামূল্য'—শয্যার কোমলত্ব-সূচক।

শয়নাবস্থায় কেশচ্যুত পুষ্পও পার্ব্বতীর ক্লেশ জন্মাইত; ইহাতে বুঝাইতেছে যে, পার্ব্বতীর দেহ কুসুমাপেক্ষাও সুকুমার।

১৩। সম্প্রতি সংযমবতী বলিয়া পার্ব্বতী দুইজনের কাছে তাঁহার দুইটী জিনিষ (সংযমান্তে আবার ফিরিয়া লইবেন, এই উদ্দেশে) আপাততঃ যেন ন্যস্ত-ধনের মত অর্পণ করিয়াছিলেন,—সুকৃশা লতাদিগের কাছে তাঁহার সুললিত অঙ্গ-ভঙ্গী, আর হরিণাঙ্গনাদিগের কাছে তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি!—

তপঃস্থা পার্ব্বতীতে আপাততঃ তাঁহার সেই সুললিত অঙ্গ-ভঙ্গী দেখা যাইতেছে না, অথচ পার্শ্ববর্ত্তী লতাতে উহা বর্ত্তমান; আর সেই সুচঞ্চল চক্ষের চাহনিও এখন পার্ব্বতীতে নাই, উহা হরিণাঙ্গনাতেই দেখা যাইতেছে; তাই বোধ হয়, পার্ব্বতী তপঃকালের জন্য তাঁহার ঐ দুইটী সম্পত্তি ঐ দুই জীবের কাছে ন্যস্ত রাখিয়া দিয়াছেন; তপঃশেষে আবার লইবেন।

১৪। তন্দ্রাহীনা পার্ব্বতী ঘট-রূপ স্তনের ধারায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে (লালন-পালন করিয়া) বাড়াইতে লাগিলেন;—এইরূপে, প্রথমজাত পুত্রের ন্যায় এই বৃক্ষগুলির উপরে তাঁহার যে পুত্র-স্নেহ জন্মিতে লাগিল, ভবিষ্যতে কুমার কার্ত্তিকেয়ও তাহা কমাইতে পারিবেন না।—

তপ-জপের পরে বিশ্রামকালে পার্ব্বতী নিদ্রার পরিবর্ত্তে এইরূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন,—'তন্দ্রাহীনা' বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

১৫। অঞ্জলি করিয়া নীবারাদি আরণ্য-বীজদানে লালিত হরিণেরা পার্ব্বতীকে এমনই বিশ্বাস করিত যে, তিনি কুতূহল-বশে নিজ-সমক্ষে সখীদের মুখের কাছে হরিণদের মুখ লইয়া, তাহাদের চক্ষের সহিত হরিণদের চক্ষুঃ অনায়াসে মাপিতে পারিতেন।—

ব্রতস্থা বলিয়া, পার্ব্বতী নিজের চক্ষুর সহিত না মাপিয়া, সখিদিগের চক্ষুর সহিত হরিণদের চক্ষু মাপিয়া দেখিতেন,—দেখিতেন সখিদের চক্ষু বড়, না, হরিণদিগের চক্ষু বড়।

পূর্ব্ব শ্লোকে পার্ব্বতীর বৃক্ষপালন উক্ত হইয়াছে; এখানে পশুপালন উক্ত হইল। পুণ্যানুষ্ঠান বলিয়া এ সকল কর্ম্ম তপশ্চরণের অন্তর্গত।

১৬। পার্ব্বতী স্নানান্তে অগ্নিতে হোম-কার্য্য সমাধা করিয়া, বল্কলের উত্তরীয় ধারণ করতঃ যখন স্তুতিপাঠাদি করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া ঋষিরা তথায় আগমন করিতেন; কারণ, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-জ্ঞানে বৃদ্ধ, তাহার বয়সের প্রতি কেহ লক্ষ্যই করে না।

পার্ব্বতী বয়সে ছোট হইলেও ধর্ম্ম-জ্ঞানে বড়; সুতরাং ঋষিদিগেরও সমাদরণীয়া। মনু—"ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যো বা যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥" বাঙ্গালা প্রবাদ—"বয়সে না বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে।"

১৭। সেই তপোবনে গো-ব্যাঘ্রাদি বিরোধী প্রাণীগণ পূর্ব্ব-বৈর ত্যাগ করিয়া বাস করাতে, বৃক্ষগণ অভীষ্ট ফলদানে অতিথিগণের সেবা করাতে, এবং তথায় নবনির্ম্মিত পর্ণশালা-সকলের মধ্যে অগ্নি সঞ্চিত থাকাতে, উহা অতি পবিত্র হইয়াছিল।

অহিংসা, অতিথি-সংকার, ও অগ্নিপরিচর্য্যা,—এই তিনই তপোবনের পবিত্রতা-সাধক।

পার্ব্বতীকে দেখিতে আসিয়া ঋষিগণ সেই পবিত্র তপোবনে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

১৮। কিছুকাল পরে যখন পার্ব্বতী দেখিলেন যে, এ-পর্য্যন্ত-অনুষ্ঠিত তপঃ-সমাধি দ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন অবিলম্বে তিনি নিজদেহের সৌকুমার্য্য মনে গণনা না করিয়াই দুশ্চর তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পার্ব্বতী তখন একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তাঁহার সুকুমার দেহ দুশ্চর তপশ্চরণে সক্ষম হইবে, কি, না। ইহাকেই বলে—"মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর-পাতন।"

১৯। যে পার্ব্বতী কন্দুক-ক্রীড়াতেও ক্লান্তি বোধ করিতেন, তিনি আজ মুনিদিগেরই-সাধ্য দুস্তর তপঃ-সাগরে-নিমগ্ন হইলেন—নিশ্চয়ই পার্ব্বতীর দেহ কাঞ্চন-পদ্মে গঠিত!—সুতরাং পদ্ম-স্বভাবে মৃদু হইলেও, কাঞ্চন-স্বভাবে সসার (কঠিন)।

'কাঞ্চন-পদ্মে গঠিত', বলায় বুঝিতে হইবে—কাঞ্চন ও পদ্মে গঠিত, কাঞ্চনের পদ্মে গঠিত নহে। সোণার পদ্মে মৃদুত্বগুণ থাকিবে কেমন করিয়া?

পদ্মের মৃদুতা ও কাঞ্চনের কাঠিন্য, দুই-ই এককালে পার্ব্বতীর দেহে বিদ্যমান্, অর্থাৎ পার্ব্বতীর দেহ যেমন সুকুমার, তেমনই তীব্রতপঃ-ক্ষম।

২০। গ্রীষ্মে, সুমধ্যমা পার্ব্বতী পবিত্রহাস্য-বদনে, চারি দিকে জ্বলন্ত অগ্নি-চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, নেত্রনাশ-কারী (সুপ্রখর) সৌরতেজঃ উপেক্ষা করিয়া, এক-দৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

'পবিত্রহাস্য' অর্থাৎ মৃদুহাস্য। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, এই নিদারুণ তপঃ পার্ব্বতী অনায়াসেই সম্পাদন করিতেন।

ইহাকেই বলে "পঞ্চতপ" অর্থাৎ চারিদিকে অগ্নি-চতুষ্টয় রাখিয়া, এবং ঊর্দ্ধে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া তপঃ-সাধনা।

২১। তখন, সূর্য্যের কিরণে অতি-তপ্ত হইয়া তাঁহার সেই মুখে, কমল-শ্রী ধারণ করিত; কেবল অপাঙ্গ-ভাগে ধীরে ধীরে কালিমা পড়িতে লাগিল।

পার্ব্বতীর গৌরবর্ণ মুখ রবিকিরণ-তাপে রক্তিমাভ হইয়া পদ্মশ্রী ধারণ করিত। রবিতাপে কমল যেমন ম্লান না হইয়া, প্রত্যুত বিকশিতই হইয়া থাকে, পার্ব্বতীর মুখও তেমনই প্রখর রবি কিরণে হীনশ্রী না হইয়া, বরং বিকশিত-শ্রীই হইয়া উঠিত।

২২। (এই পঞ্চতপঃ-কালে) কেবলমাত্র অযাচিতো-পস্থিত বৃষ্টির জল ও অমৃতময় চন্দ্রের (স্নিগ্ধ) রশ্মিই পার্ব্বতীর পারণ-কর্ম্মের ভোজ্য-বস্তু হইয়াছিল ;—বস্তুতঃ ইহা বৃক্ষ-জীবনোপায় ব্যতিরিক্ত অধিক কিছুই নহে।

মেঘজল ও চন্দ্রকিরণ, এই দুই পদার্থ বৃক্ষদিগের জীবনোপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। পার্ব্বতীও তাঁহার "পঞ্চতপঃ" কালে পারণার্থ ঐ দুইটী বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই আহার করিতেন না।

২৩। গ্রীষ্মে এইরূপ বিবিধ অর্থাৎ নভশ্চর ও ইন্ধনজাত অগ্নিতে অতি-তপ্তা পার্ব্বতী, গ্রীষ্মান্তে (বর্ষারম্ভে) নববারি সিক্তা হইয়া, (পঞ্চাগ্নি-তপ্তা) ভূমির সহিত ঊর্দ্ধগামী উষ্ণ বাষ্প ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

২৪। (বর্ষার) বারিবিন্দুসকল প্রথমে পার্ব্বতীর নেত্রপক্ষ্মে ক্ষণকাল অবস্থিত করিয়া, পরে অধরকে পীড়ন করিয়া, তৎপরে পয়োধরোপরি পতনে চূর্ণিত হইয়া, তদনন্তর ত্রিবলীরেখায় স্খলিত হইয়া, এই ভাবে বিলম্বে নাভিতে প্রবেশ করিত।

পার্ব্বতী দাঁড়াইয়া তপঃ করিতেছেন ; বর্ষার বারি-বিন্দু তাঁহার উপরে পড়িতেছে ; প্রথমে 'নেত্র পক্ষ্মে ক্ষণকাল অবস্থিতি,' ইহাতে পক্ষ্মের নিবিড়ত্ব সূচিত ; নিবিড় নেত্র-পক্ষ্ম বারিবিন্দুর পতনে বাধা দিল ; কিন্তু 'ক্ষণকাল' মাত্র—ইহাতে পক্ষ্মের স্নিগ্ধত্ব সূচিত ; পক্ষ্মের স্নিগ্ধত্ব-হেতু জলবিন্দু-গুলি অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে পাইল না।

পরে, নেত্র-পক্ষ্ম হইতে পড়িয়া, বারিবিন্দু-সকল অধরকে 'পীড়ন' করিল,—ইহাতে অধরের সুকুমারত্ব সূচিত; যেহেতু বারি-বিন্দুর পতনে অধর ব্যথিত!

তৎপরে, পয়োধরে পতিত হইয়া, বারিবিন্দু 'চূর্ণিত',—ইহাতে পয়োধরের কাঠিন্য সূচিত।

বারি-বিন্দু, তদনন্তর, ত্রিবলী-রেখায় 'স্খলিত'; ইহাতে ত্রিবলী-রেখা কর্ত্তৃক উদর-ভাগের নিম্নোন্নতত্ব সূচিত।

সর্ব্বশেষে, 'বিলম্বে' 'নাভিতে প্রবেশ'। 'বিলম্বে', কেন-না বহুবাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

'নাভিতে প্রবেশ'—ইহাতে নাভির গভীরত্ব সূচিত; বারিবিন্দু নাভিতে 'প্রবেশ' করিল, কিন্তু আর বাহির হইল না।

২৫। বর্ষাকালে রাত্রিতে নিরন্তর বৃষ্টি হইত, মধ্যে-মধ্যে প্রচণ্ড পবন বহিত,—তখনও পার্ব্বতী অনাবৃত স্থানে শিলার উপরে শুইয়া থাকিতেন! রাত্রির পরে রাত্রি পার্ব্বতীকে এই অবস্থাতেই দেখিত,—যেন রাত্রিরা পার্ব্বতীর এই মহান্ তপের সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া বিদ্যুন্ময় চক্ষুরুন্মেষে তাঁহাকে অবলোকন করিত।

বৃষ্টি, বায়ু, ও বিদ্যুৎ—বর্ষাকালে এই ত্রিবিধ ক্লেশেও পার্ব্বতী অনাবৃত স্থানে, শিলার উপরে, শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

২৬। পৌষ-মাসের রাত্রিতে,—যখন অত্যন্ত শীতল-তুষার-বাহী বায়ু বহিত,—সেই পৌষ রাত্রিতে আগ্রহের সহিত জলে

বাস করিয়া, এবং রাত্রি-সমাগমে তাঁহারই সম্মুখে বিযুক্ত চক্রবাক্-মিথুন যখন সমস্ত রাত্রি পরস্পরকে সকরুণে আহ্বান করিতে থাকিত, তখন ঐ দুঃখী পক্ষি-মিথুনের প্রতি (মনে-মনে) কৃপাবতী হইয়া, পার্ব্বতী রাত্রি যাপন করিতেন।

প্রথমে গ্রীষ্মকালের তপশ্চরণ বর্ণিত হইয়াছে ; তার পরে বর্ষার তপশ্চরণও বর্ণিত হইয়াছে ; এখানে শীতের তপশ্চরণ বর্ণিত হইল।

"দুঃখী"র প্রতি কৃপাপ্রকাশ মহতের স্বভাব ও সহৃদয়তার লক্ষণ ; সেই জন্যই এখানে চক্রবাক্-মিথুনের প্রতি পার্ব্বতীর "কৃপা" ; নতুবা কেবল মাত্র তাহাদের ইন্দ্রিয়-লালসার প্রতি সহানুভূতি তপশ্চারিণী পার্ব্বতীর পক্ষে অসঙ্গত।

২৭। (সেই শীতকালের) রাত্রিতে তুষার-বৃষ্টিতে জলের পদ্মসম্পৎ সকলই নষ্ট হইয়া গেলেও, (আকণ্ঠ-নিমগ্না) পার্ব্বতীর পদ্মগন্ধী ও কম্পবান্-অধর-পল্লব-শোভী মুখ-পদ্মের দ্বারাই যেন সেই জলের পদ্ম-সংঘটন সাধিত হইত !

তুষার-বৃষ্টিতে প্রকৃত পদ্ম নষ্ট হইয়া যাইত ; কিন্তু পার্ব্বতীর মুখ-পদ্ম যেমন প্রফুল্ল, তেমনই প্রফুল্ল থাকিত ;——এই দুঃসহ তপস্যা পার্ব্বতী "অম্লান বদনে" করিতেন, ইহাই ভাব।

'পদ্মগন্ধী মুখ'—অর্থাৎ স্বভাবতঃ পদ্মবৎ সুগন্ধী মুখ।

শীত-কম্পিত অধর, পবন-তাড়িত পদ্ম-পল্লবের সদৃশ।

২৮। বৃক্ষের গলিত-পত্র-মাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যা তপের পরাকাষ্ঠা (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) ; পার্ব্বতী

কিন্তু তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এইজন্য পুরাণজ্ঞেরা প্রিয়ংবদা পার্ব্বতীকে "অপর্ণা" কহিয়া থাকেন।

২৯। গ্রীষ্মে অগ্নিমধ্যে বাস, শীতে জলমধ্যে বাস ইত্যাদি কঠোর ব্রতাচরণ দ্বারা পার্ব্বতী তাঁহার পদ্মিনী-কন্দ-কোমল দেহকে ক্ষয় করিয়া, তপস্বীদিগের কঠিনদেহোপার্জ্জিত তপস্যাকেও সুদূর-নিম্নে রাখিয়াছিলেন।

সুকুমার দেহে পার্ব্বতী যেমন কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে উঁহার কাছে কঠিন-দেহ তপস্বীদিগের তপস্যা নিতান্তই পরাজিত।

৩০। পার্ব্বতী এইরূপে তপস্যা করিতে থাকিলে, পরে, অজিন-পরিহিত, পলাশ-দণ্ড-ধারী, প্রগল্‌ভ-বাক্ এবং ব্রহ্মতেজে যেন দীপ্তিমান্, এক জটাধারী পুরুষ সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন;—তিনি দেখিতে ঠিক যেন মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

৩১। অতিথিসেবা-পরায়ণা পার্ব্বতী বহুসম্মান-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন;—সমান হইলেও, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি ধীরচিত্ত লোকে অতি গৌরবাত্মক ভাবই দেখাইয়া থাকেন।

জটাধারী পুরুষের ন্যায় পার্ব্বতীও যখন তপস্বিনী, তখন তাঁহারা 'সমান'। তাহা হইলেও, পার্ব্বতী তাঁহাকে বহু-সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন।

৩২। পার্ব্বতী কর্ত্তৃক এইরূপে বিধি-পূর্ব্বক সম্পূজিত হইয়া, সেই ব্রহ্মচারী ক্ষণকাল পরিশ্রম-অপনোদনান্তে, উমার প্রতি ঋজু অর্থাৎ সরল-চক্ষে চাহিয়া, যথোচিত-রীতি-অনুসারে তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন ;—

'সরল-চক্ষে চাহিয়া'——অর্থাৎ অকপটভাবে চাহিয়া। ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন, ইহা যেন পার্ব্বতী বুঝিতে না পারেন, এইজন্য 'সরল' অর্থাৎ অকপট চাহনির প্রয়োজন ; মল্লিনাথ মূলের 'ঋজু' অর্থে "বিলাস-রহিত" করিয়াছেন ; 'সরল চক্ষের' ভাবার্থও তাহাই।

'যথোচিত রীতি অনুসারে'——অর্থাৎ এরূপ আলাপ-স্থলে যাহার পরে যাহা কহিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সেই ক্রম বা পদ্ধতি অনুসারে।

৩৩। "হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সমিধ ও কুশ এখানে সহজ-প্রাপ্য ত ? এখানকার জল তোমার স্নান-ক্রিয়ার যোগ্য ত ? তুমি স্বশক্তি-অনুযায়ী—(ক্ষমতার অনতিরিক্ত) তপঃ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাক ত ?—জানিও, শরীরই ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান উপায়।—

শরীর, বাক্য, মনঃ, ধন ইত্যাদি বহুবিধ বস্তু দ্বারা ধর্ম্ম-সাধন করা যায় ; কিন্তু তন্মধ্যে শরীরই মুখ্য ;—কারণ, শরীর থাকিলেই তবে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ সাধন সম্ভব হয় ; শরীরের অভাবে সাধনার সম্ভাবনা কোথায় ?

৩৪। "তোমার স্বহস্তের জল-সেচনে বর্দ্ধিত এই সকল লতাদিগের পল্লবরাজী কি তুমিই গ্রথিত করিয়াছ ? ঐ রক্তবর্ণ

পল্লব-সকল তোমার রক্তাভ অধরেরই তুল্য,—তবু তুমি বহুদিন হইতে অধরের অলক্তক-রাগ ত্যাগ করিয়াছ!

পার্ব্বতী কর্ত্তৃক সযত্নে পালিত লতাগুলিতে প্রচুর পল্লবরাজী এমন নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বিন্যস্ত যে, বুঝি উহা পার্ব্বতী কর্ত্তৃকই গ্রথিত হইয়া থাকিবে;——এই সংশয়-হেতু প্রশ্ন।

বহুদিন হইতে অলক্তক-রাগ না করিয়া থাকিলেও, পার্ব্বতীর অধর, রক্তবর্ণে নব-পল্লবেরই তুল্য। ইহাতে পার্ব্বতীর অধরের স্বাভাবিক রক্তবর্ণতের উৎকর্ষ সূচিত।

৩৫। "ঐ সকল হরিণ,—যাহারা তোমার হাত-থেকে তৃণ কাড়িয়া খায়, উহাদের প্রতি তোমার মন প্রসন্ন ত? হে উৎপলাক্ষি! ঐ মৃগগণ, তাহাদের চঞ্চল-দর্শনে যেন তোমারই চক্ষু-সাদৃশ্য অভিনয় করিতেছে!

অপহারীর প্রতি প্রসন্নতা সাধুতা-ব্যঞ্জক।

পার্ব্বতী হরিণদিগের উপর প্রসন্ন বলিয়াই যেন উহারা পার্ব্বতীর নেত্র-সাদৃশ্য অভিনয় করিতেছে! এখানে আর-একটু সৌন্দর্য্য লক্ষ্য;— পার্ব্বতীর বিলোল দৃষ্টি যেন স্বাভাবিক, আর হরিণের নেত্র-চাঞ্চল্য যেন উহার অনুকরণে 'অভিনয়' মাত্র।

৩৬। "হে পার্ব্বতি! সৌম্যাকৃতি কখনই পাপাচারের নিমিত্ত নহে—ইহা যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা মিথ্যা নয়; হে উদার-দর্শনে! দেখ, তোমার সৎস্বভাব তপস্বীদিগেরও উপদেশস্থল।—

লোক-প্রবাদ যথা—"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণাঃ"——অর্থাৎ যেখানে রূপ, সেখানেই গুণ;—'ন সুরূপাঃ পাপসমাচারা ভবন্তি" —অর্থাৎ সুরূপ জনই পাপাচারী হয় না।

'উদার-দর্শনে'—অর্থাৎ আয়ত-লোচনে—(সুরূপ-ব্যঞ্জক); অথবা উন্নত-জ্ঞান-সম্পন্নে বিবেকবর্তি—(সুগুণ-ব্যঞ্জক)।

৩৭। "তোমার অনাবিল চরিত্রের দ্বারা এই মহীধর হিমবান্ পুত্রপৌত্রাদির সহিত যেমন পবিত্রীকৃত হইয়াছেন, সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত পুষ্পোপহারে সমুদ্ভাসিত, স্বর্গ-চ্যুত গঙ্গার জলের দ্বারাও তিনি তেমন পবিত্রীকৃত হয়েন নাই!—

একে স্বর্গের গঙ্গা, তাহাতে আবার উহার জলে সপ্তর্ষিদিগের পূজার ফুল ভাসিতেছে,——এমন সুপবিত্র গঙ্গাজল হিমালয়ের শিরে পড়িয়াও তাহাকে যত-না পবিত্র করিয়াছে, কন্যা পার্ব্বতীর সুচরিত্র তাহার অধিক করিয়াছে—চিরকালের জন্য সবংশে হিমবান্ পবিত্র হইয়াছেন!

৩৮। "হে ভাবিনি! তুমি অর্থ ও কাম মন হইতে দূর করিয়া, কেবল ধর্ম্মে মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, তাহারই সেবা করিতেছ; ইহাতে আজ আমার সবিশেষ প্রতীতি হইতেছে যে, ত্রিবর্গ-মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।—

৩৯। "হে প্রণতাঙ্গি! আমার প্রতি এবংবিধ সৎকারের পরে, তুমি আর আমাকে পর ভাবিতে পার না;—যেহেতু,

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, সতের সখ্য সাতটী কথা উচ্চারণেই সংঘটিত হইয়া থাকে।—

সাতটী কথার স্থলে, পার্ব্বতী কতই-না সভক্তি অর্চ্চনা করিলেন! ইহার পরে ব্রহ্মচারীকে এখন আপন ভাবাই পার্ব্বতীর উচিত। পার্ব্বতীর মনের কথা জানিবার জন্য ব্রহ্মচারী এইরূপ ভূমিকা করিয়া কৌশলে তাঁহার মনে বিশ্বাসোৎপাদন করিতেছেন।

৪০। "সুতরাং (এই সখ্য হেতু) এখন আমি ব্রাহ্মণ-সুলভ-চাপল্য-বশে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি;—হে তপোধনে! তুমি ক্ষমাবতী—(দোষ লইও না); যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমায় উত্তর দেওয়াই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিও।—

৪১।—"হিরণ্যগর্ভের কুলে তোমার জন্ম; তোমার দেহে যেন ত্রিলোকের সৌন্দর্য্য একত্র সমাহৃত; ঐশ্বর্য্য-সুখ তোমাকে অন্বেষণ করিতে হয় না; বয়সও তোমার নবীন; ইহার পরে আর কি তপঃফল আছে, বল,—যাহার জন্য তুমি তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ?—

পার্ব্বতী সু-উচ্চকুলে জাতা; অলোক-সামান্যা রূপবতী; ঐশ্বর্য্য-সুখেরও কোন অভাব তাঁহার নাই; আর ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিবার বয়স,—নব-যৌবনও, তাঁহার বর্ত্তমান। তবে আর তপস্যা কিসের জন্য? সদ্বংশ, সুরূপ, ঐশ্বর্য্য, ও ভোগ, এই সকলের জন্যই ত লোকে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হয়। পার্ব্বতীর যখন এই সকলই আছে, তবে আর কিসের জন্য এই তপস্যা?

৪২। "স্বামীকৃত অপ্রিয় ব্যবহারে মানিনীদিগের সম্ভবতঃ এইরূপ তপশ্চরণ-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু হে কৃশোদরি ! বিশেষ মনোযোগের সহিত বিচার করিয়াও তোমাতে তাহাও দৃষ্ট হয় না।

৪২। "তোমার এই সৌম্য-আকৃতি কখনই অবমাননা-জন্য দুঃখ-লাভের যোগ্য নহে ; পিতৃ-গৃহে অবমাননার সম্ভাবনাই বা কৈ ? আর, অন্য কর্তৃক অবমাননা, তাহাও ত তোমার হইতে পারে না ;—ফণীর শিরোমণি-শলাকা লইবার জন্য কে হস্ত প্রসারণ করে ?—

গিরিরাজের একমাত্র কন্যা পার্ব্বতীকে ধর্ষণ করে, এমন মূঢ় কে আছে ?—তখনই তাহার নিপাত অবশ্যম্ভাবী।

৪৪। "হে গৌরি ! এ কি ? কেন তুমি যৌবনেই আভরণ-সকল পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ধারণ করিয়াছ ?—বল্কল ত বার্দ্ধক্যেই শোভা পায়। বল দেখি, বিভাবরী কি প্রকট-চন্দ্র-তার প্রদোষ-কালেই অরুণোদয় চাহে ?—

প্রদোষ-কালে——যখন দীপ্তিমান্ চন্দ্র তারকায় রজনী শোভা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, তখনই যদি অরুণোদয় হয়, তাহা হইলে যেমন সেই-সব চন্দ্র-তারকা অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, চারিদিক কেবল অরুণিমা-ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনই যৌবনারম্ভে পার্ব্বতী যৌবনোচিত অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ ও বার্দ্ধক্যোচিত বল্কল ধারণ করিয়া, প্রদোষে অরুণোদয়ের দশাই পাইয়াছেন।

পার্ব্বতীর নিরাভরণ দেহ রক্তাভ বল্কলে আচ্ছাদিত হইয়া, লুপ্ত-চন্দ্র-তারা ও অরুণিমাব্যাপ্ত উষার সহিত সুন্দর তুলনীয় হইয়াছে।

৪৫। "যদি স্বর্গ-প্রার্থনা তোমার মনোগত, তাহা হইলে বৃথা তোমার এই কষ্ট-স্বীকার ;—কারণ, তোমার পিতার এই রাজ্যই, এই হিমালয়ই, ত দেব-ভূমি। আর, যদি বিবাহক বরই তোমার প্রার্থনার বিষয় হয়, তাহা হইলেই বা তপস্যায় প্রয়োজন কি ? রত্ন কি কখনও গ্রাহক অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় ?—গ্রাহকই রত্নের অন্বেষণ করিয়া থাকে।—

ধীরে-ধীরে, সুকৌশলে, প্রকৃত কথার অবতারণা করা হইল—জটাধারী পুরুষ যেন প্রকৃত তথ্য কিছুই জানেন না !

৪৬। "তোমার তপ্ত-শ্বাসই তোমার (বরার্থিত্ব) ভাব প্রকাশ করিতেছে ; কিন্তু তবু আমার মনে সংশয় হইতেছে ;—কারণ, যখন তোমার প্রার্থনার যোগ্য ব্যক্তিই দেখিতেছি না, তখন (যদিও কেহ থাকেন) সে ব্যক্তি তোমা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও দুর্লভ, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?—

বর-প্রার্থনা-প্রসঙ্গ হইবা-মাত্র পার্ব্বতীর উষ্ণশ্বাস বহিয়াছিল ; তাহাতেই সন্ন্যাসীর এই উক্তি।

৪৭। "আশ্চর্য্য ! তুমি যাহাকে পাইতে ইচ্ছা কর, সেই যুবা কি নিষ্ঠুর ! বহুদিন হইতে কর্ণোৎপলহীন তোমার এই

কপোলদেশে শালিধানের অগ্রভাগের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জটা ঝুলিতে দেখিয়াও সে ব্যথিত হইতেছে না!—

পার্ব্বতীর যে গণ্ডস্থলে কর্ণোৎপল দুলিত, সেই গণ্ডস্থলে আজ জটা ঝুলিতেছে,—ইহা দেখিয়াও সে যুবা (যাহাকে পার্ব্বতী চাহেন), পার্ব্বতীর প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন না,—সে কি কঠিন-হৃদয়!

৪৮। "তোমাকে কৃচ্ছ্র-তপঃ-সাধনে অতিমাত্র কৃশীকৃতা দেখিয়া, ভূষণাস্পদ তোমার অঙ্গগুলি দিবাকর-করে দগ্ধ হইতে দেখিয়া,—প্রত্যুত, তোমাকে দিনমানের শশিকলার ন্যায় নিষ্প্রভ দেখিয়া, কোন্ সচেতন ব্যক্তির মন না পরিতপ্ত হয়?—

৪৯। "বুঝিলাম, যিনি তোমার প্রিয়জন, তিনি নিজের সৌন্দর্য্য-গর্ব্বের দ্বারা নিজেকেই বঞ্চিত করিতেছেন; নতুবা কেন তিনি এখনও নিজের মুখকে তোমার মধুর-দৃষ্টি ও কুটিল পক্ষ্ম-শোভিত চক্ষুঃদ্বয়ের চিরলক্ষ্য করিতেছেন না?—

'চির-লক্ষ্য'——দেখা দিয়া, মুহূর্ত্তের জন্যও আর চক্ষের অন্তরাল না হওয়া একান্ত প্রেমবশতা-ব্যঞ্জক।

৫০। "হে গৌরি! বহুকাল ধরিয়া কত আর এই তপঃ-ক্লেশ করিতে থাকিবে? আমারও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-সঞ্চিত তপঃ-ফল প্রাপ্য আছে; (না হয়) তাহারই অর্দ্ধভাগ লইয়া তুমি ঈপ্সিত বর (বিবাহক) লাভ কর;—কেবল সম্যক্ জানিতে চাই, তোমার ঈপ্সিত সেই জনটী কে?"

এখানে ব্রহ্মচারী তাঁহার তপঃফলের অর্দ্ধেক-মাত্র পার্ব্বতীকে দান করিতে চাহিতেছেন, যদি তাহার দ্বারাও পার্ব্বতীর মনোমত পতি-প্রাপ্তি ঘটে। এই "অর্দ্ধভাগ" দানের প্রস্তাব মল্লিনাথ কিছুই বলেন নাই; কিন্তু আমার মনে হয়,—ছদ্মবেশী মহাদেবের এইরূপ 'ভাগাভাগি' প্রস্তাবের মধ্যে একটী গূঢ়ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে;—মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং মহাদেব। তাই তিনি পার্ব্বতীর উপকারের জন্য নিজের তপঃফলের অর্দ্ধভাগ মাত্র দিতে চাহিয়া, বাকি অর্দ্ধভাগ যেন নিজের জন্যই রাখিতেছেন! ইহার মর্ম্ম এই যে, যেমন মহাদেবের মত পতি লাভ করিতে পার্ব্বতীর তপঃফলের প্রয়োজন, তেমনই পার্ব্বতীর মত পত্নী পাইতে মহাদেবের মত ব্যক্তিরও তপস্যা চাই। এইজন্যই তিনি নিজের তপঃফলের 'অর্দ্ধভাগ' মাত্র পার্ব্বতীকে দিতে চাহিতেছেন; কেন-না, বাকী অর্দ্ধেক তাঁহার নিজের কার্য্যের অর্থাৎ পার্ব্বতী-লাভের জন্য রাখা আবশ্যক।

৫১। ব্রাহ্মণ এইরূপে পার্ব্বতীর মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া (অন্তরের ভাব জানিয়া) কহিলে, পার্ব্বতী, তাঁহার মনোগত বর কে, তাহা লজ্জায় বলিতে না পারিয়া, তাঁহার সেই অঞ্জনহীন চক্ষু চালনা দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী সখীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

ইহাতে মনোগত ভাব ব্যক্ত করার জন্য সখীকেই ইঙ্গিত করা হইল। বক্ষ্যমাণ অনঙ্গ-প্রসঙ্গ সখিমুখেই শোভা পায়।

৫২। "তখন পার্ব্বতীর সখী সেই ব্রহ্মচারীকে কহিতে লাগিলেন;—"হে সাধো! যাঁহার জন্য পার্ব্বতী, পদ্মকে

আতপ-ত্র করার ন্যায়, তাঁহার এই সুকোমল দেহকে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নাম জানিতে যদি আপনার কুতূহল হইয়া থাকে, তবে শুনুন;—

আতপ-সহনে অক্ষম পদ্ম যেমন আতপ-নিবারণ কার্য্যের অনুপযোগী, পার্ব্বতীর সুকোমল দেহও তেমনই তপঃসাধনের নিতান্তই অনুপযোগী।

৫৩। "এই মানিনী (পার্ব্বতী), সমধিক-ঐশ্বর্য্যশালী মহেন্দ্র প্রভৃতিকে ও ইন্দ্র-বরুণ-যম-কুবের—এই দিক্‌পাল-চতুষ্টয়কে অনাদর করিয়া, পিনাক-পাণিকে—যিনি মদনের নিগ্রহ করিয়া নিজের অরূপ-বশিত্বের (তিনি যে রূপের বশীভূত নহেন, ইহারই) প্রমাণ দিয়াছেন,—সেই পিনাক-পাণিকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক।—

দশটী অনঙ্গ-দশা, যথা—দর্শন, মনন, সঙ্গ, সঙ্কল্প, জাগরণ, কৃশতা, অরতি, লজ্জাত্যাগ, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা। এই দশটীর যে-কয়টী পার্ব্বতীতে বিদ্যমান, সখী এখন ক্রমে-ক্রমে তাহাই কহিতেছেন। এইখানে "সঙ্কল্পাবস্থা" সূচিত হইল।

৫৪। "ইতিপূর্ব্বে পুষ্প-ধনুঃ মদন বিনাশ-প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বাণ মহাদেবের অসহ্য হুঙ্কারে বিতাড়িত, সুতরাং তাঁহার প্রতি অকৃতকার্য্য হইয়া, অবশেষে পার্ব্বতীর হৃদয়কে অতি গাঢ়রূপে ভেদ করিয়া, ইঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে!—

মদন মরিলেন; তবু কিন্তু তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত বাণ নিজকার্য্য সাধন করিতে ছাড়ে নাই—মহাদেবের ভৈরব-হুঙ্কার-তাড়নে সেখানে কিছু করিতে

না পারিয়া, কোমল-প্রাণা পার্ব্বতীর হৃদয়ে গভীররূপে বিঁধিয়া বসিল ;— তাহাতেই তিনি এমন জর্জ্জরিতা !

এখানে "কৃশতাবস্থা" সূচিত। "মৃদুঃ সর্ব্বত্র বাধ্যতে।"

৫৫। "(মদন-বাণাহতা) পার্ব্বতী সেই হইতে পিতৃগৃহে উৎকট মদনাবস্থায় (কাল কাটাইতে) ছিলেন ;—তাঁহার ললাট-তিলকের চন্দনে অলক-গুচ্ছ ধূসরিত হইত! অতি শীতল তুষার-শিলায় শয়ন করিয়াও তিনি সুখ পাইতেন না।—

ললাট-তিলকের ও অলক-গুচ্ছের প্রতি অনাস্থায়, এখানে "অরতি" অর্থাৎ বিষয়-বিদ্বেষাবস্থা, এবং তুষার-শিলায় শুইয়াও গাত্র-দাহ নিবারণ হইত না, ইহাতে "সংজ্বরাবস্থা" সূচিত।

৫৬। "ইনি যখন সঙ্গীত-সখী কিন্নররাজকন্যাদিগের সহিত মিলিতা হইয়া বনান্তে গীত-চর্চ্চা করিতেন, তখন পিনাকীর (ত্রিপুর-বিজয়াদি) চরিত-গুণ-গানকালে ইহার গদ্‌গদ কণ্ঠে অস্পষ্টোচ্চারিত পদগুলি শুনিয়া, তাঁহারা বারংবার রোদন করিতেন।

গদ্‌গদ কণ্ঠ ও অস্পষ্টোচ্চারণ তীব্র-ভাব-ব্যঞ্জক। হর-চরিত-গান-কালে পার্ব্বতীর হৃদয় ভাব-ময় হইয়া উঠিত! ইহাই "প্রলাপাবস্থা" ;— "প্রলাপো গুণ-কীর্ত্তনম্।"

৫৭। "নিশার তৃতীয় ভাগে, পার্ব্বতী ক্ষণকালমাত্র চক্ষু মুদিয়াই সহসা,—'হে নীলকণ্ঠ! কোথায় যাইতেছ ?—স্বপ্নে

এইরূপ অলীক সম্বোধন করিতে-করিতে এবং অলীক কণ্ঠে বাহু-বন্ধন করিতে-করিতে, জাগিয়া উঠিতেন !

এখানে "জাগরণ" ও "উন্মাদ"—এই দুইটী অবস্থা সূচিত।

৫৮। "(কখন-কখন) মূঢ়া পার্ব্বতী চন্দ্রশেখরের প্রতি-মূর্ত্তি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া, একান্তে (সখি-সমক্ষে) ঐ প্রতি-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কহিতেন,—'যখন জ্ঞানীগণ তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ কহিয়া থাকেন, তখন এইজনকে (আমাকে) তোমার প্রতি অনুরাগবতী বলিয়া জানিতেছ না কেন ?'—

মূলের "সর্ব্বগতঃ" অর্থে সর্ব্ব-ব্যাপী বা সর্ব্বজ্ঞ, দুই-ই হয়। তবে, 'সর্ব্বজ্ঞে'র প্রতিই "কথং ন বেৎসি" অর্থাৎ 'জানিতেছ না, কেন ? এই প্রশ্ন সমধিক সঙ্গত।

"সর্ব্বব্যাপী" অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে——যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি ত পার্ব্বতীর হৃদয়েও আছেন, তবে সেই হৃদয়ের শিবানুরাগ জানিতেছেন না কেন ?

এখানে, সখি-সমক্ষে পার্ব্বতীর এইরূপ উক্তিতে "লজ্জাত্যাগাবস্থা" সূচিত।

৫৯। "যখন সেই জগৎ-পতিকে পাইবার জন্য কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন ইনি পিতার আজ্ঞায় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তপস্যার্থ তপোবনে আসিলেন।—

৬০। "তপোবনে আসিয়া সখী (পার্ব্বতী) যে সকল বৃক্ষ স্বয়ং (নিজহস্তে) রোপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তপস্যার সাক্ষী-

স্বরূপ সেই বৃক্ষ-সকলে ফল পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে ; কিন্তু এখনও সখীর শশি-মৌলি-প্রাপ্তি বিষয়ক মনোরথের অঙ্কুরোদ্গমও ত দেখা যাইতেছে না।—

এখনও যখন অঙ্কুরেরও দেখা নাই, তখন ফলাশা ত বহুদূরের কথা. ইহাই ভাব।

৬১। "আহা! তপস্যা করিতে-করিতে ইনি এমন কৃশা হইয়াছেন যে, ইঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমাদের অশ্রু-পাত হয়; ইন্দ্রের অনাদরে (অনাবৃষ্টিতে) পীড়িতা কর্ষিতা-ভূমির প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ-বর্ষণের ন্যায়, কবে যে সেই প্রার্থিত-দুর্লভ মহাদেব আমাদের (সখী) এই পার্ব্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, জানি না।"

কর্ষিতা-ভূমি যেমন বর্ষণের অপেক্ষা করে, কৃত-তপস্যা পার্ব্বতীও তেমনই শিবানুগ্রহের অপেক্ষা করিতেছেন। কর্ষণে যেমন ভূমিকে বারিগ্রহণোপ-যোগী করে, তপস্যাতেও তেমনই পার্ব্বতীকে মহাদেবের অনুগ্রহ-লাভের উপযোগিনী করিয়াছে, ইহাই এ উপমার নিগূঢ় সৌন্দর্য্য।

৬২। পার্ব্বতীর হৃদয়জ্ঞা সখী এইরূপে সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া নিবেদন করিলে, তখন সেই নৈষ্ঠিক-সুন্দর কোনরূপ হর্ষ-লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;— "অয়ি! ইহা কি সত্য, না, পরিহাস মাত্র?"

ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী যখন স্বয়ং মহাদেব, তখন সখি-মুখে পার্ব্বতীর শিবানু-রাগ শ্রবণে তাঁহার হর্ষ হইবারই কথা। কিন্তু এস্থলে ছদ্মবেশধারীর পক্ষে

তাহা প্রকাশ করা উচিত নয় বলিয়া, তিনি বাহ্য হর্ষ-লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না।

৬৩। তখন, অদ্রি-তনয়া সম্পুটীকৃতাঙ্গুলি হস্তের অগ্রভাগে স্ফটিকাক্ষমালা সমর্পণ করিয়া এবং অনেক চিন্তার পরে কথা কহিতে স্বীকার করিয়া, অতিকষ্টে ও স্বল্প কথায় কহিলেন ;—

'অনেক চিন্তার 'পরে' ও 'অতিকষ্টে'—উভয়ই পার্ব্বতীর স্বাভাবিক লজ্জা-ব্যঞ্জক।

৬৪। "হে বৈদিক-শ্রেষ্ঠ! (সখি-মুখে) আপনি যাহা শুনিলেন, তাহাই বটে ;—মাদৃশ জন উচ্চ-স্থান লঙ্ঘনে উৎসুক হইয়াছে ; কিন্তু এই (সামান্য) তপস্যা কি তাহার প্রাপ্তি-পক্ষে সাধক হইতে পারে? (তবু মন বুঝিতেছে না)—মনোরথের অগম্য (স্থান বা বিষয়) কিছুই নাই।"

'মনোরথের অগম্য' অর্থাৎ অভিলাষের অবিষয়, কিছুই নাই ;—শক্তির অভাব থাকিলেও মন, দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাইবার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হয় না। মনোরথের গতি সর্ব্বত্র। 'মনোরথ' অর্থাৎ মন-রূপ রথ।

৬৫। তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন ;—"তুমি মহেশ্বরকে জানিয়াও, পুনরায় তাঁহাকেই পাইতে অভিলাষ করিতেছ! তাঁহার যেরূপ অমঙ্গলাচারে রতি, তাহা ভাবিয়া আমি তোমার এই অভিলাষ অনুমোদন করিতে পারিতেছি না ;—

'মহেশ্বরকে জানিয়াও'—অর্থাৎ একবার তৎকর্তৃক ভগ্ন-মনোরথ হইয়াও।

৬৬। "হে পার্ব্বতি! (দেখিতেছি), তুচ্ছ বস্তুতে তোমার অতিশয় নির্ব্বন্ধ। (যদি তাহাই ঘটে, তবে বল দেখি), শম্ভু তাঁহার সর্প-বিজড়িত হস্তের দ্বারা যখন তোমার বিবাহ-সূত্র যুক্ত হস্তখানি প্রথম ধারণ করিবেন, তখন তাহা তুমি কেমন করিয়া সহিতে সক্ষম হইবে?—'

অনভ্যাস-হেতু অতি-ভয়ঙ্কর বলিয়াই বোধ হইবে, 'প্রথম' বলার ইহাই তাৎপর্য্য।

৬৭। "তুমি নিজেই ইহা একটু ভাবিয়া দেখ-না-কেন যে, নবোঢ়া বধূর কলহংস-চিহ্নিত পট্টবস্ত্র কি কখনও শোণিতবিন্দু-বর্ষী গজাজিনের সহিত একত্র সংযুক্ত হইবার যোগ্য?

মহাদেব গজাসুর বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম নিজে পরিধান করিতেন; ইহারই অপর নাম 'কৃত্তি'।

যদি মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহ সংঘটিতই হয়, তাহা হইলে যখন বর-বধূর বস্ত্রগ্রন্থি দিতে হইবে, তখন পার্ব্বতীর সুচিত্রিত পট্টবাসে ও মহাদেবের সেই শোণিতাদ্র কৃত্তি-বাসে এক করিয়া বাঁধিতে হইবে—কি অযোগ্য মিলন!

৬৮। "কুসুমাস্তৃত বিবাহ-মণ্ডপে বিচরণ করার পরেই, তোমার সেই সালক্তক চরণদ্বয়ের লাক্ষারঞ্জিত পদচিহ্ন-সকল কেশাকীর্ণ শ্মশান-ভূমিতে দেখিতে ইচ্ছা করে, তোমার শত্রুর মধ্যেও কি এমন কেহ আছে?—

বিবাহ-কালে পিতৃগৃহে কুসুমাস্তৃত-মণ্ডপে পার্ব্বতীর পদক্ষেপ এবং তৎপরে বিবাহান্তে সেই সালক্তক পদেই শম্ভুর সঙ্গে শব-কেশাকীর্ণ শ্মশানে

বিচরণ ! মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর পরিণয় হইলেই এই বিসদৃশ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী !

৬৯। "যদি" সেই ত্রিনেত্রীর বক্ষালিঙ্গনই তোমার ঘটে, তাহা হইলে, হরিচন্দনের আস্পদ তোমার এই স্তনযুগলে হরিচন্দনের স্থানে চিতাভস্ম বিরাজ করিবে ; বল দেখি, ইহা অপেক্ষা অতি অসঙ্গত কিছু হইতে পারে ?—

মহাদেবের দেহ চিতাভস্ম-রাগে বিভূতিভূষিত ; সুতরাং তাঁহার সহিত বিবাহ হইলে স্বামীর আলিঙ্গনে পার্ব্বতীর বক্ষ—হরিচন্দনরাগই যাহার উপযুক্ত—সেই বক্ষ চিতাভস্ম-রাগে বিসদৃশ দেখাইতে থাকিবে !

'ত্রিনেত্রী' এখানে বিরূপতা-ব্যঞ্জক।

৭০। "আর-এক বিড়ম্বনা তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান এই যে, বিবাহান্তে তোমার গজেন্দ্রের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ বৃষভে চড়িয়া যাইতে দেখিয়া সাধুজনে না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না।—

কোথায় সমৃদ্ধশালী বর গিরিরাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া গজেন্দ্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া লইয়া যাইবেন, না, বৃষভ-বাহন তাঁহাকে এক বুড়া ষাঁড়ের উপরে চড়াইয়া লইয়া যাইতেছে ! ইহা দেখিয়া কি লোকে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে ?— লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া ভাল নয়, ইহাই ভাব।

৭১। "পিনাকীর সঙ্গ প্রার্থনা করিয়া সম্প্রতি দুইটী বস্তু শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইল ;—সুকান্তি চন্দ্রকলা ত পূর্ব্বেই

শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন লোকের নয়ন-কৌমুদী-স্বরূপা তুমিও সেই দশা প্রাপ্ত হইলে!—

কুৎসিতের সঙ্গে সুরূপের সমাগম শোচনীয়; শম্ভু-সমাগমে শশিকলা ত পূর্ব্ব হইতেই শোচনীয় হইয়া আছে; এখন পার্ব্বতীও শোচনীয় হইতে চলিলেন;—ইহাই তাৎপর্য্য।

৭২। "ত্রিলোচনের বিরূপাক্ষই তাঁহার রূপের পরিচয় দিতেছে! অজ্ঞাত জন্মেই তাঁহার কুলের পরিচয়! আর দিগম্বরত্বেই তাঁহার ধন-সম্পত্তির পরিচয়!—অধিক কি বলিব?—হে কুরঙ্গশাবকাক্ষি! বরে রূপগুণাদি যে-যে বিষয় লোকে দেখিতে চায়, ত্রিলোচনে কি তাহার একটীও বিদ্যমান?—

কথিত আছে—"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥" বিবাহ-বিষয়ে কন্যার প্রার্থনা বরের রূপ; মাতার প্রার্থনা বরের ধন-সম্পত্তি; পিতা চাহেন, বরের বিদ্যা; কন্যা-বান্ধবেরা চাহেন, বরের বংশ; আর অপর লোকে যথেষ্ট মিষ্টান্ন পাইলেই তুষ্ট। কিন্তু মহাদেবে উহার সকলগুলিই বিদ্যমান না থাকুক, উহার একটাও কি আছে?—তিনি বিরূপাক্ষ, অজ্ঞাত-জন্ম, ও দিগম্বর!

৭৩। "অতএব তুমি এই অসদভিলাষ হইতে তোমার মনকে নিবৃত্ত কর; কোথায় এবংবিধ অমঙ্গল-শীল পুরুষ, আর কোথায় তোমার মত প্রশস্ত-ভাগ্যচিহ্নযুক্তা রমণী!—সাধুজনে কখনও শ্মশান-শূলের বৈদিক-যূপ-সংস্কার করিতে ইচ্ছা করেন না।"

সেই অমঙ্গলাচারী পুরুষে, আর এই সৌভাগ্য-লক্ষণা পার্ব্বতীতে প্রভূত প্রভেদ—এমন কি, একে অন্যের ঠিক বিপরীত-গুণসম্পন্ন বলিলেই হয়। অতএব, এই উভয়ের মিলন কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে,—ইহাই ব্রহ্মচারীর উক্তির মর্ম্ম।

'শ্মশান-শূল'—বধ্য ভূমিতে প্রোথিত শূল।

'বৈদিক-যূপ-সংস্কার' - যজ্ঞার্থ পশু-বন্ধনের কাষ্ঠ-স্তম্ভকে 'যূপ' বলে। জল-সেকাদি 'বৈদিক' আচারে সংস্কার করিয়া উহাকে ক্রিয়োপযোগী করিতে হয়। এই পুণ্যাত্মক সংক্রিয়া যূপেরই যোগ্য,—শ্মশান-শূলের নহে।

৭৪। ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রতিকুল-বাদী হইলে, কোপে পার্ব্বতীর অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল; তখন তিনি তাঁহার ভ্রূ-লতা বিকুঞ্চিত করিয়া উপান্ত-লোহিত নেত্রে বক্র-দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

শিবগুণ-মুগ্ধা, শিবগতপ্রাণা পার্ব্বতীর মনে শিব-নিন্দা অসহ্য। 'বক্রদৃষ্টি'—অনাদর-ব্যঞ্জক।

৭৫। পরে, পার্ব্বতী ব্রহ্মচারীকে কহিলেন;—"আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে, নিশ্চয়ই মহাদেবকে আপনি পরমার্থতঃ জানেন না। মহাত্মাদিগের চরিত অলোক-সামান্য এবং তাঁহাদের আচরিত অনুষ্ঠানাদির হেতুও দুর্ব্বোধ; এইজন্যই মূঢ় লোকে (না বুঝিয়া) তাঁহাদিগের আচরণে দোষারোপ করে।—

৭৬। "বিপৎ-প্রতীকার-প্রয়াসী বা ঐশ্বর্য্যকামী লোকে মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু যিনি জগতের শরণ্য এবং যিনি সর্ব্ববিধ-কামনা-বিরহিত, তাঁহার ঐ সকল মাঙ্গলিকে,—যাহাতে চিত্ত-বৃত্তি আশা-কলুষিত হয়, এরূপ মাঙ্গলিক আচরণে—প্রয়োজন কি ?—

মহাদেব 'কদাচারী', 'শ্মশান-বাসী' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত নিন্দাবাদের উত্তর।

৭৭। "মহাদেব নিজে দরিদ্র হইয়াও সম্পদ্-দাতা, শ্মশান-বাসী হইয়াও ত্রিলোক-নাথ, এবং ভীম-রূপী হইয়াও শিব (সৌম্য),—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; তাঁহাকে যথার্থরূপে জানে, এমন কেহই নাই!—

ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন;—"হে পার্ব্বতি, দেখিতেছি, তুচ্ছ বস্তুতে তোমার অতিশয় নির্ব্বন্ধ" ইত্যাদি। ইহা তাহারই উত্তর।

৭৮। "এই নিখিল বিশ্বই যাঁহার মূর্ত্তি, তিনি অঙ্গে বিভূষণই ধারণ করুন বা সর্পই জড়ান,—গজাজিনই পরিধান করুন বা পট্টবস্ত্রই পরিধান করুন,—আর তিনি কপাল-ধারীই হউন বা ইন্দু-শেখরই হউন,—তাঁহার প্রকৃত রূপ যে কি, তাহা কিছুতেই অবধারণ করা যায় না!—

সকল রূপই তাঁহাতে সম্ভব। ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন—'নবোঢ়া বধূর কলহংসচিহ্নিত পট্টবস্ত্র কি কখন শোণিতবিন্দুবর্ষী গজাজিনের সহিত একত্র সংযুক্ত হইবার যোগ্য?"—ইহা তাহারই উত্তর।

৭৯। "তাঁহার অঙ্গের সংসর্গ পাইয়া চিতা-ভস্ম নিশ্চয়ই বিশুদ্ধিই প্রাপ্ত হয়; নতুবা, (বিভূতি-ভূষণের) নৃত্যাভিনয়-কালে তাঁহার দেহ হইতে স্খলিত ঐ চিতাভস্ম-রজঃ দেবগণ নিজ-নিজ শিরে বিলেপন করিবেন কেন?—

ব্রহ্মচারী কহিয়াছিলেন যে, পার্ব্বতীর হরিচন্দনাস্পদ স্তনযুগলে চিতাভস্ম বিরাজ করিবে, ইত্যাদি—ইহা তাহারই উত্তর। মহাদেবের দেহের যে চিতাভস্ম দেবগণেরাও মাথায় মাখেন, তাহ পাওয়া ত অতি-বড় সৌভাগ্যেরই বিষয়!

৮০। "সেই নিঃসম্পদ মহাদেব যখন বৃষভারোহণে গমন করেন, তখন মদস্রাবী দিগ্‌গজারোহী (ঐরাবতারোহী) ইন্দ্রও তাঁহার পদে স্বীয় মুকুট লুণ্ঠিত করিয়া, সেই মুকুটস্থ বিকশিত-মন্দার-কুসুমের পরাগে ঐ পদদ্বয়ের অঙ্গুলি-গুলি অরুণিত করিয়া থাকেন!—

যিনি ইন্দ্রেরও পূজ্য, তাঁহার আর সম্পদেরই বা কি প্রয়োজন, আর বৃষারোহণেই বা কি দোষ? ইহা মহাদেবের দিগম্বরত্ব ও বৃষবাহনত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর উক্তির উত্তর।

৮১। "নষ্টস্বভাব-প্রণোদিত হইয়া আপনি ঈশ্বরের দোষ কথনে ইচ্ছুক হইয়াও কিন্তু তাঁহার প্রতি একটী বাক্য যথার্থই কহিয়াছেন;—পণ্ডিতেরা যাঁহাকে ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা কহিয়া থাকেন, সেই (অনাদি) ঈশ্বরের জন্ম জানা যাইবে কেমন করিয়া?—

ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন যে, ত্রিলোচন 'অজ্ঞাত জন্মা'। এখানে পার্ব্বতীর তীব্র বিদ্রূপোক্তি তাহারই উত্তর।

৮২। "আর বিবাদে প্রয়োজন নাই;, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে যেমন শুনিয়াছেন, তিনি অশেষ প্রকারে সেইরূপই হউন। আমার মন কিন্তু তাঁহাতে প্রেমভাব-রূপ একমাত্র রস আস্বাদনার্থ অবস্থান করিতেছে;—কামনা কখনও, লোকে কি বলিবে, তাহা লক্ষ্য করে না।—

৮৩। "হে সখি! এই ব্রাহ্মণের ওষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছে; বুঝি, পুনরায় ইনি কিছু-না-কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; উঁহাকে নিবারণ কর। যে মহতের অপবাদ করে, কেবল সেই-যে পাপভাগী হয়, তাহা নহে; যে তাহার কাছে (ঐ অপবাদ) শ্রবণ করে, সেও পাপভাগী।—

মহতের নিন্দা 'করা' দূরে থাকুক, 'শুনিতেও' শাস্ত্রের নিষেধ।

৮৪। "অথবা, এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই"—এই বলিয়া পার্ব্বতী চলিলেন; (রোষভরে দ্রুতগমন হেতু) তাঁহার বক্ষের বল্কল স্রস্ত হইয়া পড়িল। পার্ব্বতীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বৃষরাজ-ধ্বজ (মহাদেব) নিজরূপ প্রকাশ করিয়া সহাস্যে পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন।

৮৫। তখন সাক্ষাৎ মহাদেবকে দেখিয়া সাত্ত্বিক-ভাবোদয়ে পার্ব্বতী কাঁপিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অঙ্গ-যষ্টি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বিক্ষেপের জন্য যে পদ উঠাইয়াছিলেন, সে পদ উঠানই রহিল,—পর্ব্বত কর্তৃক পথাবরোধ-হেতু আকুলিতা নদীর ন্যায়, পার্ব্বতী না-পারিলেন যাইতে, না-পারিলেন স্থির থাকিতে।

ভাবোচ্ছ্বাসে ও লজ্জায় পার্ব্বতীর এই সঙ্কটাবস্থা,—ভাবোচ্ছ্বাসে যাইতেও পারিতেছিলেন না, অথচ লজ্জায় থাকিতেও পারিতেছিলেন না; ইহা আত্যন্তিক প্রেম-ভাবের সাত্ত্বিক লক্ষণ।

৮৬। (তখন) "হে অবনতাঙ্গি! সুবহু তপের দ্বারা তুমি আমায় ক্রয় করিলে; আজ হইতে আমি তোমার দাস হইলাম;"—চন্দ্রমৌলি এইরূপ কহিলে, তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর তপঃক্লেশ বিদূরিত হইয়া গেল;—কারণ, ফলসিদ্ধি হইলে ক্লেশ আবার নবতা ধারণ করে।

ক্লেশ সফল হইলে, সে ক্লেশ আর থাকে না; তখন দেহ ও মন দুই-ই পুনরায় পূর্ব্বের মতই 'নবতা' অর্থাৎ অক্লিষ্টভাব প্রাপ্ত হয়।

"তপঃ-ফলোদয়" নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

১। ইহার পরে, পার্ব্বতী একান্তে সখিমুখে বিশ্বাত্মা মহাদেবকে জানাইলেন,—"ভূধরেশ্বর হিমবান্ আমার সম্প্রদাতা. ইহাই আপনি সপ্রমাণ করুন।"

বিধিমতে পিতা কর্ত্তৃক সম্প্রদত্তা হইয়া পরিণীতা হইলে, পার্ব্বতী পরম অনুগৃহীতা হইবেন, ইহাই ভাব।

২। সখি-মুখে এইকথা জানাইয়া এবং হর-প্রাপ্তি কামনায় সঙ্কুচিতা হইয়া, পার্ব্বতী, বসন্তে পরভৃত-মুখরা চূত-যষ্টির ন্যায়, স্থিরভাবে অন্তিকে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

চূত-শাখা নিজে কথা কহিতে পারে না বলিয়া, কোকিলার মুখ দিয়াই যেন নিজের কথা কহায়;—এখানে পার্ব্বতীও তদ্রূপ, সখি-মুখে বার্ত্তা কহাইয়া বসন্তের চূত-যষ্টির ন্যায় একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রাপ্ত-যৌবনা পার্ব্বতী সৌন্দর্য্যে যেন বসন্তের 'চূতযষ্টি' এবং কোকিলা-রূপ-সখি-মুখে মুখরিতা।

৩। স্মর-শাসন (মহাদেব) তখন,—"তাহাই করিব"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং অতি-কষ্টে উমাকে ছাড়িয়া গিয়া, জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষিগণকে স্মরণ করিলেন।

'অতি-কষ্টে'—উমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ-ব্যঞ্জক।

৪। (শিব কর্তৃক স্মরণ মাত্র) তৎক্ষণাৎ সপ্তর্ষিগণ স্বীয় প্রভামণ্ডলে আকাশকে সুপ্রকাশিত করিতে-করিতে, অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া, প্রভুর সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন।

৫। এই সপ্তর্ষিগণ ব্যোম-গঙ্গা-প্রবাহে—যাহার তরঙ্গ কর্তৃক তীরস্থ মন্দার-বৃক্ষরাজীর কুসুম-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং যাহার জল দিগ্‌গজদিগের মদগন্ধে সুগন্ধী,—সেই ব্যোমগঙ্গায় স্নাত।—

৬। মুক্তাময় যজ্ঞোপবীত, হেমময় বল্কল ও রত্নময় জপ-মালা ধারণ করিয়া, উঁহারা যেন বানপ্রস্থাশ্রমী কল্পবৃক্ষগণের মত প্রতিভাত হইতেছিলেন।—

কল্পবৃক্ষই সুবর্ণ-মণিমুক্তাদি ফলে।

৭। সহস্র-রশ্মি সূর্যদেব তাঁহার রথাশ্বগণকে (সপ্তর্ষি-মণ্ডলের) অধঃপ্রদেশ দিয়া চালাইয়া, এবং (তন্মণ্ডলাঘাত-ভয়ে) তাঁহার রথধ্বজা নামাইয়া, স্বয়ং এই সপ্তর্ষিগণকে প্রণাম-পূর্বক (গমনানুমতি-প্রাপ্তি পর্যন্ত) প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন।—

সপ্তর্ষিগণ সূর্যদেবেরও সম্পূজ্য এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডল সূর্য মণ্ডলেরও উপরে।

৮। প্রলয়-বিপদে যখন পৃথিবী বাহুলতা দ্বারা বরাহদংষ্ট্রা ধরিয়া তৎকর্তৃক উদ্ধৃতা হয়েন, তখন এই সপ্তর্ষিগণও পৃথিবীর সঙ্গে ঐ মহাবরাহ-দংষ্ট্রায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।—

এই সপ্তর্ষিগণ মহাপ্রলয়েও অবিনাশী।

৯। বিশ্বযোনি ব্রহ্মার পরে, এই সপ্তর্ষিগণ অবশিষ্ট সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া, ইঁহারা (ব্যাসাদি) পুরাণবিৎ কর্ত্তৃক পুরাতন সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত।—

১০। ইঁহারা পরিপাক-প্রাপ্ত, বিশুদ্ধ, প্রাক্তন-তপস্যার ফলভোগ করিতে থাকিয়াও, (এখনও) তপোনিষ্ঠ।

ইঁহাতে প্রারব্ধভোগী সপ্তর্ষিগণের তপোনিষ্ঠার নিষ্কামত্ব সূচিত।

১১। তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনী সাধ্বী অরুন্ধতী দেবী পতি-পদে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া, যেন সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অরুন্ধতী যেন সপ্তর্ষিদিগের মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধি (পবিত্রতা-ব্যঞ্জক)।

১২। ভগবান্ (মহাদেব) অরুন্ধতীকে ও মুনিদিগকে সমান গৌরবেই দেখিলেন ;—কারণ, সাধুগণের চরিত্রই পূজ্য ; তাঁহারা স্ত্রী, কি, পুরুষ—ইহা দেখিবার বিষয় নহে।

কথিত আছে ;—"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ"—অর্থাৎ গুণীর গুণই পূজ্য বস্তু ; তিনি পুরুষ, কি, স্ত্রী অথবা বৃদ্ধ, কি বালক—ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।

১৩। অরুন্ধতীকে দেখিয়া শম্ভুর দারপরিগ্রহার্থ যত্ন আরও অধিক হইল ;—পতিব্রতা পত্নীরাই ত (যজ্ঞাদি) ধর্ম্ম-ক্রিয়া-সকলের মূল কারণ।

ধর্ম্ম-কর্ম্মই গার্হস্থ্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সে-পক্ষে অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতা পত্নীই প্রধান সহায়।

১৪। যদিও ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়াই মহাদেবের মন পার্ব্বতীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, তবু ইহাতে পূর্ব্বাপরাধ-ভীত মদনের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

মহাদেবের এই দারাসক্তি ধর্ম-ভাব প্রণোদিত হইলেও, ইহাতে মদনের কার্য্যের অবসর ঘটিবে; সুতরাং পুনর্জ্জীবন-লাভ সন্নিকট ভাবিয়া মদনের মন 'প্রফুল্ল' হইল।

হর-কোপানলে দগ্ধ হইয়া মদন ভাবিয়াছিলেন, বুঝি মহাদেব পার্ব্বতী প্রতি-আসক্তিহীন; সুতরাং আসক্তি ঘটাইতে যাওয়া 'অপরাধ' হইয়াছিল। কিন্তু এখন মহাদেবের মনে সেই পার্ব্বতীর প্রতি আসক্তির সঞ্চার দেখিয়া, মদনের মন 'অপরাধ-ভয়'-বিহীন হইয়া, বরং কার্য্য-সাফল্যের আশায় 'প্রফুল্ল' হইয়া উঠিল। পুনর্জ্জীবনের সঙ্গে কার্য্য-সাফল্য,—ইহাও মদনের প্রফুল্লতার হেতু।

১৫। (মহাদেব সগৌরবে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলে) পরে, সাঙ্গ-বেদ-প্রবক্তা সেই সপ্তর্ষিগণ প্রীতি-কণ্টকিত-গাত্রে জগদ্গুরু মহাদেবকে পূজা করিয়া, কহিতে লাগিলেন ;—

১৬। "আমরা-যে সম্যক্ বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, আমরা-যে অগ্নিতে বিধি-পূর্ব্বক হোম করিয়াছি, আমরা-যে তপস্যাচরণ করিয়াছি, আজ আমাদের (সেই-সকল কার্য্যের) ফল পরিপক্ক হইল ;—

এখানে আশ্রম-ত্রয়ের কার্য্য-সকল যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে ;—'বেদধ্যয়ন' ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কার্য্য, 'হোম' গার্হস্থ্যাশ্রমের কার্য্য, এবং 'তপস্যা' বানপ্রস্থাশ্রমের কার্য্য।

১৭।—"যেহেতু, জগদধিপ হইয়া আপনি, আমাদের মনোরথের অগোচর এমন-যে আপনার মনোদেশ, সেইখানে আজ আমাদিগকে লইয়াছেন।—

'মনোদেশে লওয়া'—অর্থাৎ মনে স্মরণ করা।

মহাদেবের মনোদেশ সপ্তর্ষিগণের মনোরথেরও অগোচর, সুতরাং আজ মহাদেব কর্তৃক স্মৃত হইয়া সপ্তর্ষিগণ সবিশেষ অনুগৃহীত।

১৮। "আপনাকে যে ব্যক্তি অন্তরে স্মরণ করে, স্মৃতি-দিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ; আর আজ ব্রহ্মযোনি আপনিই আমাদিগকে অন্তরে স্মরণ করিয়াছেন ;—সুতরাং আমাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব ?—

১৯। "সত্য, আমরা চন্দ্র-সূর্য্য হইতেও উচ্চ স্থানে অবস্থান করি ; কিন্তু আজ আপনার স্মরণানুগ্রহে, আমরা তাহা হইতেও উচ্চতর পদ পাইলাম।—

আকাশে 'সপ্তর্ষি-মণ্ডল'-নামে এক প্রসিদ্ধ তারকা-গুচ্ছ আছে—("Great Bear") সৌর-জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

২০। "আপনার কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া আমরা নিজে-দিগকে বড় জ্ঞান করিতেছি ;—কারণ, উত্তমের নিকট সমাদর পাইলেই প্রায়শঃ নিজগুণের প্রতি প্রত্যয় জন্মে।—

২১। "হে বিরূপাক্ষ! আপনার কর্ত্তৃক স্মরণ জন্য, আমাদের (অন্তরে) যে প্রীতি হইয়াছে, তাহা,—আপনি প্রাণিগণের অন্তর্য্যামী,—আপনার কাছে আর কি নিবেদন করিব ?—

অন্তরের প্রীতি 'অন্তর্যামী' যেমন বুঝিবেন, বাক্য দ্বারা নিবেদন করিয়া তেমন বুঝান-অসম্ভব।

২২। "হে দেব! আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও, তত্ত্বতঃ আপনাকে আমরা জানি না ; অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার স্ব-রূপ ব্যক্ত করুন ;—আপনি বুদ্ধি-মার্গের অতীত!—

সপ্তর্ষিদিগের সমক্ষে এখন মহাদেবের যে রূপ বিদ্যমান, উহা তাঁহার দৃশ্যমান রূপ মাত্র,—তাত্ত্বিক রূপ নহে! তাঁহার তাত্ত্বিক রূপ যে কি, তাহা তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত না করিলে, জ্ঞান বলে অপরের জানিবার সাধ্য নাই ;—এমন কি, সপ্তর্ষিদিগের ন্যায় জ্ঞানীদিগেরও নাই—ইহাই ভাব।

২৩। "হে ভগবন্! আপনার এই দৃশ্যমান যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতেছি, ইহা কি আপনার সেই মূর্ত্তি—যাহার দ্বারা আপনি এই ব্যক্ত জগৎ সৃজন করেন? না, যাহার দ্বারা আপনি

সেই সৃষ্ট জগৎ পালন করেন, ইহা আপনার সেই মূর্ত্তি? অথবা, যাহার দ্বারা আপনি বিশ্বের সংহার করেন, ইহা কি আপনার সেই মূর্ত্তি?—আপনার এই মূর্ত্তি ঐ তিনের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের) কোন্‌টী?

মহাদেব আদি-দেব। স্বজন, পালন, ও সংহার এই কার্য্য- ত্রয়ের জন্য তিনি তিন-রূপে প্রকট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহার যে স্ব-রূপ কি, তাহা জ্ঞানের অতীত!

২৪। "অথবা, হে দেব! আমাদের এই সুমহতী প্রার্থনা এখন থাকুক। আপনার স্মরণমাত্রে আমরা উপস্থিত হইয়াছি; এখন কি করিব, আজ্ঞা করুন।"—

ভগবানের স্বরূপ-নিরূপণ,—ইহা অতি গভীর ও গুহ্যতম কথা; সুতরাং এরূপ সুমহতী প্রার্থনার সময় ইহা নহে।

২৫। তখন ভগবান্ তাঁহার শুভ্র দশন-কান্তি দ্বারা শিরঃস্থ চন্দ্রকলার ক্ষীণপ্রভাকে বাড়াইয়া, উত্তর করিলেন;—

হর-শিরে চন্দ্রের একটী-মাত্র কলা বিরাজ করে; সুতরাং উহার প্রভা 'ক্ষীণ'। কথা কহিবার কালে, দশন-কান্তি সুপ্রকাশিত হইয়া, চন্দ্রকলার ক্ষীণ কান্তিকে বাড়াইল;—ইহা দশনের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক। 'শুভ্র'ত্ব-হেতু দশন-কান্তি, চন্দ্রকলার শুভ্র কান্তিকে 'বাড়াইতে' পারিল। জয়দেবের "দন্তরুচি-কৌমুদী"।

২৬। "হে ঋষিগণ! আপনারা জানেন, আমার কোন প্রবৃত্তিই স্বার্থ-প্রণোদিত নহে; আমার অষ্টমূর্ত্তি দ্বারাই আমার এই পরার্থ-প্রবৃত্তি সূচিত হইতেছে।—

মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি, যথা:—"সর্ব্ব" নামে ক্ষিতি-মূর্ত্তি, "ভব' নামে জল-মূর্ত্তি, "রুদ্র" নামে অগ্নিমূর্ত্তি, উগ্রনামে বায়ু-মূর্ত্তি, "ভীম" নামে আকাশমূর্ত্তি "পশুপতি" নামে যজমান-মূর্ত্তি, "মহাদেব" নামে চন্দ্র-মূর্ত্তি, এবং "ঈশান" নামে সূর্য্য-মূর্ত্তি।

মতান্তরে, অষ্টমূর্ত্তি, যথা:—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি। ভগবানের এই সকল মূর্ত্তিই বিশ্বের হিতার্থে অবলম্বিত ও 'পরার্থে' প্রয়োজিত।

২৭। "তৃষাতুর চাতকেরা যেমন মেঘের কাছে বারি-বর্ষণ যাচ্ঞা করে, সম্প্রতি শত্রুপীড়িত দেবগণও তেমনই আমার কাছে পুত্রোৎপাদনের প্রার্থনা করিয়াছেন।—

এস্থলেও ভগবানের 'পরার্থ-প্রবৃত্তি' সূচিত।

২৮। "এই জন্য, যজ্ঞার্থী যেমন হবির্ভুক (অগ্নি) উৎপাদনের নিমিত্ত অরণি-সংগ্রহের ইচ্ছা করে, আমিও তেমনই পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত পার্ব্বতীকে পাইতে ইচ্ছা করিতেছি।—

২৯। "এখন, আমার এই প্রয়োজনে, হিমবানের কাছে পার্ব্বতী যাচ্ঞা করা আপনাদেরই কর্ত্তব্য; কারণ, সাধুগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত (বৈবাহিকাদি) সম্বন্ধ কখনই বিকলতা-প্রাপ্ত হয় না।—

৩০। "হিমবান্ যেরূপ উন্নত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও ভূভারবহন-ক্ষম, তাহাতে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে, উহা আমার অগৌরবের বিষয় হইবে না।—

'উন্নত', 'সুপ্রতিষ্ঠিত', ও 'ভূভার-বহনক্ষম'—এই তিনটী বিশেষণ সূক্ষ্মদেহধারী নগাধিরাজের প্রতি প্রযুজ্য হইলেও, ঐ তিনটী বিশেষণের দ্বারা হিমালয়ের স্থূলদেহের প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়াছে;—হিমালয়ের স্থূলদেহও 'উন্নত', 'সুপ্রতিষ্ঠিত', ও ভূভার-বহনক্ষম'।

৩১। "কন্যার্থে, হিমবানকে যেরূপ কহিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আর আপনাদিগর প্রতি উপদেশের প্রয়োজন দেখি না;—কারণ, আপনাদের প্রণীত আচারই সাধুগণ অন্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন।—

সপ্তর্ষিগণ নিজেরাই যখন অন্যের উপদেষ্টা, তখন আর তাঁহাদিগকে উপদেশ করিবার প্রয়োজনাভাব।

৩২। "আর্য্যা অরুন্ধতীরও এই কার্য্যে সাহায্য করা উচিত;—এইরূপ বৈবাহিক-সম্বন্ধ-সংঘটন-কার্য্যে সচরাচর পতিপুত্রবতী গৃহিণীরাই সমর্থা হইয়া থাকেন।

স্ত্রী-প্রধান কার্য্যে গৃহিণীদের কথাই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পতিপুত্রবতী গৃহিণীরা কন্যার মাকে কন্যার ভাবী সুখদুঃখের কথা যেমন বুঝাইবেন, এমন আর কেহই পারিবে না; এবং তাঁহাদের কথায় কন্যার মা যেমন বুঝিবেন ও বিশ্বাস করিবেন, এমন আর কাহার কথায় নহে; এইজন্যই এখানে অরুন্ধতীর পটুতা।

৩৩। "অতএব, কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে আপনারা হিমবানের 'ওষধি-প্রস্থ' নামক পুরে গমন করুন; এই (সম্মুখস্থ) মহা-কোশী-প্রপাত-স্থলে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

'মহাকোশী' নামে কোন নদী; তাহারই 'প্রপাতে' অর্থাৎ যেখানে ঐ নদী উচ্চতর শৃঙ্গ হইতে 'পতিত' হইতেছে।

যে পর্য্যন্ত-না ঋষিরা বিবাহ-সম্বন্ধান্তে ফিরিয়া আসেন, ততদিন মহাদেব মহাকোশী-প্রপাত-স্থানে অপেক্ষা করিবেন।

৩৪। সংযমিদিগের আদি সেই মহাদেব বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছেন জানিয়া, প্রজাপতি-পুত্র এই তপস্বিগণ দার-পরিগ্রহ-জন্য লজ্জা ত্যাগ করিলেন।

সংযমী-শ্রেষ্ঠ শিব যখন বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে উদ্যত, তখন আর গার্হস্থ্যাশ্রমী বলিয়া সপ্তর্ষিগণের লজ্জার কারণ কোথায়?

৩৫। তখন মুনিমণ্ডল 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেলেন; ভগবান্‌ও পূর্ব্বোক্ত মহাকোশী-প্রপাত-স্থলে সমুপস্থিত হইলেন।

৩৬। মনের তুল্য বেগশালী পরমর্ষিরাও অসি-নীল আকাশে উঠিয়া অবিলম্বে ওষধিপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

৩৭। এই হিমালয়-নগরটী যেন ধনসমৃদ্ধির আস্পদ কুবেরপুরীর ঐশ্বর্য্য-সার দিয়াই নির্ম্মিত এবং যেন স্বর্গের অতিরিক্ত জনসম্পৎ নিঃসারণ করিয়াই উপনিবেশিত।—

হিমবান্-পুরী ওষধিপ্রস্থ ধনসমৃদ্ধিতে যেন কুবেরপুরীর ন্যায়; এবং উহার লোকজন স্বর্গীয়-ভাবাপন্ন।

৩৮। গঙ্গাপ্রবাহ ইহাকে পরিখা-রূপে পরিবেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; ইহার প্রাচীর বড়-বড় মনিশিলায় গঠিত; এবং প্রাচীর-মধ্যে দীপ্তিমান্ ওষধিসকল রাত্রিকালে অন্ধকার দূর করিতেছে;—অতএব, ইহা দুর্গবিং সংরক্ষিত হইলেও মনোহর!—

গঠনে সুদৃঢ় হইলেও সাধারণ দুর্গ, দেখিতে সুন্দর হয় না; কিন্তু হিমবানের পুরী যেমন গঠনে সুদৃঢ়, দেখিতে তেমনই সুন্দর। এখানে এই কাব্যের অন্যান্য স্থলের মত, জড়-হিমালয়ের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য এবং উপভোগ্য।

৩৯। এই ওষধি-প্রস্থে গজগণ সিংহভয়-বিহীন; অশ্বগণ বিলোদ্ভব; যক্ষ ও কিন্নরগণ ইহার পৌর জন; এবং বন-দেবীরা ইহার যোষিৎবর্গ।—

'সিংহ-ভয়-বিহীন'—হিমালয়ের গজগণের সিংহাধিক বলিষ্ঠত্ব-ব্যঞ্জক। বোধ হয়, বিলোদ্ভব অশ্বই তখন উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল।

৪০। ইহার মেঘস্পর্শী ভবনসকল হইতে যে মৃদঙ্গ-নাদ শ্রুত হয়, তাহা (অবিকল) মেঘগর্জ্জনের প্রতিধ্বনি বলিয়াই সন্দেহ উৎপাদন করে; কেবল তালমানেই উহাকে মৃদঙ্গ-নাদ বলিয়া বুঝা যায়।—

৪১। এই ওষধিপ্রস্থ-পুরে (শ্রেণিবদ্ধ) কল্পদ্রুম-সকল চঞ্চল বিটপাংশুকে শোভিত হইয়া, পৌর জনের অযত্ননির্ম্মিত (স্বভাব-জাত) দণ্ডপতাকা-শ্রী ধারণ করিয়াছে।—

গৃহ-শোভার্থে, দণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাতে পতাকা উড়ান হয়; এখানে স্বভাবজাত কল্পবৃক্ষের দ্বারাই ঐ শোভা সাধিত হইতেছে, ইহা ওষধি-প্রস্থের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

'কল্পদ্রুম'-শোভায় ওষধি-প্রস্থ ইন্দ্রপুরীর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই এখানে গূঢ় ভাব।

৪২। রাত্রিকালে এখানকার প্রমোদ-স্থলের স্ফটিক-হর্ম্ম্য-সকলে জ্যোতিষ্কগণ প্রতিবিম্বিত হইয়া মুক্তাহারের (বা পুষ্প-হারের) শোভা ধারণ করে।

৪৩। এখানে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে অভিসারিকাগণ ওষধিগণের আলোকে পথ দেখিতে পাইয়া, অন্ধকারের কষ্ট জানিতে পারে না।

৪৪। এই গিরি-রাজ-পুরে,, বয়সের শেষ পর্য্যন্ত লোকের যৌবন; এখানে কুসুমায়ুধ মদন ভিন্ন অন্য প্রাণান্তক কেহ নাই; এবং রতিশ্রম-জাত নিদ্রাটুকুই এখানকার লোকের যা-কিছু চৈতন্যাপগম!—

এখানকার লোকের বার্দ্ধক্য নাই,—সকলেই আজীবন যৌবন-সম্পন্ন। এখানে যমদণ্ডের ভয় নাই,—যা-কিছু প্রাণ-নাশের আশঙ্কা, সে কেবল মদনের পঞ্চশরে। এক কথায়, এই গিরিরাজপুরে লোকে অজরামর!

জরা-মৃত্যু ত এখানে নাই-ই ; এমন-কি, এখানে লোকের ক্লান্তি পর্য্যন্তও নাই ;—যা-কিছু ক্লান্তি, তাহা রতি-শ্রান্তি মাত্র ; স্বল্প নিদ্রাতেই তাহা দূর হয়, দীর্ঘ নিদ্রার প্রয়োজন হয় না।

৪৫। এখানকার যুবা-জনেরা যা-কিছু ক্ষমা-প্রার্থী, সে কেবল ভ্রুকুটি-কুটিলা, কম্পিতোষ্ঠা ও ললিতাঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন-কারিণী মানিনীদিগের কোপের শান্তি পর্য্যন্ত।—

শত্রু-কোপভয় এখানে নাই ;—এখানে যুবাদের যা-কিছু ভয়, সে কেবল মানিনীদের কোপ হইতে, এবং যা-কিছু ক্ষমা-প্রার্থনা, সে কেবল মানিনীদের কোপ-শান্তির নিমিত্ত। স্থূল মর্ম্ম এই যে, এখানে মারাত্মক ভয়ের কারণ কিছুই নাই।

৪৬। গন্ধমাদন নামে সুগন্ধী গিরি, যেখানকার কল্পবৃক্ষ-গণের ছায়ায় শুইয়া বিদ্যাধর-পথিকেরা শ্রান্তি দূর করে, সেই গন্ধমাদন এই ওষধি-প্রস্থের বহিঃস্থ উপবন !

এমন সুরম্য উপবন পুরের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

৪৭। স্বর্গীয় মুনিগণ ওষধি-প্রস্থে উপস্থিত হইয়া, এই হৈমবত-পুর দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন যে, স্বর্গোদ্দেশে (জ্যোতিষ্টোমাদি) যে-সকল অনুষ্ঠান, সে-সকলই, দেখিতেছি, কেবল প্রতারণা মাত্র।

পুণ্যফলে স্বর্গ-সুখভোগ হইবে, এইরূপ শাস্ত্রাদেশে লোকে কতই-না যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ! কিন্তু হিমবানের রাজধানী এই ওষধিপ্রস্থ-পুর স্বর্গাপেক্ষাও রমণীয়, অথচ বিনা যাগ-যজ্ঞেই এই গিরিরাজপুরে লোকে স্বর্গাধিক সুখভোগ করিতেছে !

৪৮। মুনিগণ যখন অন্তরীক্ষ হইতে বেগে অবতরণ করিতেছেন, তখন দ্বারপালেরা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল; এবং চিত্রিত অনলের ন্যায় নিস্পন্দ জটাভারে তাঁহাদিগকে মুনিগণ বলিয়া বুঝিতে পারিল;—সুতরাং নিবারণ করিল না; মুনিরাও গিরিরাজ-ভবনে নামিলেন।

'নিস্পন্দ' জটাভার—বেগাতিশয্য-ব্যঞ্জক। অতিবেগে গমনে শিরঃস্থ দীর্ঘ কেশদাম নিস্পন্দ-ভাব ধারণ করে। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকে দুষ্মন্তের বেগগামী রথাশ্ববেগের বর্ণনায় আছে :—"নিষ্কম্প-চামর-শিখা"।

৪৯। গগন হইতে অবতীর্ণ সেই মুনি-পংক্তি, বৃদ্ধানুক্রম-পুরঃসর হইয়া জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য-পংক্তিও 'বৃদ্ধানুক্রম-পুরঃসর'—অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিবিম্ব সর্ব্ব-সম্মুখে, তদপেক্ষা ছোট তাহার পশ্চাতে, ক্রমে এইরূপ যত ছোট, ততই পশ্চাতে। মুনি পংক্তিও ঐরূপ—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ, তিনি সকলের অগ্রে; যিনি তাঁহার ছোট, তিনি তাঁহার পরে; যিনি তাঁহারও ছোট, তিনি তৎপরে;—এইরূপ বয়সানুক্রমে। ইহা সম্মান-সূচক রীতি।

এখানে আরও একটী সৌন্দর্য্য আছে;—জল-মধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পংক্তির সহিত মুনিপংক্তির উপমায়, মুনিগণের তেজস্বিতা-সত্ত্বেও তাঁহাদের সুখ-দর্শনত্ব সূচিত হইয়াছে। জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত রবিচ্ছবি যেমন রবির ন্যায় উগ্রদর্শন নহে, তেমনই এই মুনিগণ তপস্বী হইলেও, যখন গার্হস্থ্যাশ্রমী, তখন তপস্বিদের মত উগ্রদর্শন নহেন, পরন্তু সৌম্য-দর্শন।

৫০। তখন গিরিরাজ, সেই পূজ্য ঋষিদিগের জন্য অর্ঘ্যার্থ জল লইয়া অন্তঃসার-গুরু পাদ-বিক্ষেপে বসুন্ধরাকে নামাইতে-নামাইতে, দূর হইতে তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

পর্ব্বত-রাজ চলিতেছেন; সে গুরু-ভারে বসুন্ধরার নামিবারই কথা। যেখানে-যেখানে পর্ব্বত-রাজের পা পড়িতেছে, সেই-সেই স্থানেই বসুন্ধরা বসিয়া যাইতেছে! কি চমৎকার-ভাবে জঙ্গম-হিমবানে স্থাবর হিমালয়ের গুরুভার আরোপিত হইয়াছে!

৫১। ধাতুবৎ রক্তাধর, প্রাংশু দেহ, দেবদারু-দীর্ঘ ভুজ এবং স্বভাবতঃ শিলাবৎ বক্ষঃ,—এই সকলের দ্বারা, ইনিই যে হিমবান্, ইহা সুব্যক্ত হইতেছে।

এখানে দ্ব্যর্থ-ঘটিত বর্ণনায় হিমবানের স্থাবর ও জঙ্গম — উভয় রূপই বর্ণিত হইয়াছে;—জঙ্গম হিমবান্ 'ধাতুর মত রক্তাধর'; স্থাবর হিমালয়ের ধাতুই যেন তাহার রক্তাধর। জঙ্গম হিমবান্ 'পর্ব্বতাকার উচ্চ'; স্থাবর হিমালয় নিজেই সু-উচ্চ পর্ব্বত। জঙ্গম হিমবান্ 'দেবদারুবৎ দীর্ঘভুজ'; স্থাবর হিমালয়ের দেবদারু বৃক্ষই—যেন তাহার 'দীর্ঘ ভুজ'। জঙ্গম হিমবান্ 'শিলাবৎ-কঠিন-বক্ষঃসম্পন্ন'; স্থাবর হিমালয়ের 'শিলাই যেন তাহার কঠিন বক্ষঃ'।

রাজপক্ষে,—'রক্তাধর', 'উন্নত-দেহ', 'দীর্ঘভুজঃ', 'কঠিন-বক্ষঃ'—এ সকলই যেমন রাজোচিত দৈহিক রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক; পর্ব্বত-পক্ষে,—ধাতুমত্তা উচ্চতা, দেবদারু-বাহুল্য ও শিলা-প্রাচুর্য্য, তেমনই পর্ব্বতোচিত স্থাবর-রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

৫২। যথাবিধি অর্চনান্তে, হিমবান্ স্বয়ং পথ-প্রদর্শক হইয়া, সেই বিশুদ্ধ-চরিত মুনিদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন।

'বিশুদ্ধ-চরিত' বলায় অন্তঃপুর-গমন-যোগ্যতা সূচিত।

৫৩। সেখানে তাঁহারা বেত্রাসনে আসীন হইলে, ভূধরেশ্বর নিজে আসন-পরিগ্রহ করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রভুগণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন—

৫৪। "অতর্কিতরূপে (অকস্মাৎ) আপনাদের এই দর্শন প্রাপ্তি, আমার পক্ষে, বিনামেঘে বৃষ্টিবৎ ও কুসুম-ব্যতিরেকে ফলবৎ প্রতিভাত হইতেছে!—

বিনা-মেঘে বৃষ্টিলাভের ন্যায়, এবং বিনা-ফুলে ফললাভের ন্যায়, অকস্মাৎ মুনিদিগের দর্শন-লাভ, দুর্লভত্ব-হেতু, হিমবানের পক্ষে পরম সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক।

৫৫। "আমি মূঢ় হইলেও, আজ আপনাদের এই অনুগ্রহে, নিজেকে জ্ঞানী মনে করিতেছি; আমি লৌহময় হইলেও, আজ নিজেকে সুবর্ণময় মনে করিতেছি; এবং মনে করিতেছি, আজ যেন আমি ভূমি হইতে উঠিয়া স্বর্গারূঢ় হইলাম!—

সপ্তর্ষিগণের দর্শন পাইয়া হিমবান্,—জ্ঞান, রূপ, ও স্থান,—এই তিন বিষয়েই যেন পরম উৎকর্ষ লাভ করিলেন। এখানেও ব্যঙ্গার্থে-হিমবানের স্থাবর-ভাবের ইঙ্গিত।

৫৬। "আজ হইতে আমি প্রাণিদিগের শুদ্ধির নিমিত্ত তীর্থ-স্বরূপ হইলাম;—কারণ, যে স্থানে সজ্জনের অধিষ্ঠান, তাহাই তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে।—

এখানে হিমবানের স্থাবর-দেহকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৫৭। "হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি নিজেকে এই দুইটী বস্তুর দ্বারাই সমান পূত মনে করিতেছি,—(এক), আমার শিরোপরে গঙ্গা-প্রপাত; এবং (দ্বিতীয়), আপনাদের এই পাদধৌত জল।

সপ্তর্ষিদিগের পাদ-ধৌত জল, গঙ্গা-জলেরই ন্যায় পাবন, ইহাই ভাব। এখানেও স্থাবরাত্মক হিমালয়ের প্রতি ইঙ্গিত।

৫৮। "আমি (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) দ্বিরূপ হইলেও, বোধ হইতেছে, আপনারা আমার জঙ্গম-দেহকে আপনাদের ভৃত্য-ভাবে নিযুক্ত করিয়া এবং আমার স্থাবর-দেহকে আপনাদের চরণাঙ্কিত করিয়া, আমার এই উভয়-রূপকেই আপনাদের অনুগ্রহ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।—

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ দুই প্রকার;—হয়, কোন কর্ম্মে নিয়োগ; না-হয়, শিরে পদার্পণ। সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক, হিমবান্ দুই প্রকারেই অনুগৃহীত হইলেন। অতএব হিমবান্ ধন্য!

এখানে হিমবান্ অনুমান করিয়া লইতেছেন যে, যখন সপ্তর্ষিরা আসিয়াছেন, তখন কোন-না-কোন কার্য্যের আজ্ঞা নিশ্চয়ই দিবেন। এই অনুমান করিয়াই, তিনি নিজেকে দুই-প্রকারেই অনুগৃহীত মনে করিতেছেন।

৫৯। "আমার প্রতি আপনাদের এই মহদনুগ্রহের জন্য আমার পরিতোষ এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, আমার এই দিগন্ত-ব্যাপ্ত দেহেও তাহার স্থান হইতেছে না।—

হিমালয়ের বিপুল দেহেও হর্ষ ধরিতেছে না। দেহের বিপুলতা স্থাবর ও জঙ্গম উভয়তঃ বুঝিতে হইবে।

৬০। "আপনারা এমনই ভাস্বর যে, আপনাদের দর্শনে কেবল-যে আমার গুহা-স্থিত বাহ্য-অন্ধকার দূরীভূত হইল তাহা নহে,—আমার মনের অজ্ঞানান্ধকারও দূরীভূত হইল, !—

দেবর্ষিগণ অন্তর্বাহ্য উভয়তই প্রভাশালী ;—তাঁহাদের প্রভায় বাহ্য তমঃও যেমন দূরে যায়, তাঁহাদের দর্শনে মানসিক তমঃও তেমনই নষ্ট হয়। সাত্ত্বিক গুণময় লোকের দর্শনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, ইহা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

৬১। "আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্য্য ত আমি কিছুই দেখিতেছি না ; যদিও কিছু থাকে, তবে তাহা যে কি, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না ; ইহাতেই আমার মনে হইতেছে যে, বুঝি আমাকে কেবল পবিত্র করিবার জন্যই আপনাদের এখানে আগমন।—

নিস্পৃহ তপস্বিগণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? যদিই বা কিছু থাকে, তবে তাহা যে কি, তাহাও হিমবান্ বুঝিতে পারিতেছেন না ; কারণ, তপের প্রভাবে সকলই ত তাঁহাদের সুলভ।

৬২। "আপনারা নিস্পৃহ; সুতরাং আপনাদের প্রয়োজনীয় কিছু না থাকিলেও, কোন-না-কোন কার্য্যে আজ্ঞা করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন ;—কারণ, কর্ম্মে বিনিয়োগই প্রভুদিগের সম্বন্ধে কিঙ্করগণের প্রতি অনুগ্রহ।—

কর্ম্মে নিয়োগ করিলেই ভৃত্য বুঝে যে, প্রভু তাহার উপর তুষ্ট ; কোন কর্ম্মে নিয়োগ না করাই বরং অতুষ্টির লক্ষণ।

৬৩। "এই আমরা, এই আমার দারা, আর এই আমার বংশের প্রাণ-স্বরূপা কন্যা ;—ইহার মধ্যে যাহার দ্বারা আপনাদের কার্য্য, বলুন, (তাহাকেই সেই কার্য্যার্থ দিব) ; (ধন-রত্নাদি) বাহ্য বস্তুর কথা ত ধর্ত্তব্যই নহে।"

দেবর্ষিগণের কার্য্য-সাধনার্থ হিমবানের অদেয় কিছুই নাই।

এখানে কেমন কৌশলে ও অবলীলা-ক্রমে কন্যার কথা আসিয়া পড়ায় সপ্তর্ষিগণের উদ্দিষ্ট বিষয় হিমবানের মুখ দিয়াই অগ্রসর হইয়া পড়িল!

৬৪। হিমবানের ঐ কথা গুহা-মুখে বিসর্পিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, বোধ হইল যেন হিমবান্ই ঐ কথা দুই বার কহিলেন!

'প্রতিধ্বনি' ধ্বনিরই অনুরূপ বলিয়া 'যেন দুইবার' কহার মত।

'দুইবার' কহা অনুরোধাতিশয্য-ব্যঞ্জক। এখানে প্রতিধ্বনির দ্বারা যেন সে কার্য্য সম্পন্ন হইল।

৬৫। হিমবান্ এইরূপ কহিলে, ঋষিগণ, কথাপ্রসঙ্গ-পটু অঙ্গিরাঃ-মুনিকে তাঁহাদের অগ্রণী-রূপে উত্তর করিতে কহিলেন। তখন, অঙ্গিরাঃ ভূধরকে বলিতে লাগিলেন —

৬৬। "আপনি যে কহিলেন,—আমাদের কার্য্যে আপনার কিছুই অদেয় নাই ইত্যাদি, তাহা, এমন কি, তদপেক্ষাও অধিক আপনাতে সম্ভবে ; আপনার শিখর-সকলও যেরূপ সমুন্নত, আপনার মনও তদ্রূপ।—

স্থাবর-হিমালয়ও যেমন 'সমুন্নত'-শিখর, জঙ্গম-হিমবান্ও সেইরূপ 'সমুন্নত'-হৃদয়। পরার্থে আত্ম-নিয়োগ, দার-নিয়োগ, কন্যা-নিয়োগাদির প্রস্তাব উন্নত হৃদয়েরই লক্ষণ।

৬৭। "(শাস্ত্রে) আপনাকে যে স্থাবর-রূপী বিষ্ণু কহিয়া থাকে, তাহা যথার্থই ;—কারণ, (বিষ্ণুর ন্যায়) আপনার কুক্ষিও ত স্থাবর-জঙ্গম-রূপী চরাচরের আধার।—

গীতায় আছে।—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ"। অর্থাৎ (ভগবান্ কহিতেছেন) যজ্ঞ-সকলের মধ্যে আমি জপ-যজ্ঞ, স্থাবরদিগের মধ্যে আমি হিমালয়। বিষ্ণু যেমন বিশ্বোদর, স্থাবর-পক্ষে হিমালয়ও তেমনই চরাচর সমস্ত ভূতের আধার ;—জগতের স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তুই হিমালয়ে বিদ্যমান।

৬৮। "আপনি পৃথিবীকে রসাতল-মূল হইতে ধরিয়া না থাকিলে, শেষ-নাগ তাহার মৃণাল-কোমল ফণা দ্বারা কি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইত ?—

৬৯। "হে পর্ব্বতরাজ! আপনার কীর্ত্তি-সকল, আপনার নদীগুলির ন্যায়, অবিচ্ছিন্ন ও নির্ম্মল প্রবাহে প্রবাহিত;—উভয়ই সমুদ্রোর্ম্মির বাধা মানে নাই; এবং উভয়ই পুণ্যত্ব-হেতু লোক-পাবন।—

হিমালয়ের নদী-সকল যেমন সাগর-তরঙ্গের বাধা না মানিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; হিমবানের কীর্ত্তিসকলও তেমনই তরঙ্গায়িত সাগরের বাধা না মানিয়া, সুদূর সাগর-পার পর্য্যন্ত প্রসারিত!

হিমালয়োদ্ভূত গঙ্গা-যমুনাদি নদীসকলও যেমন লোক-পাবন, হিমবানের কীর্ত্তিগুলিও তেমনই লোক-কীর্ত্তিত পুণ্য-শ্লোক।

৭০। "বিষ্ণু-পাদোদ্ভব বলিয়া গঙ্গার যেমন শ্লাঘা, আপনার উন্নতশিরঃ তাহার দ্বিতীয় উৎপত্তি-স্থান বলিয়াও, তাহার তেমনই শ্লাঘা।—

গঙ্গোৎপত্তি-বিষয়ে বিষ্ণুপদের পরেই হিমালয়-শিখর; ইহা হিমবানের অত্যন্ত-পবিত্রতা-সূচক উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

৭১। "হরি যখন ত্রিবিক্রম (ত্রিপাদ) দ্বারা ত্রিলোক-আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখনই-কেবল তাঁহার মহিমা ঊর্দ্ধ, অধঃ, ও তির্য্যক্—সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল; কিন্তু আপনার ঊর্দ্ধ-অধঃ-তির্য্যক্-ব্যাপী মহিমা স্বাভাবিক।—

প্রাকৃতিক গঠনে হিমালয় তির্য্যক্-ঊর্দ্ধ-অধঃ-ব্যাপী।

৭২। "আপনি যজ্ঞভাগভুক্ ইন্দ্রাদিদিগের মধ্যে স্থান পাইয়া, সুমেরুর উচ্চ ও হিরণ্ময় শৃঙ্গকেও ব্যর্থ করিয়াছেন।—

সুমেরু যখন যজ্ঞভাগভুক্ নহেন, তখন তাঁহার উচ্চ ও হিরণ্ময় শৃঙ্গ থাকা বৃথা হইয়াছে;—কারণ, যজ্ঞভাগ পাইয়া দেবগণের মধ্যে গণ্য হওয়াই চরম সম্মান-ব্যঞ্জক।

৭৩। "সজ্জনের আরাধনায় পটু এই-আপনার ভক্তিনম্র জঙ্গম-দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি আপনার কাঠিন্যাংশ-সমস্তই আপনার শিলাময় স্থাবর-দেহে অর্পণ করিয়াছেন।—

এই জঙ্গম-হিমবান্ এমনই ভক্তিনম্র, যে ইঁহাতে স্থাবর-হিমালয়ের কাঠিন্যের লেশমাত্র নাই।

৭৪। "এখন, আমাদের আগমনের প্রয়োজন শুনুন;—সে প্রয়োজন বাস্তবিকই আপনারই; আমরা কেবল শ্রেয়ঃ উপদেশ করিয়া উহাতে অংশীভাগী মাত্র!—

কার্য্যটী বাস্তবিক হিমবানেরই; কারণ, ইহা তাঁহারই কন্যার উৎকৃষ্ট বিবাহের প্রস্তাব; সুতরাং তিনিই ইহার ফলভোগী; ঋষিরা কেবল উপদেষ্টা মাত্র।

৭৫। "যে অষ্টগুণ কেবল মহাদেবেরই ঐশ্বর্য্য-বাচক, আর কাহারই নহে—অণিমাদি সেই অষ্টগুণ যিনি ধারণ করিয়া

থাকেন ; আর যিনি অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত, 'পরমেশ্বর' এই নাম ধারণ করিয়া থাকেন ; (সেই শম্ভু ইত্যাদি)—

অষ্টগুণ বা বিভূতি, যথা—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবসায়িতা। এই অষ্টবিধ গুণ কেবল ভগবান্ মহাদেবেই বিদ্যমান, অন্য-কাহাতেই নহে।

৭৬। "যান-নিয়োজিত অশ্ব-সকল যেমন পরস্পারের সহায়তায় পথে রথকে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনই পৃথিব্যাদি যাঁহার অষ্টমূর্ত্তি পরস্পরের সহায়তা করিয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; (সেই শম্ভু ইত্যাদি)—

মহাদেবের অষ্ট-মূর্ত্তি, যথা :—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎব্যোম এই পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও যজমান (অথবা অগ্নি)।

রথাশ্বগনের ন্যায় অষ্টমূর্ত্তির পরস্পর আনুকুল্যে এই জগদ্রথ চলিতেছে।

৭৭। "যোগিগণ যাঁহাকে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মা-জ্ঞানে অন্বেষণ করেন, এবং মণীষিগণ যাঁহার পদকে পুনর্জ্জন্ম-ভয়-নিবারক কহিয়া থাকেন ; (সেই শম্ভু ইত্যাদি)—

৭৮। "বিশ্বের যাবতীয় কর্ম্মের সাক্ষী ও বরদ সেই শম্ভু সাক্ষাৎ-নিজে আমাদের মুখ দিয়া আপনার কন্যাকে যাচ্ঞা করিতেছেন।—

৭৯। "কথার সহিত অর্থের যোগ সাধনের ন্যায়, কন্যার সহিত তাঁহার যোগ সংঘটন করাই এখন আপনার কর্ত্তব্য ;—কারণ, কন্যা সৎপাত্র-ন্যস্তা হইলে, (কন্যা-বিষয়ে) পিতার কোন দুঃখই থাকে না।—

৮০। "স্থাবর-জঙ্গম, যাবতীয় সকলেই আপনার এই কন্যাকে মাতা জ্ঞান করুক ;—কারণ, মহাদেব জগতের পিতা!—

ইহাতে প্রস্তাবিত বিবাহে কন্যার ভাবী সৌভাগ্য সূচিত। 'জগৎ-পিতা'র সহিত বিবাহে পার্ব্বতী 'জগন্মাতা' হইবেন।

৮১। দেবগণ শিতিকণ্ঠকে প্রণাম করিয়া, তৎপরে তাঁহাদের চূড়া-মণির কিরণে এই কন্যার চরণদ্বয় রঞ্জিত করুন।—

ইহাও পার্ব্বতীর ভাবী সৌভাগ্য-সূচক। মহাদেব দেবগণের মান্য ; সুতরাং তাঁহার সহিত বিবাহে পার্ব্বতীও দেব-মান্যা হইবেন।

৮২। "উমা বধূ, আপনি সম্প্রদাতা, শম্ভু বর এবং আমরা ঘটক ;—এই কারণ-কলাপই আপনার বংশের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে পর্য্যাপ্ত।—

বিবাহ-ব্যাপার চারি ব্যক্তির সহায়তা-সাপেক্ষ——বধূ, দাতা, বর ও ঘটক। এস্থলে সেই চারিজনই অসাধারণ! পার্ব্বতীর ন্যায় রূপবতী ও

গুণবতী কন্যা, বধূ; পর্ব্বতাধিরাজ হিমবান্, সম্প্রদাতা; স্বয়ং মহাদেব, বর; এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডল, ঘটক! এমন অসাধারণ কারণ-সমবায় সম্প্রদাতার কুলের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক হইবারই কথা।

৮৩। "মহাদেবে কন্যাদান করিয়া, আপনি সেই বিশ্ব-গুরুর,—যিনি কাহারও স্তব করেন না, অথচ সকলেরই স্তবনীয়; যিনি কাহারও বন্দনা করেন না, অথচ সকলেরই বন্দনীয়;—সেই বিশ্বগুরুরও গুরু হউন।"

এই বিবাহে, হিমবান্ বিশ্বগুরু মহাদেবের শ্বশুর, সুতরাং বন্দ্য হইবেন; ইহা কি তাঁহার পক্ষে সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়?

৮৪। অঙ্গিরাঃ-ঋষি এইরূপ কহিতে থাকিলে, পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে বসিয়া, অধোমুখে লীলা-কমলদল গণনা করিতে লাগিলেন।

ইহা কন্যার স্বাভাবিক লজ্জা-ব্যঞ্জক। বিবাহ-প্রসঙ্গ শ্রবণে, পার্ব্বতী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, হস্তস্থ কমলের পাপড়ি গুণিতে লাগিলেন; যেন কিছুই শুনিতেছেন না! ফলতঃ, অতি-আগ্রহের সহিত সবই শুনিতেছেন, এবং অন্তরে হর্ষানুভব করিতেছেন, ইহা অনুমেয়।

৮৫। পর্ব্বতরাজ, মহাদেবকে কন্যাদান করিতে সম্যক্ ইচ্ছুক হইয়াও, তবু (মেনকার অভিপ্রায় জানিবার জন্য) মেনকার মুখের দিকে চাহিলেন;—যেহেতু কন্যা-সম্বন্ধীয়

বিষয়ে গৃহস্থ ব্যক্তিগণ প্রায়ই গৃহিণীর চক্ষে দেখিয়া-(বা চলিয়া)-থাকেন।

যে-সকল ব্যাপারে (যেমন কন্যার বিবাহে) কন্যার শুভাশুভ দেখিতে হয়, সেই-সকল কার্য্যে বুদ্ধিমান গৃহস্থ লোকে গৃহিণীর মতের উপরেই নির্ভর করেন; কারণ, কন্যার শুভাশুভ মাতা যেমন বুঝেন, পিতা তেমন বুঝিতে পারেন না। পরের চক্ষে 'দেখা' বা 'চলা' সম্পূর্ণ নির্ভরতা-ব্যঞ্জক।

৮৬। মেনকাও পতির অভীপ্সিত কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন; পতিব্রতারা পতির ইষ্ট বিষয়ে কখনই অন্যথা-চারিণী হয়েন না।

৮৭। মুনি-বাক্যাবসানে, হিমবান্ মুনি-প্রস্তাবিত কথায় ইহাই সদুত্তর, মনে স্থির করিয়া, মাঙ্গলিক ভূষণালঙ্কৃতা কন্যাকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া কহিলেন—

৮৮। "হে বৎসে! এস, তুমি বিশ্বাত্মা মহাদেবের জন্য ভিক্ষা-স্বরূপে নির্দ্দিষ্টা; মুনিগণ তাঁহার জন্য তোমাকে চাহিতেছেন;—(আজ) আমি গৃহস্থাশ্রমীর ফল পাইলাম।"

সৎপাত্রে কন্যাদান গৃহস্থের পক্ষে পুণ্যদায়ক।

৮৯। তনয়াকে এইরূপ কহিয়া, মহীধর ঋষিদিগকে কহিলেন;—"(এই) ত্রিলোচন-বধূ আপনাদের সকলকে প্রণাম করিতেছেন।"

'ত্রিলোচন-বধূ' বলায় কন্যাদান সম্পূর্ণ রূপেই স্বীকৃত হইল।

৯০। মুনিগণ তখন, মনোগত-অভিপ্রায়ানুযায়ী-কার্য্যকারী হিমবানের উদার বাক্যের সাধুবাদ করিলেন ; এবং শীঘ্রই সফল হইবে, এমন-সকল আশীর্ব্বাদ দ্বারা অম্বিকার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

"বীর পুত্রের জননী হও" ইত্যাদি-রূপ আশীর্ব্বাদের প্রতি এখানে ইঙ্গিত।

৯১। তখন, প্রণামাসক্তি-হেতু স্খলিত-কনক-কুণ্ডলা ও লজ্জাবতী পার্ব্বতীকে অরুন্ধতী দেবী নিজক্রোড়ে বসাইলেন।

৯২। এদিকে মেনকা দুহিতৃ-স্নেহ-বিহ্বলা হইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, অরুন্ধতী, অনন্যদার বরের (মৃত্যুঞ্জয়ত্বাদি) নানাগুণের উল্লেখ করিয়া, সেই অশ্রুমুখী পার্ব্বতী-মাতাকে বিশোকা করিলেন।

কন্যার ভাবী-বিচ্ছেদ আসন্ন-প্রায় অনুভব করিয়া মেনকা বিহ্বল হইয়াছিলেন ; পরে অরুন্ধতীর মুখে বরের অনন্য-পত্নিত্ব ও চিরজীবিত্বাদি কন্যার সৌভাগ্যকর গুণাবলীর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

৯৩। তখন, হর-কুটুম্ব হিমবান্ বিবাহ-যোগ্য তিথি জিজ্ঞাসা করিলে, তিন-দিবসান্তে চতুর্থ দিনে বৈবাহিকী তিথি, এইরূপ কহিয়া, সেই বল্কল-বসন ঋষিগণ তথা হইতে প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন।

৯৪। তাঁহারা হিমবানকে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া, তখনই সঙ্কেত-স্থলে (মহাকোশী-প্রপাত-স্থলে) মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে, ইহা মহাদেবকে নিবেদন করিয়া, তাঁহার কাছেও বিদায় লইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন।

৯৫। পার্ব্বতী-পরিণয়ার্থ পশুপতি এমনই উৎসুক হইয়াছিলেন যে, এই তিন দিন তিনি অতি-কষ্টেই কাটাইতে লাগিলেন;—এই সকল ঔৎসুক্যাদি ভাব যখন (স্মরহর, জিতেন্দ্রিয়) বিভুকেও স্পর্শ করিতেছে, তখন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র অপর কে আছে, যাহাকে ঐ ভাবে বিকার-প্রাপ্ত হইতে না হয়?

বশী মহাদেবও যখন 'কষ্টে' ধৈর্য্য রক্ষা করিতেছেন, তখন অবশ লোকে যে ঐরূপ স্থলে বিকল হইয়া থাকে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

"কন্যা-যাচ্ঞা" নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ

১। তিন দিবসের পরে শুক্লপক্ষে, জামিত্র-গুণান্বিত তিথিতে, হিমবান্ বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া; কন্যার বিবাহ-সংস্কার-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন।

চন্দ্রের বৃদ্ধি-কাল বলিয়া, শুভ-কর্ম্মে 'শুক্লপক্ষই' প্রশস্ত।

জ্যোতিষে লগ্নের সপ্তম স্থানকে 'জামিত্র' বলে। বিবাহ-ব্যাপারে এই স্থানের শুদ্ধি দেখিতে হয়।

২। সে দিন প্রতিগৃহেই গৃহিণীরা প্রীতিবশে বৈবাহিক মঙ্গলবিধান-কার্য্যে ব্যগ্র হওয়ায়, সমস্ত 'ওষধি-প্রস্থ'-পুর ও হিমবানের অন্তঃপুর যেন একই কুলের একই গৃহবৎ প্রতীয়মান্ হইতেছিল।

হিমবানের নিজের অন্তঃপুরেও সেদিন গৃহিণীরা বৈবাহিক মঙ্গল-কার্য্যে যেমন ব্যস্ত, সমস্ত'ওষধি-প্রস্থ'-পুরের প্রতিগৃহেই গৃহিণীরা পার্ব্বতীর কল্যাণার্থ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তেমনই ব্যস্ত। কে আপন, কে পর,—ইহা বুঝিবার যো ছিল না;—যেন সকলেই একই বংশের লোক, আর সমস্ত 'ওষধিপ্রস্থ'পুর যেন একই বংশের একই গৃহবৎ! ইহা-দ্বারা হিমবানের প্রজানুরাগ এবং প্রজাদিগের রাজানুরাগ সূচিত।

৩। সে দিন, 'ওষধি-প্রস্থ'-পুর মন্দার-কুসুমাস্তৃত রাজপথ-সকলের দ্বারা সুশোভিত, চীনাংশুক-(পট্টবস্ত্র)-বিরচিত কেতু-মালায় সুসজ্জিত, এবং কাঞ্চন-তোরণ-সকলের প্রভায় উজ্জ্বলিত হইয়া, স্থানান্তরিত স্বর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল!

স্বর্গ সুমেরুর উপরে স্থিত; কিন্তু আজ বোধ হইতে লাগিল, যেন উহা স্থানান্তরিত হইয়া হিমালয়ের উপরেই বিরাজ করিতেছে;—ওষধি-প্রস্থ আজ এমনই 'স্বর্গীয়' শোভা ধারণ করিয়াছে!

৪। উমার বিবাহ সন্নিকট বলিয়া, পিতামাতার ও স্বজনাদির অনেক সন্তান সত্ত্বেও একা উমাই এখন তাঁহাদের সবিশেষ প্রাণভূতা হইয়া উঠিলেন;—যেন উমাই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান; যেন উমাকে তাঁহারা বহুকাল পরে দেখিতেছেন;—যেন উমা, প্রাণত্যাগ করিয়া, আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে!

উমার বিবাহ সমুপস্থিত; সুতরাং অচিরেই উমা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে চলিয়া যাইবে, এখন এই চিন্তাই পিতা-মাতার এমন স্নেহাবেগের কারণ।

৫। উচ্চারিত আশীর্ব্বাদ পাইতে-পাইতে, পার্ব্বতী ক্রোড় হইতে ক্রোড়ান্তরে বসিতে লাগিলেন; এবং একরূপ ভূষণ ছাড়িয়া অন্যরূপ ভূষণে ভূষিতা হইতে লাগিলেন;—গিরি-কুলের স্নেহ নিজ-নিজ পুত্রাদি কর্ত্তৃক বিভক্ত হইলেও আজ উহা একমাত্র পার্ব্বতীতেই অবিভক্তায়তনত্ব প্রাপ্ত হইল!

পর্ব্বত-বংশের সমুদয় স্নেহ আজ অবিভক্ত-রূপে একমাত্র পার্ব্বতীতেই স্থান পাইল; অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন সকলেই আজ নিজ পুত্রাদি ভুলিয়া পার্ব্বতীকেই স্নেহ করিতে লাগিলেন, ইহাই ভাব।

৬। মৈত্র-মুহূর্ত্তে, উত্তর-ফল্গুনী-নক্ষত্রে চন্দ্রের যোগ হইলে, পতি-পুত্রবতী কুটুম্ব-স্ত্রীগণ পার্ব্বতীর শরীরে মাঙ্গলিক প্রসাধন (সাজসজ্জা) করিতে আরম্ভ করিলেন!

উদয়-মুহূর্ত্তের পরে তৃতীয় মুহূর্ত্তের নাম, 'মৈত্র-মুহূর্ত্ত'।

৭। তখন, পার্ব্বতীকে অভ্যঙ্গ বেশ করান হইল; প্রক্ষিপ্ত শ্বেত সর্ষপের সহিত দুর্ব্বাঙ্কুর, নাভির নিম্নে পরিহিত পট্টবস্ত্র, এবং হাতে শর, এই সকলের দ্বারা কি শোভাই খুলিল!—যেন পার্ব্বতীই এই অভ্যঙ্গ-বেশকে অলঙ্কৃত করিলেন।

সুন্দর বেশে রূপের শোভা বৃদ্ধি করে; কিন্তু পার্ব্বতীর রূপ এমনই অসাধারণ যে, এমন সুন্দর অভ্যঙ্গ-বেশ তাঁহার রূপের শোভা বৃদ্ধি করিবে কি, বরং তাঁহার সু-অঙ্গে উঠিয়া বেশেরই শোভা বৃদ্ধি হইল! অভ্যঙ্গ-বেশে পার্ব্বতীকে শোভিতা করিতে পারিল না; বরং পার্ব্বতীই অভ্যঙ্গ-বেশকে শোভিত করিলেন!

'অভ্যঙ্গ-বেশ'—যে বেশ-ভূষা করিয়া অঙ্গে মাঙ্গলিক তৈল-হরিদ্রা মর্দ্দনাদি করিতে হয়।

৮। কৃষ্ণপক্ষের অবসানে, ভানুর কিরণ পাইয়া, শশাঙ্ক-রেখা যেমন আলোকিতা হয়, বিবাহের সেই নূতন শর ধারণ করিয়া, বালা তেমনই শোভা পাইতে লাগিলেন।

তপস্যা-কাল যেন পার্ব্বতীর পক্ষে 'কৃষ্ণপক্ষ'-স্বরূপ। তদন্তে, এখন এই বিবাহ-কালে পার্ব্বতী যেন কৃষ্ণপক্ষাবসানে 'ক্ষীণ শশাঙ্ক রেখা' সদৃশী; বিবাহ-সংস্কারোপযোগী নূতন বাণ ধারণ করিয়া, শুক্লপক্ষে ভানু-কিরণোজ্জ্বলা চন্দ্রলেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

'নূতন শর,' চাকচিক্য-হেতু সূর্য্য রশ্মির সহিত উপমেয় হইয়াছে।

৯। লোধ্র-চূর্ণ দ্বারা অঙ্গ-তৈল উঠাইয়া, তৎপরে ঈষৎ শুষ্ক গন্ধদ্রব্যে অঙ্গরাগ সমাপন করিয়া, এবং স্নান-যোগ্য পরিধেয় পরাইয়া, নারীগণ পার্ব্বতীকে (মঙ্গল-স্নানার্থ) চতুঃস্তম্ভ-গৃহাভিমুখে লইয়া গেলেন।

১০। সু-বিন্যস্ত মরকত-শিলায় শোভিত, ও আবদ্ধ মুক্তা-মালায় বিচিত্র, এই চতুষ্ক স্নান-গৃহে পূর্ণ কনক-কলস-সকল হইতে জল ঢালিয়া, মঙ্গল-বাদ্যের সহিত, পার্ব্বতীকে স্নান করান হইল।

১১। মঙ্গল-স্নানে নির্ম্মলদেহা হইয়া এবং বরোদ্গমন-যোগ্য ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পার্ব্বতী, বর্ষান্তে প্রফুল্ল-কাশ-কুসুম-শোভিতা বসুধার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বর্ষান্তে বসুধাও 'নির্ম্মল-দেহা' এবং চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত কাশপুষ্পে যেন 'ধৌত বস্ত্রাচ্ছাদিতা'।

১১ক

১২। পরে, পার্ব্বতী, পতিব্রতা রমণীগণ কর্ত্তৃক সেই স্নান-গৃহ হইতে চন্দ্রাতপধারী মণিস্তম্ভ-চতুষ্টয়-যুক্ত কৌতুক-বেদী-মধ্যে সজ্জিত আসনোপরে নীতা হইলেন।

স্নানান্তে, এখন পার্ব্বতীর প্রসাধন-কার্য্য হইবে।

১৩। সেইখানে, তন্বী পার্ব্বতীকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া, এবং নিজেরা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া, অলঙ্কার-সকল সন্নিহিত থাকিলেও, নারীগণ আকৃষ্ট-নেত্রে পার্ব্বতীর স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া, ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

প্রসাধিকা নারীগণ পার্ব্বতীকে দেখিয়া যেন ভাবিতে লাগিল যে, এমন স্বভাব-সুন্দরীর আর অলঙ্কারে প্রয়োজন কি?

১৪। পরে, কোন (প্রসাধিকা) নারী, ধূপ-তাপে পার্ব্বতীর কুসুম-খচিত কেশ-পাশ শুকাইয়া লইয়া, দূর্ব্বা-তৃণের সহিত গ্রথিত হরিত মধূক্রম-কুসুমের মালা দ্বারা রমণীয় বেণী বন্ধন করিয়া দিল।

১৫। কেহ গৌরীর গাত্র শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া, গোরোচনা-রচিত পত্রাবলী দ্বারা বিশেষিত করিল;—তখন গৌরী, চক্রবাকাঙ্কিত-সৈকত-শোভিত গঙ্গার শ্রীকেও অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন।

শ্বেত-চন্দনে 'গঙ্গার বিশদ কান্তি' এবং পীত গোরচনা-রচিত পত্রাবলীতে 'চক্রবাক্-কান্তি'।

'পত্রাবলী'—অর্থাৎ অঙ্গ শোভার্থ বক্ষাদি স্থলে চন্দন-গোরচনাদি আলেপন দ্বারা পত্রাকার রচনা।

১৬। ভূষিত-অলক-শোভায় পার্ব্বতীর মুখ-শ্রী ভ্রমরাঙ্কিত পদ্ম ও মেঘরেখাযুক্ত, চন্দ্রবিম্বকে এমন পরাস্ত করিল যে, সাদৃশ্যের কথাপ্রসঙ্গও অসম্ভব!

১৭। তাঁহার গণ্ডস্থল লোধ্র-বিলেপনে বিশদীকৃত হইয়াছিল, এবং তদুপরি গোরোচনা-বিন্যাসে অত্যন্ত গৌরবর্ণ দেখাইতেছিল; এমন সময়ে যখন কর্ণে যবাঙ্কুর অর্পিত হইল, তখন উহা (বিভিন্ন-বর্ণ-সান্নিধ্য হেতু) বর্ণোৎকর্ষ পাইয়া লোক-চক্ষু আকর্ষণ করিতে লাগিল।

বিজাতীয় বর্ণের সান্নিধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়; এবং এই বর্ণ-বৈচিত্র্যই লোক-চক্ষুর আকর্ষক।

১৮। সুবিভক্তাবয়বা পার্ব্বতীর অধরোষ্ঠও মধ্য-রেখা কর্ত্তৃক সুবিভক্ত; তাহা যখন আবার কিঞ্চিৎ মধূচ্ছিষ্ট-লেপে সুনির্ম্মল কান্তি বিকাশ করিয়া, আসন্ন লাবণ্য-ফলানুভব-হেতু কম্পিত হইতে লাগিল, তখন-যে উহা কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়!

পতি কর্ত্তৃক চুম্বনাদি 'আসন্ন লাবণ্যফল' অনুভব করিয়া অধরোষ্ঠের কম্প।

১৯। কোন সখী পার্ব্বতীর চরণদ্বয় লাক্ষারসে রঞ্জিত করিয়া, পরিহাস-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন—'এই চরণ দিয়া পতির শিরশ্চন্দ্রকলা স্পর্শ করিও।"—তখন পার্ব্বতী মুখে কথাটী না কহিয়া, কেবল মাল্যের দ্বারা সেই সখীকে তাড়না করিলেন মাত্র।

এইরূপ 'তাড়না' কৃত্রিমরাগ-ব্যঞ্জক; রতিভাবাত্মক পরিহাসে মনের যে আনন্দ হয়; তাহা গোপন করিবার জন্য কৃত্রিমরাগ প্রদর্শন করা নবযৌবনার পক্ষে স্বাভাবিক।

২০। প্রসাধিকা নারীগণ, পার্ব্বতীর সম্যগুৎপন্ন উৎপল-পত্রের ন্যায় রম্য নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়াও, তবু-যে কালাঞ্জন গ্রহণ করিলেন, সে কেবল মঙ্গলার্থ;—নতুবা তদ্দ্বারা পার্ব্বতীর চক্ষু-কান্তি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে নহে।

পার্ব্বতীর চক্ষু সহজেই উৎপলপত্র-কান্তি বিশিষ্ট; অঞ্জনে তাহার আর কি শোভা বাড়িবে? তবে, মঙ্গলার্থ আজ চক্ষে অঞ্জন দিতে হয় বলিয়াই, প্রসাধিকারা পার্ব্বতীর চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন-রাগ করিতে উদ্যত হইল।

২১। কুসুমোদ্গম হইতে থাকিলে লতার, নক্ষত্রোদয় হইতে থাকিলে রাত্রির, এবং (চক্রবাকাদি) বিহঙ্গগণ আশ্রয় লইতে থাকিলে নদীর,—যেমন শোভা হয়, আভরণ-সজ্জা-কালে পার্ব্বতীর তেমনই শোভা ফুটিয়া উঠিল!

নানাবর্ণত্ব-হেতু, কুসুমের উপমায় পদ্মরাগ-ইন্দ্রনীলাদি আভরণ, নক্ষত্রের উপমায় মৌক্তিকাদি এবং চক্রবাকাদি বিহঙ্গের উপমায় সুবর্ণাভরণাদি সূচিত।

এখানে আরও একটু সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য লক্ষ্য ; তিনটী উপমানই স্বাভাবিক-সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক ;—কুসুম, লতার ; নক্ষত্র, রাত্রির ; এবং বিহঙ্গ, নদীর। আভরণগুলিও তেমনই যেন পার্ব্বতীর স্বাভাবিক-সৌন্দর্য্য-সাধক হইল ;—অর্থাৎ যদিও কৃত্রিম আভরণাদির সহিত দেহের সহজ সম্বন্ধ নাই, তবু পার্ব্বতীর অঙ্গে ঐ আভরণগুলি এমনই সুন্দর অঙ্গাঙ্গিভাবে মানাইল, যেন উহারা পার্ব্বতী-অঙ্গেরই স্বাভাবিক অলঙ্কৃতি !

২২। গৌরী, নিশ্চল ও বিস্ফারিত নেত্রে দর্পণমণ্ডলে নিজের সেই সুশোভন রূপ অবলোকন করিয়া, মহাদেবকে পাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন ;—কারণ, প্রিয় কর্ত্তৃক দর্শনই ত স্ত্রীলোকদিগের বেশ-ভূষার ফল।

পতি-মিলনোন্মুখী পার্ব্বতী আজ যেমন নিজের স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিলেন এমন আর পূর্ব্বে কখনও করেন নাই ; তাই 'নিশ্চল ও বিস্ফারিত' নেত্র।

পতি কর্ত্তৃক দর্শনেই স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষা সার্থক ; নতুবা অরণ্য-চন্দ্রিকার ন্যায়, বেশ ভূষা নিষ্ফল মাত্র।

২৩,২৪। প্রসাধন-কার্য্য শেষ হইলে পরে, জননী মেনকা, মাঙ্গলিক কৌটা দিবার জন্য, দুই অঙ্গুলি দিয়া দ্রব হরিতাল ও মনঃশিলা লইয়া পার্ব্বতীর সেই অমল-দন্তপত্র-শোভিত মুখ উত্তোলন করিয়া কোন প্রকারে ললাটে বিবাহ-দীক্ষা-তিলক রচনা করিয়া দিলেন। উমার স্তনোদ্ভেদের পর হইতেই

মেনকার মনে যে প্রথমাভিলাষ বর্দ্ধিত হইতেছিল, আজ যেন সেই প্রথমাভিলাষ সফল হইয়া তিলক-রূপে প্রকাশিত হইল।

'অমল'—অর্থাৎ কলঙ্ক-বর্জ্জিত, শুভ্র। ('দন্তপত্র'র বিশেষণ)। 'দন্তপত্র'—গজদন্ত-নির্ম্মিত একপ্রকার কর্ণাভরণ বিশেষ।

জননীকে দেখিয়া কালোচিত স্বাভাবিক লজ্জায় পার্ব্বতীর মুখ নত ছিল; সুতরাং তিলক দিবার সময়ে মুখ 'উত্তোলন' করিতে হইল। মেনকা 'কোন প্রকারে' তিলক-রচনা করিলেন ;—কারণ, আনন্দ-বাষ্পাকুলোচনে তখন তিনি ভাল দেখিতে পাইতেছিলেন না, মনে করিতে হইবে।

এখানে কবি তাঁহার অনুপম তুলিকাপাতে ইঙ্গিতে মাতৃ-হৃদয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। কন্যার বিবাহ-কালে জননী-মাত্রেরই মনোভাব এইরূপ হইয়া থাকে। এখানে মেনকা-পক্ষে তাহা প্রবলতর হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। একমাত্র পুত্র মৈনাককে হারাইয়া মেনকার সমস্ত স্নেহ স্বভাবতঃ একমাত্র কন্যা পার্ব্বতীর উপরেই ন্যস্ত। আজ সেই কন্যার বিবাহ উপস্থিত। বিশেষতঃ, যৌবনারম্ভে পরম-রূপ-লাবণ্যবতী যে কন্যার মনোমত বরলাভের সুযোগ অপ্রত্যাশিত ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাতেও ভগ্নোদ্যম না হইয়া যে কন্যা জননীর নিষেধ সত্ত্বেও নিজেকে গভীর তপঃ-সাগরে নিমজ্জিত করিতে প্রাণান্ত-পণ করিয়াছিল, (যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, কন্যার জীবিতাশা জননীর মন হইতে প্রায় বিদূরিতই হইয়াছিল); আজ সেই-পার্ব্বতীর বিবাহ সমুপস্থিত এবং বর সেই একান্ত-প্রার্থিত মহাদেব। এমন অবস্থায় কোন্ জননীর হৃদয় আনন্দে উদ্বেল না হইয়া পারে? তাই, আনন্দে আজ মেনকার চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত ও হীনদৃষ্টি; তিনি কোন প্রকারে (কষ্টে) কন্যার কপালে তিলক-রচনা-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন

এই শ্লোকে, বহু বিঘ্নের পরে কন্যার বিবাহে জননী-হৃদয়ের প্রথমোচ্ছ্বাস কাব্যোচিত ইঙ্গিতে সূচিত।

কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে জননী কর্তৃক কন্যার মাঙ্গলিক-কার্য্যের মধ্যে এই ললাট-তিলক-রচনাই প্রথম। সেইজন্যই বলা হইয়াছে যে, কন্যার যৌবনারম্ভ দেখিয়া জননীর মনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে 'প্রথমাভিলাষ' হইয়াছিল, আজ তাহাই যেন পূর্ণ হইয়া তিলক আকারে প্রকাশিত হইল।

২৫। তারপরে, মেনকা বাষ্পাকুল-লোচনে এমনই দৃষ্টিহীনা হইলেন যে, কন্যার হস্তে মঙ্গল-সূত্র কোথায় বাঁধিতে কোথায় বাঁধিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, ধাত্রী তাহা যথাস্থানে সরাইয়া দিলে, রাণী সে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

পূর্ব্ব-শ্লোকে কবি অশ্রুর উল্লেখ না করিয়া কার্য্যতঃ মেনকার হীনদৃষ্টির ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু এখানে স্পষ্টই অশ্রুর উল্লেখ করিয়া কবি দেখাইয়াছেন যে, রাণী একেবারেই দৃষ্টিহীনা। অশ্রুর এই বেগাধিক্য এবং তন্নিবন্ধন মেনকার সম্পূর্ণ দৃষ্টি-হীনতা দেখাইতে কবিকে ভিন্ন-একটি শ্লোকও লিখিতে হইয়াছে; ইহাতেই মনে হয়, তিলক-রচনা-কালের মনোভাব অপেক্ষা এখানে তদপেক্ষা গুরুতর মনোভাব মেনকাকে একেবারে অন্ধা করিয়া ফেলিয়াছে! যেন, এত অশ্রু-প্লাবন শুধু 'আনন্দাশ্রু'র কর্ম্ম নয়; উহার সহিত প্রবল বিষাদাশ্রুর যোগ ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ কন্যার বিবাহে জননী-মাত্রেরই মনোভাব দ্বিধা-বিভক্ত—প্রথমে আনন্দ এবং তৎপরেই আসন্ন বিরহ ভাবিয়া বিষাদ।—

"অদত্তেত্যাগতা লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্ম্ম-স্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ॥"

—অর্থাৎ কন্যার বিবাহ না দিলে ধর্ম্মহানি-জনিত লজ্জা, এবং দিলেও

বিরহ-জনিত মনঃ-কষ্ট ; এই উভয়-সঙ্কটে জননীদিগের মন দুঃখিত। মেনকা,—পক্ষেও কবি ঐ ক্রম রক্ষা করিয়া প্রথমে আনন্দাশ্রুর এবং তৎপরেই বিষাদাশ্রুর ইঙ্গিত করিয়া কন্যার বিবাহ-কালে জননীর দ্বিধা-বিভক্ত চিত্তের নিপুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ! আনন্দাশ্রু ও বিষাদাশ্রুর ক্রম ও প্রভেদ দেখাইবার নিমিত্ত ভিন্ন শ্লোকের ব্যবস্থা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়ার সময়েই যে-মেনকা "দুহিতৃ-স্নেহ-বিক্লবা" ও "অশ্রুমুখী" হইয়াছিলেন, (৬ষ্ঠ সর্গে ৯২ শ্লোক) আজ এই আসন্ন দুহিতৃ বিরহ ভাবিয়া তিনি সমধিক বাষ্পাকুল লোচনা হইয়া অন্ধ প্রায় হইবেন, ইহাই ত স্বাভাবিক সেই জন্য কবি পূর্ব্ব শ্লোকে আনন্দাশ্রুর ক্রিয়া দেখাইয়া, এ শ্লোকে প্রবলতর বিষাদাশ্রুর ক্রিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং একই আনন্দাশ্রু দিয়া দুইটী শ্লোকে ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিলে কবিকে ক্ষুন্ন করা হয়।

২৬। নূতন পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, এবং নূতন দর্পণ ধারণ করিয়া গৌরী, ক্ষীর-সমুদ্রের ফেনপুঞ্জাচ্ছাদিত বেলার ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।

পার্ব্বতী শুভ্রত্বে যেন ক্ষীর-সমুদ্রের 'বেলা,' পট্টবস্ত্র তাহতে 'ফেনপুঞ্জ' ; এবা নির্ম্মলত্বে যেন 'শরতের রাত্রি', নূতন দর্পণ তাহাতে 'পূর্ণচন্দ্র' !

২৭। বিবাহ-ব্যাপারে যে-যে মঙ্গল-অনুষ্ঠান কন্যাকে দিয়া করাইয়া লইতে হয়, মাতা মেনকা তাহাতে সবিশেষ দক্ষা ; কুল-দেবতাদিগের পূজা সমাপ্ত হইলে, তিনি কুলের প্রতিষ্ঠা-রূপিণী সেই গৌরীকে ঐ সকল কুলদেবতাদিগের কাছে প্রণাম করাইয়া, পরে ক্রমানুসারে পতিব্রতা রমণীদিগের পাদ গ্রহণ করাইলেন।

'ক্রমানুসারে'— অর্থাৎ বয়ঃক্রম-অনুসারে। বয়ঃক্রম-অনুসারেই সম্মান-প্রদর্শনের অগ্র-পশ্চাৎ-রীতি।

২৮। উমা প্রণাম করিতে থাকিলে, তাঁহারা,—"পতির অখণ্ড প্রেমলাভ কর"—বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; উমাও (পরে) হরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া, বন্ধুজনের এই-সকল আশীর্ব্বচনকে পশ্চাতে ফেলিয়া, তদপেক্ষা অধিক ফল-লাভই করিয়াছিলেন।

২৯। কৃতী ও সামাজিক হিমাদ্রি, ইচ্ছা ও ঐশ্বর্য্য, এই উভয়ের অনুরূপে পার্ব্বতীর কর্ত্তব্য-সকল নিঃশেষে সমাপন করিয়া, সুহৃদ্‌বর্গের সহিত সভায় বৃষাঙ্কের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতী-সম্বন্ধে যাহা-কিছু কর্ত্তব্য, তাহা হিমবান্ যথেচ্ছ ও যথা সামর্থ্য-নিষ্পাদন করিতে বাকী রাখেন নাই। ইহাতে কৃত কর্ম্মের অসাধারণত্ব সূচিত হইয়াছে;—যেহেতু, কুল-প্রদীপ পার্ব্বতীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-পালনে 'ইচ্ছা' এবং তৎসম্পাদনোপযোগী 'ঐশ্বর্য্য', উভয়ই হিমবানের অসীম।

৩০। যে সময়ে গৌরীর প্রসাধন-কর্ম্ম হইতেছিল, সেই সময়ে কুবের-শৈলে মাতৃকাগণ প্রথম-পাণিগ্রহণানুরূপ প্রসাধন-সামগ্রী পুর-শাসন হরেরও সমক্ষে সাদরে রক্ষা করিলেন।

'মাতৃকাগণ'—সপ্তমাতৃকা। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, রৌদ্রী, বারাহিকী, কৌবেরী, ও কৌমারী,—এই সাত জন 'সপ্তমাতৃকা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা মহাদেবের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ হইলেও, মাতৃকাগণ 'প্রথম'

পাণি-গ্রহণোপযোগী প্রসাধনেরই উদ্যোগ করিলেন। ইহা মহাদেবের প্রতি মাতৃকাগণের সমধিক আদর-ব্যঞ্জক।

'হরেরও'—মহাদেব স্বয়ং ঈশ্বর ও পরমযোগী হইলেও, অর্থাৎ প্রসাধনে তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল বিবাহ-কৃত্য-সাধন কর্ত্তব্য বলিয়া, মাতৃকাগণ তাঁহাকে সাজাইতে আসিয়াছেন।

৩১। মাতৃকাদিগের গৌরব রক্ষার জন্য, ঈশ্বর সেই প্রসাধন-সম্পৎ কেবল স্পর্শ করিলেন মাত্র; বিভুর ভস্ম-কপালাদি সেই স্বাভাবিক বেশই (আজ) বিবাহ-যোগ্য ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল!

সেই অলঙ্কার-সম্ভার মহাদেব কেবল 'স্পর্শ' করিলেন মাত্র, কিন্তু অঙ্গে ধারণ করিলেন না।

৩২। ভস্মই তাঁহার শুভ্র-অঙ্গরাগ হইল, কপালই তাঁহার শিরোভূষণশ্রী, এবং গজাজিনেরই প্রান্তভাগ হংসাদিচিহ্নিত পট্টবস্ত্র-ভাব, ধারণ করিল!

৩৩। অন্তর্নিবিষ্ট-পীততারা-বিশিষ্ট যে চক্ষু মহাদেবের ললাটাস্থি-মধ্যে দীপ্তি পাইতেছিল, সেই ললাট-নেত্রই এখন তাঁহার হরিতালিক-তিলক-ক্রিয়ার স্থান প্রাপ্ত হইল।

পীত-তার ললাট-লোচনই হরিতাল-তিলক হইল।

৩৪। ভুজগেশ্বরেরা যে যে-অঙ্গে ছিল, সে সেই অঙ্গে থাকিয়াই, তদঙ্গোচিত আভরণত্ব প্রাপ্ত হইল; ইহাতে কেবল-মাত্র তাহাদের শরীরই বিকৃতি পাইয়াছিল; ফণরত্নশোভা

পূর্ব্বেও (ভুজগাবস্থায়ও) যেমন ছিল, এখনও (অলঙ্কারাবস্থাতেও) সেইরূপই রহিল।

যে ভুজগ হাতে ছিল, সে হাতে থাকিয়াই কঙ্কনাকার পাইল; যে গলায় ছিল, সে গলায় থাকিয়াই হারের আকার ধারণ করিল; ইহাতে কেবল তাহাদের শরীরই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ফণ-রত্নের পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন হয় নাই;—যে অঙ্গের যে ফণ-রত্ন, সে সেই অঙ্গের অলঙ্কারেরই রত্ন-রূপে শোভা সংবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

৩৫। দিনমানেও কিরণ-কান্তি উদ্গীরণ করিতেছে এবং অল্পতনু-হেতু যাহার কলঙ্ক দেখা যাইতেছে না, এমন সদা-জ্যোতি ও নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র-কলা যাঁহার মুকুটের সহিত নিত্য মিলিত, সেই মহাদেবের আর অন্য চূড়া-মণি গ্রহণে প্রয়োজন কি?

আকাশের চন্দ্র দিবাভাগে মলিন; হরশিরের চন্দ্রকলা দিবারাত্রি সমুজ্জ্বল! আকাশের চন্দ্র বর্দ্ধনশীল, সুতরাং বৃদ্ধির সঙ্গে উহার কলঙ্ক ক্রমেই স্পষ্টীকৃত হয়; হর-ললাটের চন্দ্রকলা কলামাত্র, সুতরাং উহা কলঙ্ক-হীন! ইহা দ্বারা আকাশের পূর্ণ-চন্দ্রাপেক্ষাও হরশিরশ্চন্দ্রকলার উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

৩৬। যিনি নিজ-প্রভাবে বেশ-বিধানের কর্ত্তা; অতএব যিনি সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্যের একমাত্র নিধি,—সেই মহাদেব এই রূপে স্বীয় বেশ-ভূষা সম্পাদন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রমথগণ কর্ত্তৃক

আনীত খড়্গে নিজের প্রতিবিম্বিত রূপ দর্শন করিলেন।

খড়্গে নিজরূপ-দর্শন বীরপুরুষদিগের বৈবাহিক আচার।

৩৭। তখন মহাদেব, কৈলাসারোহণের ন্যায়, নন্দীর বাহু অবলম্বন করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত বিশাল বৃষভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিলেন; মহাদেবের বৃষভ বৃহৎ-কায় হইলেও, এখন প্রভুভক্তিবশে সঙ্কুচিত-কায়।

মহাদেবের বৃষ আকারে, বর্ণে ও বিশালত্বে তুষারাচ্ছন্ন কৈলাস-গিরিরই মত।

৩৮। মাতৃকাগণও মহাদেবের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন; নিজ-নিজ বাহনের প্রকম্পে তাঁহাদের কর্ণ-কুণ্ডলগুলি দোদুল্যমান হইয়া, এবং প্রভামণ্ডল-রূপ রেণু মণ্ডলে তাঁহাদের মুখগুলি রক্তবর্ণ হইয়া, তখন অন্তরীক্ষকে যেন পদ্মাকর সরোবর-স্বরূপ করিয়া তুলিল!

মাতৃকাদিগের রক্তিম মুখগুলি যেন পদ্ম; চঞ্চল কুণ্ডল তাহাতে পবন-তাড়িত পর্ণ-স্বরূপ; এবং মুখের প্রভা-মণ্ডল যেন সেই পদ্মের পরাগ-মণ্ডল! এইরূপ মুখপদ্মগুলিতে তখন সেই নীলাকাশ, পদ্মাকর সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

নীল-বর্ণত্ব-হেতু অন্তরীক্ষ 'সরোবর-স্বরূপ'।

৩৯। সেই কনকপ্রভাময়ী মাতৃকাগণের পশ্চাতে কপালা-ভরণা কালী শোভা পাইতে লাগিলেন; যেন বলাকা-শোভিত

নীল পয়োধররাজী সম্মুখে দূরপর্য্যন্ত তড়িৎ প্রক্ষেপ করিয়াছে!

কালী যেন 'কালমেঘ-রাশি'; তাঁহার কপাল-মালা যেন সেই কালমেঘে 'হংস-শ্রেণী'; এবং অগ্রগামিনী মাতৃকাগণের কনক-প্রভা যেন সেই মেঘ হইতে বিক্ষিপ্ত 'বিদ্যুচ্ছটা'!

৪০। মহাদেবের পুরোগামী প্রমথগণ কৃত মঙ্গল-বাদ্যধ্বনি দেবগণের বিমান-চূড়ায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রভুর সেবাবসর জ্ঞাপন করিল।

মঙ্গল-বাদ্যধ্বনি মহাদেবের বিবাহ-যাত্রা ঘোষণা করিতেছে; অতএব তৎকালোচিত 'সেবা' করিবার এই সময়। তাহা শুনিয়া দেবগণ বিবাহযাত্রায় যোগ দিয়া দেবাদিদেবের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

৪১। সূর্য্যদেব, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নব-নির্ম্মিত ছত্র শিবের মস্তকোপরে ধারণ করিলেন; মুকুটের অনতিদূরে সেই ছত্রের প্রান্তলম্বী শুভ্র পট্টবস্ত্র দোদুল্যমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন হর-শিরে গঙ্গা পতিত হইতেছেন!

৪২। সেই সময়ে গঙ্গা ও যমুনা, উভয়েই মূর্ত্তিমতী হইয়া চামর-ব্যজনে মহাদেবের সেবা করিতে থাকিলে, বোধ হইতে লাগিল, যেন এখন ইঁহাদের নদী-রূপ বর্ত্তমান না থাকিলেও ইঁহারা হংসসঞ্চার-বর্জ্জিত হয়েন নাই।

নদী-রূপা গঙ্গা-যমুনা স্বাভাবিক হংস-সঞ্চারে সুশোভিতা। এখন ইঁহাদের সে নদী-রূপ না থাকিলেও হংস-সঞ্চারের সেই স্বাভাবিক শোভাটী

যেন রহিয়াছে ; হস্তান্দোলিত শুভ্র 'চামর'ই সেই হংস-সঞ্চারের শোভা সম্পাদন করিতেছে !

৪৩। আদ্য বিধাতা (ব্রহ্মা) ও শ্রীবৎসাঙ্ক (বিষ্ণু) উভয়েই, ঘৃতের দ্বারা অগ্নি-সম্বর্দ্ধনের ন্যায়, জয়োচ্চারণে মহাদেবের মহিমা সম্বর্দ্ধন করিতে-করিতে, সাক্ষাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

'সাক্ষাৎ'——নৈকট্য-বাচক। মহাদেবের সহিত ইঁহাদের একাত্মতা নিবন্ধন 'সাক্ষাৎ' সমুপস্থিতিতে কোন বাধা নাই।

৪৪। একই মূর্ত্তি, (কার্য্যভেদে) ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-রূপে ত্রিধা-বিভিন্ন হইয়াছে ; অতএব ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভাব সাধারণ ;—কখনও হর বিষ্ণুর আদ্য, কখনও বা হরি হরের আদ্য ; কখনও ব্রহ্মা, হরি ও হর উভয়েরই আদ্য ; আবার কখনও-বা হরি ও হর, ইঁহারা ব্রহ্মার আদ্য।

ইঁহাদের তিনের মধ্যে বাস্তবিক ছোট-বড় কেহই নহেন ; সুতরাং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যে মহেশ্বরের মহিমা বাড়াইলেন, ইহা অসঙ্গত নয়।

৪৫। ইন্দ্র-প্রমুখ লোকপালগণ ছত্র-চামর-বাহনাদি ঐশ্বর্য্য-চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া, বিনীত বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রভু-দর্শনার্থ নন্দীকে সঙ্কেত করিলেন ; এবং নন্দী মহাদেবের কাছে নিবেদন করিয়া, (ইনি ইন্দ্র প্রণাম করিতেছেন, ইনি কুবের প্রণাম করিতেছেন, ইত্যাদি রূপ কহিয়া-কহিয়া) দর্শন

দেওয়াইলে, তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন।

এখানে মহাদেবের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের প্রভু-দাস-সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত; সকলেই নিজ-নিজ 'ঐশ্বর্য্য-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া', 'বিনীত বেশে', 'পদব্রজে', মহাদেব-সমীপে আসিলেন; আসিয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণুর ন্যায় 'সাক্ষাৎ' মহাদেবের সম্মুখীন হইবার ত কথা নহে; সুতরাং 'নন্দী'র কাছে দর্শন যাচ্ঞা করিতে হইল; তাহাও মুখ ফুটিয়া না কহিয়া, 'সঙ্কেতে' নন্দীকে জানাইতে হইল; নন্দী তখন একে-একে 'পরিচয় জ্ঞাপন' করিতে থাকিলে, তখন তাঁহারা মহাদেবকে প্রণাম করিতে পাইলেন।

৪৬। তখন মহাদেব, কমল-যোনিকে শিরঃকম্পনে, বিষ্ণুকে বাক্যে, ইন্দ্রকে ঈষৎ হাস্যে, এবং অন্যান্য দেবগণকে দৃষ্টিদান মাত্রে,—এইরূপে যাহার যেমন প্রাধান্য, তাঁহাকে তদুচিত সমাদর করিলেন।

৪৭। পরে, সপ্তর্ষিগণ মহাদেবকে "জয়" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি ঈষৎ-হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন—"অনুষ্ঠিত এই বিবাহ-রূপ যজ্ঞে আমি ত আপনাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই হোতা-রূপে বরণ করিয়াছি।"

যজ্ঞে যেমন হোতা, এই বিবাহে তেমনই সপ্তর্ষিগণ ঘটক ও কর্ম্মকর্ত্তা-স্বরূপে মহাদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই নিয়োজিত হইয়াছেন।

৪৮। বিশ্বাবসু-নামক-গন্ধর্ব্ব-প্রমুখ নিপুণ দেব-গায়কগণ ত্রিপুর-বিজয়াত্মক স্তুতি-গান করিতে লাগিল;—এইরূপে

তমোবিকারাতীত চন্দ্রশেখর বিবাহ-যাত্রা-পথে গমন করিতে লাগিলেন।

এখানে 'তমোবিকারাতীত' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কি এই স্তুতিগানে, আর-কি এই বিবাহ-ব্যাপার-সংক্রান্ত সমারোহে, ইহার কিছুতেই তিনি অভিভূত নহেন; এ সকলই কেবল কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার লীলা-স্বীকার মাত্র।

৪৯। তাঁহার বাহন বৃষভ, গল-লগ্ন ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা-গুলিকে শব্দায়মান করিতে-করিতে, অতি-সুন্দর-গতিতে আকাশ-মার্গে চলিতে লাগিল; (মেঘ-ভেদ করিয়া যাইবার কালে) যখন মেঘ তাহার শৃঙ্গদ্বয়ে সংলগ্ন হইতেছিল, তখন যেন তটাভিঘাতে কর্দ্দম লাগিতেছিল ভাবিয়া, সে মুহুর্মুহু শৃঙ্গ-সঞ্চালন করিতে-করিতে যাইতে লাগিল;—এইরূপে বৃষরাজ মহাদেবকে বহন করিয়া চলিল।

নদী-তটে বপ্র-ক্রীড়া-কালে বৃষের শৃঙ্গে কর্দ্দম লাগে, এবং সেই সংলগ্ন কর্দ্দম ফেলিয়া দিবার জন্য তাহাকে মুহুর্মুহু শৃঙ্গ-সঞ্চালন করিতে হয়; এখন মেঘ-ভেদ-কালে মেঘরাশি যেন কর্দ্দমবৎ বৃষভের শৃঙ্গে সংলগ্ন হইতেছিল, এবং যেন উহা ছাড়াইবার জন্যই বৃষভ বারংবার শৃঙ্গ-সঞ্চালন করিতে লাগিল। বাষ্পময় মেঘকে ঘন 'কর্দ্দম'-বোধ বৃষের দ্রুতি-গতি-ব্যঞ্জক।

৫০। বাহন যেন হর-দৃষ্টিপাত-রূপ সম্মুখ-বিলগ্ন স্বর্ণসূত্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই, মুহূর্ত্ত-মধ্যে, নগেন্দ্র-রক্ষিত এবং শত্রু কর্ত্তৃক অদলিত সেই ওষধিপ্রস্থ-পুর প্রাপ্ত হইল।

'হরদৃষ্টিপাত' পিঙ্গলবর্ণ হেতু স্বর্ণ-সূত্র-দামের সহিত উপমেয় হইয়াছে। বাহনের অগ্রে প্রসৃত এই দৃষ্টিপাতই যেন বাহনকে শীঘ্র টানিয়া লইয়াছে। ইহাতে মহাদেবের ব্যগ্র-ভাবও সূক্ষ্মরূপে সূচিত।

৫১। ঘননীলকণ্ঠ মহাদেব (ত্রিপুর-বিজয়কালীন) স্ববাণ-চিহ্নিত কোন আকাশ-পথ হইতে অবতরণ করিয়া, যখন ওষধিপ্রস্থ-পুরের উপকণ্ঠ-প্রদেশে ভূপৃষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন পৌরজন কুতূহল-বশে ঊর্দ্ধমুখে দেখিতে লাগিল।

৫২। শিবাগমনে হৃষ্ট গিরি-চক্রবর্ত্তী গজবৃন্দারূঢ় সমৃদ্ধি-শালী বন্ধুজনের সহিত তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন গিরিরাজ তাঁহার প্রফুল্ল-কুসুমিত বৃক্ষরাজী-শোভিত স্বীয় শৃঙ্গগণের দ্বারাই মহাদেবকে প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন!

'বস্ত্রালঙ্কার'-সমৃদ্ধ বন্ধুজন যেন প্রফুল্ল কুসুমিত বৃক্ষ-রাজী,—গিরিশৃঙ্গ-রূপ গজগণের পৃষ্ঠদেশে বিরাজমান্।

এখানে আরও-একটু সৌন্দর্য্য এই যে, গিরিরাজ, তাঁহার (জঙ্গম ও স্থাবর) দুই মূর্ত্তিতেই যেন শিবের আগমন-সম্মাননা করিলেন।

৫৩। পুরদ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, দেবদল ও মহীধর একত্র হইলেন; তাঁহাদের পরস্পর সম্ভাষণ-ধ্বনি দূর-পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইতে লাগিল;—যেন দুইটী জল-প্রবাহ, তন্মধ্যস্থ একমাত্র সেতু ভগ্ন হওয়ায়, দিগন্তব্যাপী শব্দে পরস্পরের সহিত মিলিত হইল!

৫৪। ত্রৈলোক্যের যিনি বন্দনীয়, সেই মহাদেব যখন ভূধরকে প্রণাম করিলেন, তখন ভূধর লজ্জিত হইলেন; কারণ, তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব হইতেই ত দেবাদিদেবের মহিমায় তাঁহার নিজের মস্তক সুদূর-অবনমিত হইয়াই আছে।

৫৫। প্রীতি-বিকশিত-মুখশ্রী হিমবান্, জামাতার অগ্রগামী হইয়া, আগুল্‌ফ-কুসুমাস্তৃত পণ্যবীথিকা দিয়া, সমৃদ্ধ নগরে তাঁহাকে প্রবেশ করাইলেন।

৫৬। মহাদেবের এই পুর-প্রবেশকালে পুর-সুন্দরীরা অন্যান্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশান-সন্দর্শন-লোলুপ হইলে, প্রাসাদ-মালায় নিম্নলিখিত ব্যাপার সকল ঘটিয়াছিল :—

৫৭। সহসা দ্রুতপদে গবাক্ষ-স্থানে যাইতে কোন রমণীর কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া গেল, এবং গ্রথিত মাল্যও স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল; তিনি সেই উন্মুক্ত-বন্ধন ও মাল্যহীন কেশপাশ হস্তে ধারণ করিয়াই গবাক্ষ-মুখে চলিলেন;—যে-পর্য্যন্ত-না গবাক্ষে উপস্থিত হইলেন, সে পর্য্যন্ত তাহা বাঁধিতে তাঁহার মনেই পড়িল না!—

৫৮। কোন রমণীর চরণে অলক্তক-রাগ হইতেছিল; প্রসাধিকা তাঁহার দক্ষিণপদ করে ধরিয়া সেই পদের অলক্তক-

রাগ করিয়াছে মাত্র, এমন সময়ে তিনি সেই অলক্তকাদ্র পদ আকর্ষণ করিয়া অমন্থর-গতিতে গবাক্ষমুখে যাইতে, গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তপথ সালক্তক পদচিহ্নে চিহ্নিত হইল !—

এখানে 'আকর্ষণ' অতিশয়-ব্যগ্রতা-ব্যঞ্জক।

৫৯। অপর কোন রমণী, দক্ষিণ চক্ষু অঞ্জনে অলঙ্কৃত করিয়া, বামনেত্রে অঞ্জন-রাগ করিতে আর সময় পাইলেন না ; অঞ্জন-শলাকা হাতে করিয়াই তিনি বাতায়ন-সমীপে গমন করিলেন !—

৬০। দ্রুত গমনে আর-এক রমণীর বসন-গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছিল ; তবু তিনি গবাক্ষে গিয়া গবাক্ষমধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেই থাকিলেন,—নীবি-বন্ধন করিবার অবসরই যেন না পাইয়া, হস্তের দ্বারাই সেই শিথিল বাস ধরিয়া রহিলেন ;— তাহাতে তাঁহার হস্তের অলঙ্কারপ্রভা নাভি-রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে থাকিল !—

৬১। কোন রমণী অঙ্গুষ্ঠে সূতা বাঁধিয়া, তাহাতে মণি পরাইয়া মেখলা গাঁথিতেছিলেন ; অর্দ্ধমাত্র গাঁথা হইয়াছে, এমন সময়ে সত্বর উত্থান করায়, সেই অর্দ্ধ-রচিত মালা দুঃখের সহিত উৎক্ষিপ্ত হইলে, প্রতি পাদক্ষেপে তাহা হইতে মণিরত্ন- সকল স্খলিত হইতে লাগিল ;—এইরূপে রমণী যখন গবাক্ষ-

সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মেখলার অঙ্গুষ্ঠবদ্ধ সূত্রটী কেবল অবশিষ্ট রহিল মাত্র!—

৬২। প্রাসাদ-গবাক্ষ-সকল গাঢ়-কুতূহলাক্রান্ত রমণিদিগের আসবগন্ধী ও চঞ্চলনেত্র-শোভিত মুখমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে, যেন সুগন্ধী ও ভ্রমর-শোভিত পদ্মালঙ্কারেই ভূষিত হইয়াছে, এইরূপ শোভা পাইতে লাগিল!

৬৩। এই অবসরে চন্দ্রশেখর, উন্নত-তোরণ-শোভিত ও পতাকাকীর্ণ রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন; তখন দিবাকাল হইলেও, তাঁহার শিরশ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নাভিষেকে প্রাসাদশৃঙ্গ-সকল দ্বিগুণিত-কান্তি ধারণ করিল।

হরশিরের চন্দ্রকলা দিবাভাগেও ভাস্বরা। (৩৫ শ্লোক দেখ)

৬৪। তখন, প্রাসাদ-গবাক্ষস্থ নারীগণ, তাঁহাদের একমাত্র দৃশ্য সেই মহাদেবকে নয়নদ্বারা যেন পানই করিতে লাগিলেন; যেন, সে সময়ে তাঁহারা অন্যান্য-ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না;—যেন সেই সময়ে তাঁহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সর্ব্বাত্ম-রূপে তাঁহাদের চক্ষুর মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তি যেন সেই সময়ে রমণীদের চক্ষুগত হইয়াছিল; তাঁহারা সেই চক্ষে মহাদেবের রূপ 'পান' করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ মহাদেব-দর্শন-তৃষা 'প্রাণ ভরিয়া' মিটাইতে লাগিলেন।

৬৫। (মহাদেবকে দেখিয়া পুরাঙ্গনারা কহিতে লাগিলেন)—"সুকোমলা হইয়াও এমন বরের জন্য অপর্ণা পার্ব্বতী যে দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছিল ; কারণ, যে নারী এমন সুপুরুষের দাসিত্ব লাভ করিতে পায়, সেও যখন নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, তখন যে নারী ইঁহার ক্রোড়রূপ শয্যা লাভ করিবে, তাহার সৌভাগ্যের কথা কি আর বলিতে হয় ?—

তপস্যাকালে পার্ব্বতী গলিতপত্রাহার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি 'অপর্ণা' নামে খ্যাত।—(৫ম সর্গে ২৮শ শ্লোক দেখ)।

৬৬। "(যেমন পার্ব্বতী বধূ, তদুপযুক্তই এই মহাদেব বর ;) এমন স্পৃহণীয় রূপ-যুগল যদি পরস্পরের সহিত মিলিত না হইত, তাহা হইলে এই উভয়ের প্রতি প্রজাপতির রূপসৃষ্টি-যত্নই বিফল হইয়া যাইত !—

৬৭। "এই মহাদেব কোপারূঢ় হইয়া মদনের দেহ দগ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে ; বরং মদনই এই সৌম্য-মূর্ত্তি মহাদেবকে দেখিয়া, লজ্জায় নিজেই দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাই মনে হয়।—

মহাদেবের রূপের কাছে মদনের প্রসিদ্ধ রূপও নগণ্য, ইহাতেই মদনের

৬৮। "হে সখি! শৈলরাজ পরমাহ্লাদে এই ঈশ্বরের সহিত তাঁহার অভীপ্সিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, ক্ষিতি-ধারণ-হেতু তাঁহার উচ্চশির আরও উচ্চতর করিয়া ধারণ করিবেন।"

'উচ্চশির'—(স্থাবর ও জঙ্গম—উভয় পক্ষেই প্রযুজ্য)।

ফলিতার্থ:—মহাদেবকে জামাতা করিয়া, মহামহিম শৈলরাজের মাহমা আরও বর্দ্ধিত হইবে।

৬৯। ওষধিপ্রস্থের রমণিদের মুখে এইরূপ শ্রবণসুখকর প্রশংসাবাদ শুনিতে-শুনিতে ত্রিনেত্র, হিমবানের ভবনে উপস্থিত হইলেন; সেখানে এত স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়াছিল যে, মঙ্গলার্থ-নিক্ষিপ্ত লাজমুষ্টিগুলি ঐ সকল রমণিদের পরস্পরের কেয়ূর-ঘর্ষণেই চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল।

'কেয়ূর'—বাহু-ভূষণ। পরস্পরের 'কেয়ূর-ঘর্ষণ' অত্যধিক জনতা-ব্যঞ্জক।

৭০। তথায় উপস্থিত হইয়া, বিষ্ণুর হস্তধারণপূর্ব্বক মহাদেব বৃষ হইতে অবতরণ করিলেন;—যেন শরতের মেঘ হইতে সূর্য্য নামিলেন! পরে, হিমাদ্রির কক্ষান্তরে, যেখানে ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বেই আসিয়াছেন,—তথায় মহাদেব প্রবেশ করিলেন।

মহাদেবের বৃষ শুভ্রতায় শরন্মেঘের সদৃশ, এবং মহাদেবও স্বয়ং সূর্য্য-সম দীপ্তিশালী।

৭১। যেমন মহৎ প্রয়োজন-সকল প্রকৃষ্ট উপায়ের অনুসরণ করে, সেইরূপ মহাদেবকে অনুসরণ করিয়া ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ, সপ্তর্ষি-প্রমুখ সনকাদি পরমর্ষিগণ, এবং প্রমথগণ, গিরিরাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

দেবগণের প্রয়োজনেই মহাদেব এই বিবাহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং দেবগণের 'মহৎ প্রয়োজন'ই যেন মহাদেবকে 'প্রকৃষ্ট উপায়' স্বরূপ করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতেছে।

এই অনুসরণ-ঘটনাটীকে উপলক্ষ করিয়া, এই ক্ষুদ্র উপমাটীর দ্বারা, এই কাব্যের মুখ্য ব্যাপার অর্থাৎ 'মহৎ প্রয়োজন' ও তদুপযোগী 'প্রকৃষ্ট উপায়'—এই দুইটীকে যেন মূর্ত্তিমন্ত করিয়া দেখান হইয়াছে;—'প্রকৃষ্ট উপায়'-স্বরূপ মহাদেব আগে-আগে চলিয়াছেন, এবং 'মহৎ-প্রয়োজন'-রূপী দেবগণাদি তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন।

৭২। তথায়, মহাদেব আসনে উপবিষ্ট হইয়া, হিমবান্ কর্ত্তৃক আনীত যথাযোগ্য সরত্ন অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও নূতন পট্টবস্ত্র-জোড়,—সকলই মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে গ্রহণ করিলেন।

৭৩। নবোদিত-চন্দ্রকিরণসমূহ কর্ত্তৃক শুভ্র-ফেনাময় সমুদ্র যেমন বেলা-সমীপে নীত হয়, শুভ্রপট্টবাসাচ্ছাদিত হইয়া মহাদেবও তেমনই অবরোধ-গমন-যোগ্য বিনীত লোকগণ কর্ত্তৃক বধূ-সমীপে নীত হইলেন।

'শুভ্রপট্টবাসাচ্ছাদিত' মহাদেব যেন 'শুভ্র ফেনাময় সমুদ্র'। সমুদ্রের সহিত উপমায় মহাদেবের বিশালত্ব সূচিত।

পার্ব্বতী এই সমুদ্রের 'বেলা'-স্বরূপা। বেলা যেমন সমুদ্রোচ্ছাসের প্রতীক্ষা করে, পার্ব্বতীও তেমনই শিবাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

'বিনীত' অর্থাৎ অনুদ্ধত লোকেই অবরোধ-মধ্যে যাইবার যোগ্য। এই স্নিগ্ধ-স্বভাব হেতু ইঁহারা 'নবোদিত চন্দ্রকিরণ-সমূহের' সহিত উপমেয় হইয়াছেন। সমুদ্র-পক্ষে, চন্দ্রের আকর্ষণেই সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া বেলা-সমীপে নীত হয়।

ফলিতার্থ:—শান্ত-স্বভাব লোকেরা মহাদেবকে অন্তঃপুরমধ্যে বধূসমীপে লইয়া গেলেন।

৭৪। শরতের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রানন-কান্তি পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া, শিবের চক্ষু-কুমুদ প্রফুল্ল এবং চিত্ত-সলিল প্রসন্ন হইল।

শরৎ-পক্ষে, পূর্ণচন্দ্রই যেন আনন-কান্তি।

পার্ব্বতী-পক্ষে, পূর্ণচন্দ্রের মতই যেন আনন-কান্তি। সেই শরচ্চন্দ্র-নিভাননা পার্ব্বতীর সহিত মহাদেব মিলিত হইলেন; যেন ভূলোক শরতের সহিত মিলিত হইল। শরদাগমে, কুমুদ যেমন প্রফুল্ল এবং সলিল যেমন প্রসন্ন হয়, পার্ব্বতী-মিলনে মহাদেবের 'চক্ষু'ও তেমনই 'প্রফুল্ল' এবং 'চিত্ত'ও তেমনই 'প্রসন্ন' হইল।

৭৫। তখন উভয়ে, উভয়ের মিলনার্থ অধীর দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থির করিয়া, পরে নিবর্ত্তিত করিলেন; ইহাতে উভয়েরই সতৃষ্ণ চক্ষুগুলি সে সময়ে লজ্জা-নিবন্ধন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল।

উভয়ে উভয়কে দেখিবার জন্য সতৃষ্ণ হইলেও লজ্জাবশতঃ দেখিতে পারিতেছেন না, এই 'যন্ত্রণা'।

৭৬। পরে, শৈল-পুরোহিত পার্ব্বতীর রক্তাঙ্গুলি-শোভিত হস্ত শিব-সমক্ষে ধরিলে, শিব তাহা ধারণ করিলেন ; রক্তাঙ্গুলি-শোভিত এই হস্তখানি যেন শিব-ভয়ে পার্ব্বতীতে গুপ্ত-দেহ মদনের প্রথমাঙ্কুর।

পার্ব্বতীর হাতের 'রক্তবর্ণ' ও সুকোমল অঙ্গুলিগুলি যেন প্রথমাঙ্কুরের ন্যায়। হর-ভয় কাম-দেব যেন পার্ব্বতীর মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন ; এখন আবার পুনরঙ্কুরিত হইতেছেন। এখানে মদনের সূক্ষ্মদেহই পার্ব্বতী-মধ্যে প্রচ্ছন্ন বুঝিতে হইবে। সেই সূক্ষ্মদেহ যেন আবার পুনর্জ্জীবিত হইতে চলিল! পার্ব্বতীর সেই হস্তখানিই যেন উহার 'প্রথমাঙ্কুর'।

৭৭। এই হস্ত-সংস্পর্শে, মনোভব-বৃত্তি যেন উভয়ে সমান-রূপে বিভক্ত হইয়া গেল ;—উমার দেহে রোমাঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইল ; মহাদেবেরও করচরণাঙ্গুলি অবশ হইয়া পড়িল।

৭৮। যখন, লৌকিক বর-বধূর পাণিগ্রহণ-কালে তাঁহাদের মধ্যে হর-গৌরীর অধিষ্ঠান হয় বলিয়া, ঐকালে তাঁহারা সমধিক কান্তি পোষণ করিয়া থাকেন, তখন স্বয়ং হরগৌরীর এই বিবাহ-কালে তাঁহাদের যে কি শ্রী হইল, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

বিবাহ-কালে, সকল বর-বধূতেই হর-গৌরীর অর্থাৎ বরে হরের এবং বধূতে গৌরীর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহা আগম-বাক্য।

৭৯। দিবা ও রাত্রি যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া মেরুকে

প্রদক্ষিণ করে, তেমনই সেই মিথুন (বর-বধূ) তখন পরস্পর মিলিত হইয়া, ঊর্দ্ধ-শিখ অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

৮০। পরস্পর-সংস্পর্শ সুখাবেশে নিমীলিত-চক্ষু সেই দম্পতীকে শৈলকুল-পুরোহিত তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া, বধূকে দিয়া সেই দীপ্ত-শিখ অগ্নিতে লাজ-ক্ষেপণ করাইলেন।

ইহা বৈবাহিক মঙ্গলাচার।

৮১। বধূ তখন, পুরোহিতের উপদেশে, ঘ্রাণার্থে সেই সুগন্ধ লাজ-ধূম অঞ্জলি করিয়া বদন-সমীপে লইতে লাগিলেন; সেই ধূমের শিখা তৎকালে গৌরীর কপোলে বিস্তারিত হইয়া, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কর্ণোৎপল-ভাব ধারণ করিল!

ধূম-শিখা ব্যাপন-শীল বলিয়া, কর্ণোৎপল-ভাব 'ক্ষণ'-স্থায়ী।

৮২। এই আচার-ধূম-গ্রহণে বধূবদনের গণ্ডস্থল ঈষৎ আর্দ্র ও অরুণ হইয়া উঠিল; অক্ষি-দ্বয়ের কালাঞ্জন বিশ্লেষিত হইয়া গেল; এবং যবাঙ্কুর-কর্ণপূর ম্লান হইয়া পড়িল।

৮৩। পরে, পুরোহিত বধূকে কহিলেন;—"বৎসে! অগ্নি তোমার বিবাহ-ব্যাপারে কর্ম্ম-সাক্ষী; (এখন হইতে) নির্ব্বিচারে পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে থাক!"

ইহা প্রাজাপত্য বিবাহ। স্বামীর সহিত 'নির্ব্বিচারে ধর্ম্মাচরণ'ই এই বিবাহে মুখ্য উপদেশ।

৮৪। নিদাঘ-কালে উৎকট-তাপিতা পৃথিবী যেমন ইন্দ্রের প্রথম বারিধারা (সাগ্রহে) পান করে, ভবানীও তেমনই সাগ্রহে, স্বীয় কর্ণদ্বয়কে চক্ষু-পর্যন্ত বিস্তারিত করিয়া, পুরোহিতের ঐ বচন-বারি পান করিলেন।

জল পান করিবার সময়ে যেমন মুখ-ব্যাদানের বাহুল্যে তৃষ্ণাতিশয্য সূচিত হয়, এখানে তেমনই কর্ণ-বিস্তার দ্বারা শ্রবণাগ্রহের আতিশয্য সূচিত।

ইতিপূর্বে (৬৪শ শ্লোকে) 'নয়ন দ্বারা রূপ পান' পাওয়া গিয়াছে। এখানে 'কর্ণ দ্বারা বচন-পান'। উভয় স্থলেই 'পান' আগ্রহাতিশয্য ও তৃপ্তি-ব্যঞ্জক।

৮৫। শাশ্বত ও প্রিয়দর্শন স্বামী, বধূকে ধ্রুব-নক্ষত্র দেখাইতে থাকিলে, লজ্জায় ক্ষীণস্বরা বধূ অতি-কষ্টে মুখ তুলিয়া (ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া) কহিলেন,—"দেখিলাম"।

আকাশে ধ্রুব-নক্ষত্র যেমন স্থির, পতিকুলে তেমনই স্থির হইবার উপদেশ-কালে উদাহরণস্থলে বধূকে 'ধ্রুব-নক্ষত্র' দেখান বিধি।

[দুঃখের বিষয়, বহুকাল হইতে বাঙ্গালা দেশে যাঁহাদের "বিবাহ"-ক্রিয়া সম্প্রদানের পরদিন সম্পন্ন করা হয়, তাঁহাদিগকে দিনমানেই ধ্রুব-নক্ষত্র দেখান হয় ও দেখিতে হয়। মন্ত্রের প্রমাণে রাত্রি মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ারই বিধি; তদন্যথায় স্থল-বিশেষে গুরুতর দোষের সম্ভাবনা—বিশেষতঃ যে-স্থলে বর-বধূ উভয়েরই যৌবনাবস্থা।]

৮৬। বিধিজ্ঞ শৈল-কুল-পুরোহিত এইরূপ বিবাহ-ক্রিয়া-সকল সমাপন করিলে তখন বিশ্বলোকের সেই পিতামাতা (উমা-মহেশ্বর) পদ্মাসনস্থ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

পিতামহ পিতামাতার পূজ্য; এই হেতু বিবাহজনের 'পিতামাতা' উমা-মহেশ্বর, 'পিতামহ' ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

৮৭। তখন বিধাতা, বধূকে—"কল্যাণি! বীর-প্রসবা হও"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; কিন্তু অষ্ট-মূর্ত্তি মহাদেবের প্রতি কি আকাঙ্খা কথিতব্য, তাহা তিনি স্বয়ং বাগীশ্বর হইয়াও নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, নির্ব্বাক্ রহিলেন।

বধূর প্রতি ঐ আশীর্ব্বাদ এস্থলে সবিশেষ সার্থক; কারণ, দেবগণের উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার-কল্পে এক বীর-সৃষ্টিই এ কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য।

পঞ্চভূতাদি অষ্ট-মূর্ত্তিতে মহাদেব জগদাত্মক ও জগন্ময়। যখন তাঁহাতেই সব এবং সবেই তিনি, তখন আর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদের বিষয় কি আছে?

৮৮। পরে, সেই বরবধূ পুষ্পরচনাদি-শোভিত চতুষ্কোণ বেদীতে গিয়া, তদুপরিস্থ কনকাসনে উপবেশন করিলেন; এবং মস্তকে আর্দ্র আতপ-তণ্ডুল গ্রহণ—এই যে লোকাচার প্রসিদ্ধ আছে, সেই বাঞ্ছনীয় লোকাচার স্বীকার করিলেন।

৮৯। তখন লক্ষ্মী, সেই বর-বধূর মস্তকোপরে দীর্ঘনাল-দণ্ড কমল-ছত্র ধারণ করিলে, কমলদলের প্রান্তভাগ সংলগ্ন জলবিন্দুমালা, রাজছত্রের প্রান্তাবলম্বী মুক্তাকলাপের শোভা আহরণ করিয়াছিল।

সামান্য বর-বধূর মস্তকোপরে মুক্তার-ঝালর-দেওয়া সামান্য (কৃত্রিম) ছাতা ধরা হইয়া থাকে; এবং সামান্য ছত্রধরেই তাহা ধরিয়া থাকে। এখানে

কাব্যের বর-বধূর শিরোপরে স্বয়ং লক্ষ্মী ছত্র ধরিলেন; সে ছত্রই বা কেমন! দীর্ঘনাল-রূপ দণ্ডের উপরে সহস্রদল পদ্মই সেই ছত্র! সহস্রদলের প্রান্তলগ্নী জলবিন্দু-মালা এই ছত্রে মুক্তা-ঝালরের শোভা প্রদান করিয়াছে!

৯০। পরে সরস্বতী,—বরেণ্য বরকে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে এবং বধূকে সুখবোধ্য প্রাকৃতে,—সেই দম্পতীর স্তুতি করিলেন।

৯১। তখন, অপ্সরাগণ বর-বধূর প্রীত্যর্থে এক নাটকাভিনয় করিল; ঐ নাটকের রচনা ও অভিনয়, উভয়ই অতি পরিপাটী; উহার সন্ধি-গুলিতে ভাবভেদে ভাষার বৃত্তিভেদ সুস্পষ্টীকৃত এবং রসভেদে যথানিয়ম রাগ-ভেদও সুপ্রযুক্ত; এবং সর্ব্বত্রই মধুর অঙ্গবিক্ষেপে অভিনয়টী অতিশয় মনোরম;—দম্পতী, ক্ষণকাল এই অভিনয় দেখিলেন।

সংস্কৃত-নাটকের গল্পাংশ—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত; এই বিভাগগুলিই নাটকের 'সন্ধি'।

'ভাষার বৃত্তি' অর্থাৎ ভাষার ভঙ্গি (style)। সংস্কৃতে রস-ভেদে চারি প্রকার বৃত্তির ব্যবহার প্রসিদ্ধ;—শৃঙ্গার-রসে "কৈশিকী," বীর-রসে "সাত্বতী", রৌদ্র ও বীভৎস-রসে "আরভটী", এবং সর্ব্বরসে "ভারতী"।

'রস' নব-প্রকার;—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, ও শান্ত। কোন মতে 'বাৎসল্য' ধরিয়া রস দশ-প্রকার।

'রস-ভেদে রাগ-ভেদ' যথা;—রৌদ্র, অদ্ভুত ও বীর-রসে "পুংরাগ"—শৃঙ্গার, হাস্য ও করুণ-রসে "স্ত্রী-রাগ"—এবং ভয়ানক, বীভৎস ও শান্ত-রসে "নপুংসক-রাগ", ব্যবহার্য্য; ইহাই সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের উপদেশ

৯২। সর্ব্বশেষে, দেবগণ নিজ-নিজ মুকুটে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, কৃতদার মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক, এই যাচ্ঞা করিলেন যে, এখন শাপমুক্ত মদন পুনরায় দেহলাভ করিয়া, তাঁহার সেবা করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হউন।

হরপার্ব্বতীর পরিণয়ান্তেই মদনের প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপের অন্ত; (৪র্থ সর্গে ৪৩।৪৪ শ্লোকে দেখ)। সুতরাং শাপান্তে, এখন হরপার্ব্বতীর সেবার্থ মদনের পক্ষ হইয়া দেবগণ মহাদেবের অনুমতি চাহিতেছেন।

৯৩। বিগত-ক্রোধ মহাদেব, তখন নিজের উপর পঞ্চশরের কার্য্য অনুমোদন করিলেন; কার্য্যজ্ঞ (অথবা, অবসরজ্ঞ) ব্যক্তিগণ অবসর বুঝিয়া প্রভুসম্বন্ধে (কিছু) প্রার্থনা করিলে, তাহা সিদ্ধই হইয়া থাকে; কদাচ অন্যথা হয় না।

মহাদেবের প্রতি মদনের কার্য্যের এই উপযুক্ত 'অবসর' বুঝিয়া দেবগণ উহার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করায়, মহাদেব উহা সহজেই স্বীকার করিলেন; দেবগণেরও কার্য্য সিদ্ধ হইল।

৯৪। পরে, চন্দ্রশেখর দেবগণকে ত্যাগ করিয়া, স্বহস্তে মহীধররাজ-কন্যাকে ধারণ করিয়া, মঙ্গল-শয্যাগৃহে চলিলেন; সেখানে পূর্ণ কনক-কলস-সকল স্থাপিত ছিল; পুষ্পমালাদি শোভা পাইতেছিল; এবং ভূমিতলে বর-বধূর জন্য শয্যা বিরচিত ছিল।

৯৫। সেখানে নবপরিণয়-লজ্জাভূষণা পার্ব্বতীর লজ্জা দূর করিবার জন্য মহাদেব তাঁহার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিলে, পার্ব্বতী মুখ ফিরাইয়া লইয়া, শয্যা-সখিদের প্রতিও অতি-কষ্টে কথার উত্তর দিতে লাগিলেন; তখন মহাদেব তাঁহার প্রমথ-গণকে দিয়া বিকৃত-মুখভঙ্গি করাইয়াও, সেই অতি-লজ্জাশীলা পার্ব্বতীকে গূঢ়ভাবে হাসাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন মাত্র।

শয্যা-সখিদের কাছেও 'অতিকষ্টে' কথার উত্তর করা লজ্জাতিশয্য-ব্যঞ্জক।

মুখ তুলিয়া লজ্জাভঙ্গ করিতে গিয়া সফল না হওয়ায়, মহাদেব প্রমথ-গণকে দিয়া পার্ব্বতীকে হাসাইবার চেষ্টা করিলেন—হাসাইলে যদি লজ্জা ভাঙ্গে। কিন্তু তাহাতেও মহাদেব সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন না;—প্রমথগণের বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিয়া পার্ব্বতী 'গূঢ়ভাবে' অর্থাৎ মনে-মনে হাসিলেন মাত্র। কিন্তু সে হাসি বাহিরে প্রকাশ পাইল না। এখানে পার্ব্বতীর লজ্জাশীলতা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

"উমা-প্রদান" নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত

শুদ্ধি-পত্র

			শুদ্ধ
ভূমিকা-পৃষ্ঠা		৮	তারকাসুর
টীকা-সমেত শ্লোক		১।২০ …	অপ্রাকৃতকতা-দোষ
,,	…	৩।৪৮ …	দীপো নির্বতস্থো নেঙ্গতে
,,	…	৪।৩৪ …	ভস্মই
,,	…	৪।৪৬ …	তৃতীয় সর্গে
,,	…	৫।৬ …	কুণ্ঠিতা হয়.
,,	…	৫।৪০ …	প্রস্তাব-সম্বন্ধে
,,	…	৫।৭০ …	তোমায়
,,	…	৬।৩৮ …	সাধারণতঃ
,,	…	৬।৫৫ …	যেন
,,	…	৬।৭৭ …	মনীষিগণ
,,	…	৭।২৫ …	ক্ষুণ্ণ

Approved as a Prize-Book & a Library-Book.

কবি শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল,

প্রণীত

ভিখারিণী

পদ-লালিত্যে ভাব গাম্ভীর্য্যে

ছন্দ-বৈচিত্র্যে শ্রুতি মাধুর্য্যে

অতুলনীয়

ভাষা প্রাঞ্জল ভাব অন্তরস্পর্শী

ইহা পাঠ করিলে

হৃদয়ে তেজ, কর্ম্মে উৎসাহ

জীবনে আনন্দ, মনে শান্তি,

জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি

সঞ্চার হয়।

কবির কবিত্ব প্রেমিকের প্রেম

ভক্তের ভক্তি, সাধকের সাধনা,

সমস্তই একাধারে বিদ্যমান।

মানসী—"বিশ্বহিত ও সাধারণ দুঃখদৈন্যের কথা রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবে নূতনত্ব আছে। গভীর অনুভূতি ও উন্নত কাব্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির উক্তি প্রাণময়। কবির বীণা বিশ্বের বেদনার দ্বারা আহত হইলেও তাঁহার সুরে আশার বাণী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

A. B. Patrika—"Each one of the poems is pregnant with celestial fire".

বঙ্গবাণী—"প্রথম কবিতাতেই প্রাণের স্পর্শ পাইলাম। সর্ব্বত্রই একটা সুন্দর ও প্রশান্ত শান্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হয়।"

Bengalee—"Several lines are gems of purest ray serene. The thoughts, the style, the conceptions & sentiments make the book interesting to all lovers of literature."

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম্-বি
কর্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত

শ্লোক-রত্নাবলী

আনন্দ-বাজার—"......এই বৃহৎ গ্রন্থে সান্যাল মহাশয় সংস্কৃতের বিপুল ভাণ্ডার হইতে বহু শ্লোক সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। শ্লোকগুলি সহজ, সুন্দর ধর্ম্মমূলক এবং উপদেশাত্মক। নির্ব্বাচিত শ্লোকের সরল বাঙ্গলা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত শ্লোক পড়িতে চাহেন, তাঁহাদের কাছে পুস্তকখানি আদরনীয় হইবে।"

Amrita Bazar Patrika—"............Slokas with their translation in simple chaste Bengali. The compilation ranges from Post Vedic to almost recent times. The selection has been happy and the reading public will not find much difficulty in enjoying their beauty. A book like this was a long-felt want."

বসুমতী—......সান্যাল মহাশয় অমূল্য সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শ্লোক-রত্নমালা আহরণ করিয়া এই গ্রন্থে সজ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার এই অবচিত কুসুম-নিচয়ে বাঙ্গালী রসজ্ঞ পাঠক প্রীতি ও জ্ঞান লাভ করিবেন একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

Advance—"......A collection of Slokas from various sources, devotional, philosophic & literary and expounded in the venerable translator's inimitable way in chaste and dignified Bengali. The slokas have been selected with discrimination & care & woven together into a chaplet of flowers. The compilation will stand all knights of the pen and the tongue in excellent stead. The book will make a special appeal to those who have drunk deep at the fountain of Sanskrit learning. An attempt has been made to string together all slokas expressive of real poetic feeling & fervour & giving a new & inspiring interpretation of life."

রায় শ্রীদীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম্-বি,

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত সমালোচিত ও সম্পাদিত

অমরকবি মাইকেল মধুসূদনের

তিলোত্তমা-সম্ভব

এই পয়ার-প্লাবিত দেশে অকস্মাৎ এক নূতন প্রকার অমৃতচ্ছন্দে বাঙ্গালা কাব্য বাহির হওয়াতে তাৎকালিক বিদ্বজ্জন-সমাজে কিরূপ একটা তুমুল কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপে সেই কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া এই কাব্য-খানি বাঙ্গালা সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ কবিবরের জীবনী সহ গ্রন্থারম্ভে

বিস্তীর্ণ ভূমিকায় ও সমালোচনায় দেখান হইয়াছে

A. B. Patrika—"In the introductory part of the book, the editor has dealt with the history of Bengali Poetry ; how the old style had been gradually supplanted by the new, what part Madhu Sudan played & what struggle the immortal poet made during the transition period of Bengali literature. So vivid is the description that the reader feels the pulsation which the poet himself felt. He has very ably put the mind of the poet before the readers. The edition is a valuable acquisition to the Bengali literature."

ভারতবর্ষ—"শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় মাইকেলের মেঘনাদ-বধের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়াই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার শক্তির পরিচয় সকলে পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান পুস্তকের ব্যাখ্যা ও সমালোচনাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুপ্রকাশিত।"

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম্-বি,

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত

ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা

মাইকেল মধুসূদনের এই 'ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা' ভাষা ও ভাব-সৌন্দর্য্যে অনুপম। যিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারই লেখনী হইতে সুমধুর মিত্রাক্ষরের এই 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যখানি রচিত হইয়াছে দেখিয়া বাস্তবিকই চমকিত ও মুগ্ধ হইতে হয় আবার অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে এই 'বীরাঙ্গনাই' তাঁহার শেষ কাব্য। সুতরাং কাব্যের ভাষা ও ছন্দ যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে। এই কাব্যে, ভাষা কিরূপ সুললিত ও সরল এবং ছন্দ সর্ব্বত্র কেমন মধুর ও সঙ্গীত স্বাদ-বিশিষ্ট, গ্রন্থারম্ভে বিস্তীর্ণ সমালোচনায় তাহাই দেখান হইয়াছে সুন্দর অ্যাণ্টিক কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে ছাপা।

তত্ত্বকৌমুদী—"প্রথমেই মুখবন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সমালোচনায় রসজ্ঞ সমালোচকের লেখনী সম্পাতে সমগ্র কাব্যখানির একটী নিবিড় রসানুভূতি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে ইহা তাঁহারই একান্ত নিজস্ব দান।"

A. B. Patrika—"...........The annotator has shown special skill & power in analysing the mind of our emotional Poet. He has lucidly explained the key-note of the great poems. The hidden beauty of the two poems has been nicely explained in his admirable introduction."

ভারতবর্ষ—"পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় তিনি কেমন অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যেক শব্দটীর আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম্-বি,

কর্ত্তৃক অনূদিত ও সমালোচিত

কুমারসম্ভব

Revised Second Edition.

ইহাতে সরল অথচ সাধু গদ্যে শ্লোকের ভাবানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার বিশ্লেষণমুখী-সমালোচনা বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে

Telegraph—".........The book is a beautiful translation. His command over the language & thoughts is unrivalled. The most learned, erudite & educative portion of the book is the introduction. He begins with the gradual evolution of human nature & the influence of the poet & moralist upon it. Such an able, learned, clear, simple & refreshing analysis as well as symphthetic introduction has never adorned a Bengali book..."

বামাবোধিনী—"......কাব্য-দেহের রস-ধাতু বিজ্ঞানে ও বিশ্লেষণে এমন বিচক্ষণ কয়জন আছেন, জানি না। তিনি কুমার বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন! ইহার ভূমিকা অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য লিপি-রূপে চির-পূজিত হইবে।"

প্রবাসী—.. "লেখক ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে প্রেম ও সৌন্দর্য্য এই দুইটী অনুভূতিই মানব-হৃদয়ের পরম উপাদেয় উপাদান-বস্তু। সামাজিক ধর্ম্ম প্রেমে প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের মূল সতী-ধর্ম্ম।.. লেখক সমস্ত ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, শ্লোক অনুবাদ করিয়াছেন, টীকায় প্রত্যেক শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করিয়াছেন। ইহাতে লেখকের ভাবুকতার সুক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও পটুতার অনেক পরিচয় আছে। এই পুস্তকে কুমারের নূতন আলোক-পাত দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গবাসী —"অনেক স্থলে মল্লিনাথের টীকায় কুমারের যে কবিত্ব সৌন্দর্য্য প্রস্ফুট হয় নাই এই ব্যাখ্যায় তাহা হইয়াছে। ভূমিকায় কাব্য-কীর্ত্তি ও শাস্ত্র-কীর্ত্তির যে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ হইয়াছে তাহা বঙ্গসাহিত্যের বিরাট বিশেষত্ব। ভূমিকার প্রত্যেক পত্রে সুনিপুণ চিত্র-শিল্পীর রুচির সাহিত্য-কাব্য-কীর্ত্তিরই পরিচয় পাই।"

রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল, বি-এ, এম্-বি,

কৃত

সীতা ও সরমা

3rd Edition.

সীতা ও সরমা চিত্রে মধুসূদনের যে কি অসাধারণ সূক্ষ্ম কাব্যকলা লক্ষিত হয় বিস্তীর্ণ সমালোচনায় তাহা দেখান হইয়াছে। ভাবে ভাষায় ও বিশ্লেষণে এমন মর্ম্মগ্রাহী সমালোচনা বঙ্গভাষায় নিতান্তই বিরল।